CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 7 December, 2019 ■ আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর , ২০১৯ ইং ■ ২০ অগ্রহায়ণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

হায়দরাবাদ ধর্ষণ-খুন মামলা ঃপুননির্মাণের সময় পুলিশের আগ্নেয়াস্ত্র ছিনিয়ে পালানোর চেষ্টা

এনকাউন্টারে খতম ৪ অভিযুক্ত

হায়দরাবাদ, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.): পুননির্মাণের সময় পুলিশের আগ্নেয়াস্ত্র ছিনিয়ে পালানোর ছক বানচাল! পুলিশের গুলিতে খতম হল হায়দরাবাদে তরুণী চিকিৎসককে গণধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় ৪ জন অভিযুক্ত। তদন্ত ও পুননির্মাণের জন্য শুক্রবার ভোররাতে ৪ জন অভিযুক্তকে হায়দরাবাদের অনতিদূরে শাদনগরের চাতানপল্লিতে নিয়ে গিয়েছিল তদন্তকারীদের একটি দল। সেই সময় পুলিশের আগ্নেয়াস্ত্র ছিনিয়ে তদন্তকারীদের উপর চড়াও হয় অভিযুক্তরা। অভিযুক্তরা পালানোর চেষ্টা করলে গুলি করে হত্যা করে পুলিশ, ঘটনাস্থলেই অভিযুক্তদের মৃত্যু হয়। এনকাউন্টারে ৪ জন অভিযুক্তের মৃত্যুর পরই ঘটনাস্থলে পৌঁছন উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্তারা। সাইদরাবাদ পুলিশ কমিশনার ভি সি সাজ্জানার জানিয়েছেন, শুক্রবার ভোররাত তিনটে থেকে সকাল ছ'’টার মধ্যে শাদনগরের চাতানপল্লিতে পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয়েছে মহম্মদ আরিফ, জোল্লু শিবা, জোল্লু নবীন এবং চিন্তাকুন্তা চিন্নাকেশাভুলু-এই ৪ জন অভিযুক্তের। শামশাবাদ ডিসিপি প্রকাশ রেড্ডি জানিয়েছেন, পুননির্মাণের জন্য ক্রাইম স্পটে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল অভিযুক্তদের। আচমকাই পুলিশের আগ্নেয়াস্ত্র ছিনিয়ে নেয় অভিযুক্তরা এবং পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়, আত্মরক্ষার জন্য পাল্টা গুলি চালায় পুলিশ, তখনই মৃত্যু হয় ৪ জন অভিযুক্তের।

হায়দরাবাদের অনতিদূরে শাদনগরে তরুণী পশু চিকিৎসককে গণধর্ষণ-খুন নিয়ে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ চলছে গোটা দেশে। দোষীদের ফাঁসির সাজা চাইছেন দেশের প্রায় প্রতিটি মানুষ। এমতাবস্থায় এনকাউন্টারে মৃত্যু হল গণধর্ষণ-খুনে অভিযুক্ত ৪ জনের, যথাক্রমে-মহম্মদ আরিফ, জোল্লু শিব, জোল্লু নবীন এবং চিন্তাকুন্তা চিন্নাকেশাভুলু। ২৫ বছর বয়সী মহম্মদ আরিফ পেশায় গাড়ির চালক এবং প্রধান অভিযুক্ত। অভিযুক্তদের মৃত্যুতে অত্যন্ত খুশি প্রকাশ করেছেন তরুণী পশু চিকিৎসকের বাবা। শোকস্তব্ধ বাবা জানিয়েছেন, আমার মেয়ের মৃত্যুর পর ১০ দিন হল, পুলিশ এবং

সরকারের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আমার মেয়ের আত্মা শান্তি পাবে এবার।

এদিকে, হায়দরাবাদে তরুণী পশু চিকিতককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় অভিযুক্তদের এনকাউন্টারে মৃত্যু ঘিরে তুমুল হইচই শুরু হয়েছে গোটা দেশে। অনেকেই সাবাশি দিয়েছেন হায়দরাবাদ পুলিশকে, কেউ বলেছেন অন্যায়। কিন্তু, শুক্রবার ভোররাত তিনটে থেকে সকাল ছ'টা পর্যন্ত আসলে কী হয়েছিল, তা জানালেন সাইবারাবাদের সিপি ভি সি সজ্জানার। শুক্রবার ঘটনাস্থল থেকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পুলিশ কমিশনার (সিপি) ভি সি সজ্জানার জানিয়েছেন, পুলিশ হেফাজতে নেওয়ার পর গত ৪ ও ৫ ডিসেম্বর জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল অভিযুক্তদের। শুক্রবার ভোররাতে তদন্তের স্বার্থে ক্রাইম-স্পটে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল অভিযুক্তদের। ১০ জন পুলিশ কর্মী অভিযুক্তদের ক্রাইম স্পটে নিয়ে এসেছিলেন।' সিপি জানিয়েছেন, পুনর্নির্মাণের সময় লাঠি দিয়ে পুলিশের ওপর হামলা চালায় অভিযুক্তরা, পুলিশের কাছে থাকা আগ্নেয়াস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে গুলি চালাতে শুরু করে। পুলিশ কর্মীরা সতর্ক করে অভিযুক্তদের আত্মসমর্পণ করতে বলেন, কিন্তু তারা কোনও কথাই শোনেনি। এরপরই আমরা গুলি চালাই এবং এনকাউন্টারে অভিযুক্তদের মৃত্যু হয়। এনকাউন্টারে দু'জন পুলিশ কর্মী আহত হয়েছেন এবং তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

সাইবারাবাদের সিপি আরও জানিয়েছেন, অভিযুক্তদের কাছ থেকে দু'টি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। মোবাইল ফোনও উদ্ধার করা হয়েছে। পিএমই-র জন্য মৃতদেহগুলি স্থানীয় সরকারি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এনকাউন্টার প্রসঙ্গে সি পি জানিয়েছেন, আমি শুধু বলতে পারি আইন নিজের দায়িত্ব পালন করেছে। শুধুমাত্র তরুণী পশু চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুন নয়, কর্ণাটকে বেশ কয়েকটি মামলাতেও তারা অভিযুক্ত। সিপি জানিয়েছেন, আমাদের সন্দেহ কর্ণাটকে অন্যান্য মামলাতেও জড়িত রয়েছে অভিযুক্তরা, তদন্ত চলছে। তেলেঙ্গানা এনকাউন্টারের ঘটনায় স্বতঃ প্রণোদিত হয়ে তদন্ত শুরু করেছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। এ প্রসঙ্গে সি পি জানিয়েছেন, রাজ্য সরকার, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে আমরা জবাব দিতে প্রস্তুত।

অবশেষে শান্তি পেল মেয়ের আত্মা। শুক্রবার সকালে ৪ জন অভিযুক্তের মৃত্যুর খবর শুনে এই মন্তব্যই করেছেন হায়দরাবাদে ধর্ষিতা পশু চিকিৎসকের বাবা। কৃতজ্ঞতা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুলিশি এনকাউন্টার স্বতঃপ্রণোদিত তদন্ত জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের, রিপোর্ট চাইল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকও

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : হায়দরাবাদ এনকাউন্টারের ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত তদন্ত শুরু করল জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। হায়দরাবাদ এনকাউন্টারে চার অভিযুক্তের মৃত্যুর খবর দেখে সুয়ো মোটো অভিযোগ নেওয়ার হয়েছে। নিজস্ব তদন্তকারী দল ঘটনাস্থলে পাঠিয়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। এ দিকে, হেফাজতে বন্দি মৃত্যুর ঘটনায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকও তেলেঙ্গানা সরকারের কাছে রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে।

সূত্রের খবর, মন্ত্রকের তরফে বলা হয়েছে, হেফাজতে বন্দিকে মেরে ফেলা হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী রাজ্য সরকারকে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। সূত্রের দাবি, ”যেহেতু সংসদে অধিবেশন চলছে, মন্ত্রীকে প্রশ্ন করা হতে পারে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে সব তথ্য জোগার করে তৈরি থাকতে হবে।” এদিকে, এনকাউন্টারের সময় নিয়ে দু রকম তথ্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ই-রেশনিং চালুতে ত্রিপুরা দেশে ৩য় পূর্বোত্তরে প্রথম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।। ই-রেশনিং চালুর ক্ষেত্রে ত্রিপুরা দেশের মধ্যে তৃতীয় এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রথম রাজ্য হিসেবে নজির স্থাপন করেছে। তাছাড়া, চলতি মাসেই রাজ্যে চালু হয়েছে পোর্টেবল রেশনিং সিস্টেম। তাতে, গ্রাহকরা রাজ্যের যে কোন ন্যায্য মূল্যের দোকান থেকে রেশন সামগ্রী সংগ্রহ করতে পারবেন। শুক্রবার খাদ্য দপ্তরের উদ্যোগে রেশনিং ব্যবস্থা সাংবাদিকদের সাথে আলাপচারিতায় এ-কথা বললেন খাদ্য দপ্তরের সচিব ড. দেবাশীষ বসু। সাথে তিনি যোগ করেন, জানুয়ারী থেকে সারা দেশব্যাপী পোর্টেবল রেশনিং সিস্টেম চালু হচ্ছে। তাতে, গ্রাহকরা দেশের যে কোন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

খুমলুঙে হোমিওপ্যাথি কলেজ গড়তে কেন্দ্রের কাছে ৯৪৯ কোটি টাকা চাইবে রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।। সরকারি উদ্যোগে হোমিওপ্যাথি মেডিক্যাল কলেজ খোলার পরিকল্পনা রয়েছে ত্রিপুরা সরকারের। তবে এবার জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় ওই কলেজ গড়ে তুলতে চাইছে রাজ্য সরকার। তাই, কেন্দ্রের কাছে বিশেষ প্যাকেজ চাওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের অধীনে ৯৪৯ কোটি টাকার বিশেষ প্যাকেজ তৈরি করে কেন্দ্রের কাছে পাঠানো হবে। ওই টাকায় হোমিওপ্যাথি মেডিক্যাল কলেজের জন্যও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ এই খবর দিয়ে জানিয়েছেন, ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ (টিটিএএডিসি) সদর খুমলুঙে একটি হোমিওপ্যাথি মেডিক্যাল কলেজ গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। তাঁর কথায়, আগরতলায় একটি সরকারি মেডিক্যাল কলেজ রয়েছে। তাছাড়া, হাঁপানিয়াতে সোসাইটি পরিচালনাধীন একটি মেডিক্যাল কলেজও রয়েছে। ওই দুই মেডিক্যাল কলেজ মূলত এলোপ্যাথি চিকিৎসার জন্য। কিন্তু, জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় কোনও মেডিক্যাল কলেজ নেই।

তাছাড়া, হোমিওপ্যাথি মেডিক্যাল কলেজ গোটা রাজ্যে কোথাও নেই, বলেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, ত্রিপুরার জনজাতিদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, আর্থ সামাজিক এবং ভাষাগত উন্নয়নে কেন্দ্রের কাছে বিশেষ প্যাকেজ চাওয়া হবে। তাতে, জনজাতি এলাকায় হোমিওপ্যাথি মেডিক্যাল কলেজ গড়ে তোলারও প্রস্তাব পাঠানো হবে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দায়রা আদালতে বাদল চৌধুরীর জামিন খারিজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।। পূর্ত ঘোটালায় ধৃত প্রাক্তন বিভাগীয় মন্ত্রী বাদল চৌধুরীর জামিন আবেদন খারিজ করে দিয়েছে আদালত। আগামী ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত তাঁকে জেল হেফাজতে পাঠিয়েছেন স্পেশাল জজ এস দত্তপুরকায়স্থ।

এ-বিষয়ে বাদল চৌধুরীর আইনজীবী রঘুনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন, দুটি কারণে আজ আদালত তাঁর মক্কেলের জামিন আবেদন খারিজ করে দিয়েছে। তাঁর কথায়, বাদল চৌধুরীর জামিন আবেদন ইতিপূর্বে উচ্চ আদালত খারিজ করেছে এবং পূর্ত ঘোটালায় এজাহার চ্যালেঞ্জ মামলায় রায়দান স্থগিত রয়েছে। আগামী ১০ ডিসেম্বর ত্রিপুরা হাইকোর্ট রায় ঘোষণা দেবে। তাই, আজ দায়রা আদালতের স্পেশাল জজ বাদল চৌধুরীর জামিন আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন। রাঘুনাথবাবু বলেন, বাদল চৌধুরীর মামলায় পরবর্তী শুনানির দিন ১৭ ডিসেম্বর ধার্য করেছে আদালত।

প্রসঙ্গত, পূর্ত ঘোটালায় প্রাক্তন বিভাগীয় মন্ত্রী বাদল চৌধুরী এবং প্রাক্তন পূর্তকর্তা সুনীল ভৌমিক বর্তমানে জেল হেফাজতে রয়েছেন। কিন্তু, ওই ঘোটালায় আরেক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডমিট না আসায় পরীক্ষা দিতে পারেনি দূরশিক্ষার ১৩ জন ছাত্রছাত্রী

উদয়পুর কলেজে দিনভর উত্তেজনা, কাঠগড়ায় করণিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৬ ডিসেম্বর।। করণিকের খামখেয়ালিপনার কারণে গোমতী জেলার উদয়পুরের নেতাজী সুভাষ মহাবিদ্যালয়ে ১৩ জন ছাত্র ছাত্রী ডিস্টেন্স এডুকেশনে পরীক্ষায় বসতে পারল না। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোবের সঞ্চার হয়েছে। শুক্রবার ডিস্টেন্স এডুকেশনের পরীক্ষার নির্ধারিত দিনে পরীক্ষা দিতে গিয়ে উদয়পুর নেতাজী সুভাষ মহা বিদ্যালয়ে ১৩ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিতে পারেনি।

এর কারণ হল তাদের এডমিড কার্ড আসেনি। এবিষয়ে বিস্তারিত খোঁজ খবর নিয়ে জানা যায় সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীদের প্রত্যেকেই কলেজের করণিক শংকর আদিত্য চৌধুরীর কাছে ৫৩১০ টাকা করে ফি জমা দেন। কিন্তু করণিক নির্ধারিত সময়ে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই টাকা জমা দেননি। এর ফলে তাদের এডমিড কার্ড আসেনি। স্বাভাবিক কারণেই এডমিট কার্ড না আসায় তারা পরীক্ষায় বসতে পারেনি।

যে ১৩ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিতে পারেনি তারা পরীক্ষা দিতে গিয়ে বিমুখ হয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে। ক্ষোভের বহিঃকাশও ঘটে শংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীরা কলেজের মূল ফটকে তালা ঝুলিয়ে দেয়। তাতে পরিস্থিতি চরম আকার ধারণ করে। কলেজ কর্তৃপক্ষ সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি রাধাকিশোরপুর থানা এবং উদয়পুর মহিলা থানার পুলিশকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাবরি মসজিদ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত ন্যায়সঙ্গত নয় ঃ মানিক সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ০৬ ডিসেম্বর।। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার আজ দাবি করেছেন যে বাবরি মসজিদের রায় দেওয়ার সময় সুপ্রিম কোর্ট সংবিধান লঙ্ঘন করেছে।

এদিন আগরতলায় ওরিয়েন্ট চৌমুহনীতে একটি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শ্রীসরকার বলেন যে বাবরি মসজিদ ভেঙে যাওয়ার পরে লোকেরা রাম মন্দির নির্মাণের দাবি উথাপন শুরু করে। সংঘ পরিবার এটি করেছে এবং তারা ত্রিপুরায় ঝামেলা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছে এবং একটি অশান্তির পরিস্থিতি তৈরি করার চেষ্টা করেছে।

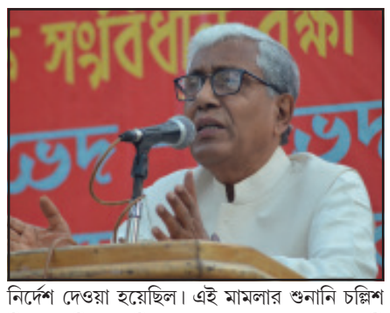

সিদ্ধান্তটি নেয়া হয়েছিল বিচারপতি রঞ্জন গোগোই এবং তার পাঁচ-বিভাগীয় বেঞ্চ দ্বারা। রাম মন্দির তৈরির জন্য ট্রাস্ট তৈরি করার জন্য কেন্দ্রকে

নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এই মামলার শুনানি চল্লিশ দিন চলেছিল। মানিক সরকার বলেন, আমরা একটি মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেছি। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের আগে একটি সাম্প্রদায়িক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফটিকরায়ে যুবতী আত্মঘাতী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।। উনকোটি জেলার ফটিকরায় থানা এলাকার গকুলনগরে বুধবার এক যুবকের আত্মহত্যার ঘটনা রেশ কাটতে না কাটতেই বৃহস্পতিবার রাতে এই থানা এলাকার রাজনগর গ্রাম থেকে আরেক যুবতীর আত্মহত্যার ঘটনা সামনে এলো।

রাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের সাসিন্দা পেশায় শিক্ষক অরুণ মালাকারের কলেজে পাঠরতা কুড়ি বর্ষীয়া কন্যা অনন্যা মালাকার বৃহস্পতিবার রাতে বাড়িতে একা ছিল।রাত এগারোটা নাগাদ অনন্যার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিএবির প্রতিবাদে নেসো পূর্বোত্তরে বন্‌ধ ডাকল ১০ই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (সিএবি), ২০১৯ এর প্রতিবাদে ১০ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে পাঁচটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত নর্থইস্ট স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন (নেসো) গোটা উত্তর-পূর্ব বন্‌ধের ডাক দিয়েছে। জরুরী সেবাগুলি বন্‌ধের আওতার বাইরে থাকবে।

উত্তর-পূর্বের বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনকে নিয়ে গঠিত এই সংগঠনটি বলেছে যে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (সিএবি) বাস্তবায়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য এই বন্‌ধ ডাকা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, খসড়া বিলটি ১০ ডিসেম্বর সংসদের পেশ করা হবে।

সিএবির বিষয়ে তাদের অবস্থানের কথা পুনর্ব্যক্ত করে নেসো ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাবার গাছের পাতার বোটা থেকে মধু আহরণ কৃষকদের বিকল্প আয়ের দিশা দেখালেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।। রাবার গাছের পাতার বোটা থেকে আহরিত মধু ভীষণ দামী এবং তার ওষুধি ব্যবহারিক গুণও প্রচুর। তাই মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ওই মধু বিক্রি করে চাষিদের আর্থিক স্বাবলম্বী হওয়ার দিশা দেখিয়েছেন। এক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্য সর্বোত সাহায্য করবে বলে তিনি জানিয়েছেন। শুক্রবার ইম্ফলে মেঘালয় সরকারের উদ্যোগে আয়োজিত উত্তরপূর্বাঞ্চল ফুড শো-র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, সারা ত্রিপুরায় ২৫ হাজার কৃষককে ঋণ দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হবে। তাঁরা রাবার গাছের পাতার বোটা থেকে মধু আহরণ করবেন। সেই মোতাবেক তাদের প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়েছে।

ইম্ফলে মেঘালয় সরকারের উদ্যোগে আয়োজিত উত্তরপূর্বাঞ্চল ফুড শোতে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব সহ অন্যান্যরা।

এবিষয়ে রাবার বোর্ডের ডেভলপমেন্ট অফিসার শ্যামল সেন জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে রাবার গাছের নানা উপকারিতা নিয়ে গবেষণা চলছিল। সেই গবেষণায় বেরিয়ে এসেছে রাবার গাছের পাতার বোটা থেকে আহরিত মধু খুবই উৎকৃষ্টমানের। ওই মধু খুবই সুস্বাদু এবং তার ওষুধি ব্যবহারিক প্রয়োগও রয়েছে। তিনি বলেন, উদ্যান বিদ্যার অধীনে কৃষকদের প্রশিক্ষিত করে মধু সংগ্রহ এবং বিক্রয়ের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে দক্ষতা বিকাশ দপ্তরের উদ্যোগে বহু কৃষকদের এবিষয়ে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্ষদ এবং রাবার বোর্ড যৌথভাবে কৃষকদের এবিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়েছে।

আজ ইম্ফলে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, রাজ্যে প্রচুর রাবার গাছ রয়েছে। প্রতিবছর ৮৬ হাজার মেট্রিক টন রাবার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৬ ◻ সংখ্যা ৬০ ◻ ৭ ডিসেম্বর
২০১৯ইং ◻ ২১ অগ্রহায়ণ ◻ শনিবার ◻ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

গুলিতে মরিল চার ধর্ষক

আদিম বর্বরদের কারণে দেশ আজ অনেক বেশী উদ্বিগ্ন ও আতংকিত। একের পর এক গণধর্ষণ ও ধর্ষিতার দেহ পোড়াইয়া দিবার ঘটনা দেশবাসীকে শুধু বিচলিত করিবে না নিরাপত্তাহীনতায় এক জঙ্গলের রাজত্বই তো নামিয়া আসিবার সম্ভাবনা। হায়দরাবাদে তরুণী পশু চিকিৎসককে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ করিয়া দেহ পেট্রোল ঢালিয়া পোড়াইয়া দিবার ঘটনা নিয়া দেশ জুড়িয়া ঝড় বহিয়া গিয়াছে। সেই ঝড়ের মাঝেই আবার গোটা দেশকে লজ্জায় ফেলিয়া দিল বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশ। বৃহস্পতিবারের ঘটনা সেখানেই যেখানে বিজেপির বিধায়ক কুলদীপ সিং সেঙ্গারের বিরুদ্ধে রহিয়াছে ধর্ষণের অভিযোগ, ধর্ষিতাকে খুন করিয়া ফেলিবার চেষ্টার অভিযোগ। সেই উন্নাওয়ে পাঁচ যুবক এদিন এক যুবতীকে রাস্তায় ফেলিয়া পেটায় এবং পরে শরীরে পেট্রোল ঢালিয়া আগুন ধরাইয়া দেয়। এই যুবতীর উপর গণধর্ষণ হইয়াছিল। এই গণধর্ষণের অভিযোগে দুইজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। জামিন পাওয়ার পরই আরও তিন সঙ্গীকে নিয়া ওই দুই যুবক চড়াও হয় যুবতীর উপর। পাঁচজনে যুবতীকে প্রচন্ড মারধর করিয়া পেট্রোল ঢালিয়া আগুন ধরাইয়া দেওয়ায় যুবতীর নব্বই শতাংশ দেহই পুড়িয়া যায়। তাহার বাঁচিবার আশা খুবই কম।

কথায় আছে চোরে না শোনে ধর্মের কাহিনী। গণধর্ষণ ও নৃশংসভাবে ধর্ষিতাকে হত্যার ঘটনায় দেশ জুড়িয়া প্রতিবাদ হইয়াছে। বিভিন্ন ভাবে মানুষ প্রতিবাদী হইয়াছেন। সংসদ উত্তাল হইয়াছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আশ্বাস দিয়াছেন ধর্ষণের বিরুদ্ধে আরও কড়া আইন প্রণয়ন করা হইবে। সমাজকর্মী, চিত্র তারকা, বিভিন্ন পেশার মানুষ গণধর্ষকদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির দাবী জানাইয়াছেন। অভিনেত্রী তথা সাংসদ জয়া বচ্চন বলিয়াছেন ধর্ষকদের রাস্তায় ফেলিয়া মারা উচিত। হায়দরাবাদে তরুনী চিকিৎসককে নৃশংসভাবে হত্যার পর যখন চারিদিকে নিন্দা ও প্রতিবাদের ঝড় বহিতেছে তখন উত্তরপ্রদেশের উন্নাওয়ে যুবতীকে প্রকাশ্যে রাস্তায় দুই জামিপ্রাপ্ত ধর্ষক সহ পাঁচজনে মিলিয়া বেদম প্রহার করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই তাহার দেহে পেট্রোল ঢালিয়া আগুন ধরাইয়া দেওয়ার ঘটনা আমাদের নতুন করিয়া আতংক আনিয়া দিয়াছে। দেশটা কি সেই সমাজবিরোধী পান্ডাদের হাতে চলিয়া গিয়াছে? মেয়েদের স্বাধীনভাবে চলাফেরার সুযোগ সংকোচিত হইয়া গেল? হায়দরাবাদে তরুনী চিকিৎসককে গণধর্ষণ ও আগুনে পোড়াইয়া মারিবার পর দেশ জুড়িয়া যে প্রতিবাদের আগুন ছুটিয়াছিল তাহার পরিসমাপ্তি কি হইয়াছে চার অভিযুক্তের হত্যার ঘটনায়? চার অভিযুক্তকে যেখানে তরুনী চিকিৎসককে গণধর্ষণের পর পেট্রোল ঢালিয়া পোড়াইয়া মারা হইয়াছিল সেখানে শুক্রবার ভোরে নিয়া যাওয়া হইয়াছিল। সেখানে পুলিশ চার অভিযুক্তকে গুলি করিয়া হত্যা করে। পুলিশের বক্তব্য এই চার অভিযুক্ত বন্দুক কাড়িয়া নিয়া পুলিশকেই আক্রমণ করে। তখন পুলিশ আত্মরক্ষার্থে গুলি চালাইলে চার অভিযুক্ত সেই কলংকিত জায়গাতেই নিহত হয়। এই ঘটনায় হায়দরাবাদে খুশীর হাওয়া বহিয়া যায়। সাধারণ মানুষও ছুটিয়া গিয়া পুলিশ কর্মীদের মিষ্টিমুখ করায়। পুষ্প বৃষ্টি করে, রাখী পরায়। চার অভিযুক্তের হত্যায় যেন উৎসব বহিয়া যায় হায়দরাবাদে। এই ঘটনা কি প্রমাণ করিতেছে না ধর্ষকদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ঘৃণা কি প্রবল। পুলিশের এনকাউন্টারে মৃত্যুর ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ময়না তদন্তও ভিডিও রেকর্ডিং এর মাধ্যমে করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। হায়দরাবাদের ঘটনার পর দেশ জুড়িয়া উত্তরপ্রদেশের উন্নাওয়ে আরও ভয়ংকর ঘটনা কিসের ইঙ্গিত? দেশ জুড়িয়া এই সব অপরাধীরা কি এতই বেপরোয়া। আইন পুলিশ তাহাদের সাবুদ করিতে না পারিলে পরিস্থিতি কোথায় যাইবে? সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা এই ভাবেই ভুলুণ্ঠিত হইবে? হায়দরাবাদে এনকাউন্টারে চার অভিযুক্তদের হত্যার ঘটনায় সাধারণ মানুষের মনে আনন্দের জোয়ার বহিল কেন? এই চার অভিযুক্তের পক্ষে কোনও আইনী সহায়তা দিবে না বলিয়া সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছিল হায়দরাবাদ বার এসোসিয়েশন। উত্তরপ্রদেশের উন্নাও কান্ড তো আরও বেশী মারাত্মক। অভিযুক্ত জামিনে ছাড়া পাইয়া আসিয়া তরুনীকে প্রকাশ্য রাস্তায় সংঘবদ্ধ ভাবে মারধর করিবার পর আগুনে পোড়াইয়া মারিবার ঘটনা তো আরও ভয়ংকর। কিভাবে এইসব অপরাধীরা জামিন পাইয়া যায়? পুলিশ তাঁহাদের আস্কারা দেয়। পুলিশের দূর্বল চার্জশিট বা অভিযোগের কারণ এইসব কলংকিতরা ছাড়া পায়। জামিন পাইয়াই আবার ভয়ংকর খেলায় মাতিয়া উঠিবার ঘটনা আমাদেরকে অনেক প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাইয়া দেয়। দেশের সামনে অনেক অনেক সমস্যা আছে। এইসব সমস্যার মাঝে ধর্ষণ ও হত্যার মতো ঘটনা দেশকে লজ্জাবনত করিয়াছে। এই সমস্যা নিরসনে আমাদের সামাজিক আন্দোলন জরুরী। শুধু আইন দিয়াই এই গুরুতর সমস্যার মোকাবেলা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

চলচ্চিত্রে, টিভিতে মনোরঞ্জন প্রোগ্রামগুলিতে যেসব অপরাধের ঘটনা প্রদর্শিত হয়, যেভাবে নারীকে ব্যবহার করা হয় তাহা অপরাধ প্রবণতায় সহায়ক হইতে পারে। এইসব বিষয়গুলি খতাইয়া দেখা সরকার। অপরাধীদের অনেকেই রাজনৈতিক শক্তির আশ্রয় ও প্রশ্রয়ে বাড়িয়া উঠে। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলিকে যদি পরিশুদ্ধ করা না যায়, অপরাধীরা যদি প্রশ্রয় পাইতেই থাকে তাহা হইলে ভয়ানক বিপদ হইতে মুক্তি মিলিবে না। অসাধু রাজনৈতিক শক্তি আমাদের সমাজ সংসারকে পর্য্যন্ত বিপদগ্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে। উন্নাও কান্ডে নিগৃহীতা তরুনীকে সংঘবদ্ধ মারধর করিয়া পোড়াইয়া মারিবার ঘটনা যে যুবকরা করিয়াছে তাহাদের পরিচিতি কি? কোন্ শক্তিতে তাহারা বলিয়ান? উত্তরপ্রদেশের পুলিশ এই জঘন্য অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিয়া প্রমাণ করিয়া দিক তাহারও মানুষের ফুল, মিষ্টি কুড়াইতে পারে।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ৩৮০ জন ভারতীয় সেনাকে সম্মান জানাবে বাংলাদেশ

ঢাকা, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ৩৮০ জন ভারতীয় সেনাকে সম্মান জানাবে বাংলাদেশ। শুক্রবার ঢাকায় জাতীয় জাদুঘরে এক অনুষ্ঠানে ভারতের অবদান ও বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক আলোচনা সভায় এমনটাই জানিয়েছেন বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী কে আব্দুল মোমেন।

একাত্তর সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন বহু ভারতীয় সেনা ঊ তাঁদের মধ্যে ৩৮০ জন সম্মান জানাতে চলেছে বাংলাদেশ ঊ ৩৮০ জন ভারতীয় সেনাকে সম্মান জানানর জন্য স্মারক প্রস্তুত করা হয়েছে। যা শিঘ্রই ভারতীয়দের কাছে হস্তান্তর করা হবে বলে শুক্রবার ঢাকায় জাতীয় জাদুঘরে ভারতের অবদান ও বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক শীর্ষক এক আলোচনা সভায় এ কথা জানান সেদেশের বিদেশমন্ত্রী কে আব্দুল মোমেন।তিনি জানান বাংলাদেশকে ভারতের স্বীকৃতির ৪৮তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যেই এই সম্মান দেওয়া হবে।

তিনি আরও জানান, একাত্তরে বাংলাদেশের ৩ কোটি লোক বাড়িছাড়া হয় এবং মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ভারত বাংলাদেশের ১ কোটি শরণার্থীকে আশ্রয় দেয়। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে এবং তাদের অস্ত্র সরবরাহের ফলে যে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে পৃথিবীর ইতিহাসে তা তুলনাহীন। বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর প্রায় ১৭ হাজার সদস্য শহীদ হয়েছেন এবং আরও অনেকে আহত হয়েছেন।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের আত্মত্যাগের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ২০১৭ সালে মুক্তিযুদ্ধে শহিদ ভারতীয় অনেক সেনা পরিবারের সদস্যদের সম্মান প্রদান করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় গত বছরের ১৬ ডিসেম্বর কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে শহিদ ১২ ভারতীয় সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যের পরিবারের হাতে মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়। এর পর বাংলাদেশ সরকার ৩৮০ জন শহীদ ভারতীয় সেনা সদস্যের জন্য স্মারক প্রস্তুত করেছে, যা শীঘ্রই ভারতীয় পক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী।

অযোধ্যা মামলার রায় নিয়ে কিছু প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন

ড. প্রদীপকুমার দত্ত

প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈর নেতৃত্বে সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ বাবরি মসজিদ-রাম জন্মভূমি বিতর্কে সর্বসম্মত য়ে রায় দিয়ছেন তা দীর্ঘকালীন একটি সমস্যার ওপর যবনিকাপাত করেছে বলে সংবাদমাধ্যমে বলা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, এই রায়ে বিবদমান দু'পক্ষের দাবির মধ্যে একটা ভারসাম্য রাখার চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়েছে। এই রায় স্বভাবতই বিজেপি এবং সংঘ পরিবারকে উৎফুল্ল করেছে। আদালতের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা বজায় রেখেও কয়েকটি প্রশ্ন থেকে যায়। আদালতের রায়েই এমন কিছু মন্তব্য ও পর্যবেক্ষণ আছে, যেগুলি এইসব প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। যেমন, আদালতের রায়ে বলা হয়েছে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সমীক্ষা থেকে জানা গেছে যে ধ্বংস হওয়া বাবরি মসজিদের নীচে অ-ইসলামি কাঠামোর অস্তিত্বের সন্ধা পাওয়া গেছে, কিন্তু রামমন্দির ভেঙেই যে বাবরি মসজিদ তৈরি করা হয়েছিল তার নির্দিষ্ট উত্তর আদালত তার রায়ে দেয়নি। আদালতের মতে, বিতর্কিত জমিটিতে রামলালার জন্ম হয়েছিল, হিন্দুদের এই বিশ্বাস 'প্রকৃত' বলে প্রমাণ হয়েছে। প্রশ্ন হল, মানুষের বিশ্বাস, তা যত বেশি মানুষের বিশ্বাসই হোক না কেন, তাকে কি 'প্রমাণ' বলা যায়? বিংশ শতাব্দীতেও বহু মানুষ বিশ্বাস করে 'ডাইনি' আছে। তাতে কি প্রমাণ হয় 'ডাইনি' আছে। তাতে কি প্রমাম হয় 'ডাইনি' আছে। সংখ্যাগরিষ্ঠের বিশ্বাস কি আদৌ আদালতের বিবেচ্য হতে পারে? এক্ষেত্রে উল্লেখ প্রয়োজন, আদালতের কাজ যে আইনের ব্যাখ্যা করা তা সুপ্রিম কোর্টই বিভিন্ন সময় বলেছে। বিশ্বাস নয়, ঐতিহাসিক তথ্যপ্রমাণ বিচার করাই আদালতেরকাজ। একথা কেউ অস্বীকার করবেন না যে, যে কোনও কাজ বা ঘটনাকে সঠিকভাবে বিচার করতে হলে আবেগমুক্ত মন এবং ইতিহাসনির্ভর বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিসঙ্গত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলা দরকার। তাই রাম জন্মভূমি বাবারি মসজিদ বিতর্ক নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায় সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার আগে কিছু বিষয় প্রথমে গবীরভাবে বিবেচনা করা দরকার।

১) খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দীতে মহর্ষি বাল্মিকী যে রামায়ণ রচনা করেন তাতে তিনি রামকে ঈশ্বরের অবতার বলে দেখান। এও বলা হয়ে থাকে যে, এই মহাকাব্যে রামের জন্মের কথা বলেছেন এবং রাজা দশরথের রাজপ্রসাদকে জন্মস্থান হিসেবে দেখিয়েছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে রাম এই মহাকাব্যের একটি চরিত্র, কোনও ঐতিহাসিক চরিত্র নয়। তাই মহাকাব্যে রামের জন্মস্থান বলে কোনও স্থানের উল্লেখ করলেও তা সত্য সত্যই রামের জন্মস্থান হয়ে যায় না। তাছাড়া তর্কের খাতিরে যদি অযোধ্যাকে রামের জন্মস্থান বলে ধরেও নেওয়া হয় তাহলেও প্রশ্ন থেকে যায়, পরবর্তীকালে যেখানে বাবরি মসজিদ নির্মিত হয় সেই স্থানই রামের জন্মস্থান কিনা। আর একটা কথা। চৈতন্যদেরের জন্মস্থান নবদ্বীপ। কিন্তু ঠিক কোন জায়গায় চৈতন্যদেবের জন্ম হয়েছিল তা নিয়ে এক এক জন এক এক রকম দাবি করেন। তাই রামের জন্ম যে বাবরি মসজিদের স্থানে সেকথা প্রমাণ কার সম্ভব কি?

২) বাবরি মসজিদ নির্মিত হয় ১৫২৮ সসালে। সেই সময় কেউ এই স্থানটিকে রামের জন্মস্থান বলে দাবি করে কোনও আপত্তি তোলেননি। এমনকী কবি তুলসীদাস, যিনি ১৫৭৪-৭৫ সালে রামচরিতমানস লিখে হিন্দু ধর্মালম্বীদের মধ্যে রামকে জনপ্রিয় করেছেন, তিনি রামচরিতমানসে কোথাও বলেননি যে রামের জন্মস্থানেই বাবরি মসজিদ নির্মাণ করেছেন।

৩) চৈতন্যদেব, রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দের মতো হিন্দু ধর্মের শ্রদ্ধেয় প্রবক্তারা কখনই কোথাও একথা বলেননি যে রামের জন্মস্থানেই বাবরি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। এমনকী বিবেকানন্দ রামের ঐতিহাসিক বাস্তবতা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন।

৪) তিনশো বছর ধরে কোনও বিসংবাদ ছাড়াই বাবরি মসজিদের অস্তিত্ব থাকার পর ব্রিটিশ শাসনে ১৯৫৮ সালে কিছু হিন্দু পুরোহিত এ নিয়ে বিতর্ক তোলেন। কিন্তু তাঁরা তাঁদের বক্তব্যের পক্ষে কোনও সুনির্দিষ্ট বা গ্রহণযোগ্য প্রমাম দিতে পারেননি। সিপীহী বিদ্রোহের পর হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে বিরোধ বাঁধানোর জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা ওই বিতর্ক বা বিরোধ উত্থাপন করতে মদত দেয়।

৫)ওই স্থানে নমাজ পাঠ বন্দ করার জন্য ১৯৪৯ সালে রাতের অন্ধকারে বাবরি মসজিদ প্রাঙ্গণে গোপনে রামের মূর্তি বসিয়ে দেওয়া হয়। কংগ্রেস নেতা ও প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক তৈরির লক্ষ্য নিয়ে ১৯৯৬ সালে মসজিদের পিছন দিকের বন্ধ দরজা খুলে দেওয়ার নির্দেশ দেন। কংগ্রেসের ভোট রাজনীতির পাল্টা হিসাবে এবং হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক পুরো দখলের উদ্দেশ্যে বিজেপি সংঘ পরিবার ১৯৯০ সালে রামরথযাত্রা সংগঠিত করে, যা সারা দেশে ব্যাপক সাম্প্রদাযিক দাঙ্গার আগুন জ্বালায় এবং তারাই ১৯৯২ সালে ঐতিহাসিক সৌধ বাবরি মসজিদকে ধ্বংস করে জন্মস্থান ছিল এবং তার উপরই অভিযোগ অনুযায়ী মসজিদ নির্মিত হয়েছে। তাছাড়া অতীতে বহু এ ধরনের কাঠামো যত্রতত্র চিল যার সবগুলিই কালক্রমে মাটির নীচে চলে গিয়েছে। কখনও খননের সময় এইসব কাঠামোর কিছু কিছু পাওয়া যায় এবং তখন তাদের সম্পর্কে বহু রকমের পুরাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়। এমনকী এরকম প্রমাণও পাওয়া গিয়েছে, বহু বৌদ্ধ মন্দির এবং স্তুপকে ধ্বংস করে সেখানে হিন্দু মন্দির বানানো হয়েছিল। এর ভিত্তিতে যদি কেউ এখন দাবি করে ওইসব হিন্দু মন্দির ভেঙে ফেলে সেকানে বৌদ্ধ মন্দির নির্মাণ করতে হবে, তবে সেটা কি যুক্তিসঙ্গত হবে?

৭) সুপ্রিম কোর্ট তার রায়ে বলেছেন কোনও মন্দির ভেঙে বাবরি মসজিদ নির্মাণ করা হয়নি। ১৯৪৯ সালে বাবরি মসজিদে গোপনে রামের মূর্তি বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছিল। এই দুটিকেই সুপ্রিম কোর্ট বেআইনি বলে ঘোষণা করেছে। তা সত্ত্বেও বিতর্কিত ২.৭৭ একর জমির মালিকানা রামলালার হাতে তুলে দেওয়ার কথা রায়ে বলা হয়েছে। সেইসঙ্গে মুসলিমদের দেওয়া হবে মসজিদ তৈরির জন্য আলাদা পাঁচ একর জমি। এই রায় দেখে মনে হয় এ যেন সংঘ পরিবারের হাতে একটি পুরস্কার প্রদান এবং সংখ্যালঘুদের প্রতি করুণা প্রদর্শন।

প্রশ্ন হল, ক) যদি বাবরি মসজিদ ধ্বংস না করা হত তাহলে ওখানে রামমন্দির নির্মাণ করার জন্য এই জমি রামলালার হাতে তুলে দেওয়া হত কি? তাই যারা মন্দির বানানোর জন্য ঐতিহাসিক সৌধ বাবরি মসজিদ ধ্বংসের মতো একটি জঘন্য কাজ করল তাদের কাজকে 'বেআইনি' বলে ঘোষণা করলেও তাদের কাজকে প্রকারান্তরে মেনে নেওয়া হল না কি এই রায়ে? খ) গণতান্ত্রিক আইনশাস্ত্রে ইতিহাসে পৃথিবীর কোথাও কি কখনও ধর্মীয় বিশ্বাসকে ঐতিহাসিক সাক্ষ্যপ্রমাম ও আইনের উর্ধ্বে স্তান দেওয়া হয়েছে? গ) এর দ্বারা ভবিষ্যতে ধর্মোন্মাদদের কোনও দল আবার কোনও ঐতিহাসিক কাঠামোর ওপর চড়াও হতে উৎসাহিত হবে না তো?

এই রায় ধর্মীয় উন্মাদনাকে উৎসাহ দেওয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী ও বিপজ্জনক নজির হয়ে থাকবে। তাই দেশের গণতান্ত্রপ্রিয়, ধর্মনিরপেক্ষ শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মধ্যে এই রায় অত্যন্ত উদ্বেগ ও আশঙ্কার সৃষ্টি করেছে এবং ভারতীয় বিচারব্যবস্থার নিরপেক্ষতাও পক্ষপাতহীনতা সম্পর্কে গভীর সংশ্রয় সৃষ্টি করেছে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

দেশবন্ধুর ত্যাগের আদর্শে জেগে উঠুক দেশসেবা

নরেন্দ্রনাথ কুলে

সেই লক্ষপতি ভিক্ষু হয়ে / মাতৃ পূজায় সঁপলে প্রাণ/ দেশের বন্দু দেশের দাস/ পায় দলিলে রাজার মান/ কেই বা ছিল এমন ভোগী / কেই বা এমন ত্যাগী যোগী/ কেই বা পারে পরের তরে/ এমন আত্মবলিদান'। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মানকুমারীর বসু লিখেছিলেন এই লাইনগুলো।

সত্যি বৈভবের রাজা এক হলমায় হয়ে গেলেন ত্যাগী সেই ত্যাগে দেশের দাস হয়ে দেশমায়ের কাছে নিজেকে সঁপে দিলেন। ব্যারিস্টার হিসেবে পসার যখন ঊর্ধ্বগগনে। সেই সময়ে মাসে ৬০-৭০ হাজার টাকার আয় নির্দ্বিধায় ছেড়ে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন দেশমুক্তির কাজে। এই কাজে তিনি সত্যি সত্যি উপযুক্ত। কারণ নিজের উপার্জনে মানুষের বেদনার উপশমে কুণ্ঠাহীনভাবে দিয়েছেন তিনি। তাই দেশবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধায় নজরুল ইসলামের কলমে ফুটে উঠল, 'তোমারে দেখিয়া কাহারো হৃদয় জাগেনিকো সনেহ/ হিন্দু কিম্বা মুসলিম তুমি অথবা অন্য কেহ/ তুমি আর্তের তুমি বেদনার ছিলে সকলের তমি/ সবারে যেমন আলো দেয় রবি, ফুল দেয় সবে ভূমি।'

আইনব্যবসা ছেড়ে সম্পূর্ণভাবে দেশের কাজে আত্মনিবেদনে সিদ্ধান্ত গান্ধিজির সমর্থকরা তীব্রভাবে সেদিন সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু লোকমান্য তিলক বলেছিলেন 'আমার আশা হয় এমন একদিন আসবে যেদিন চিত্তরঞ্জন তাঁর সব শক্তি দেশসেবায় নিয়েজিত করবেন এবং তাঁর স্বদেশপ্রীতি ও জীবন সংগ্রাম উজ্জ্বল প্রদীপের মতো ভারতবাসীকে পথ দেখিয়ে দেবে। তিলকের আশা সার্থক হয়েছিল সেদিন। দেশবন্ধুর এই মহান ত্যাগে সারা দেশ স্তম্ভিত হয়েছিল। সেদিন তার ত্যাগের দীপশিখার তাপপ্রবাহে দলে দলে ছাত্ররা কলেজ ছাড়ল, বহু উকিল ব্যারিস্টার, চাকরিজীবী তাঁদের পেশা ছেড়ে দেশমাত্রা সেবায় এগিয়ে এলেন। যে নিজের সবকিছু ত্যাগ করতে পারে, সেই তো বলতে পারে অন্যকে সেবার কথা। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দের একবার বলেছেন, নেতা হইতে যাইও না, সেবা করা নেতৃত্বের এই পাশব প্রবৃত্তি জীবন সমুদ্রে অনেক বড় বন হাজাজ ডুবাইয়াছে। এই বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হও, অর্থাৎ মৃত্যুকে পর্যন্ত তুচ্ছ করিয়া নিঃস্বার্থ হও এবং কাজ কর।

কারও ওফর হুকুম চালাবার চেষ্টা কর না, যে অপরের সেবা করতে পারে, সেই যথার্থ সর্দার হতে পারে।.....যদি নেতৃত্ব চাই সকলের গোলাম হইয়া যাও'।

স্বামীজির এই কথা যেন চিত্তরঞ্জন অক্ষরে অক্ষরে পালন করলেন। তাই দেশমুক্তির ভাবনায় দেশবন্ধুর কথায় জনগণের প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রতিফলিত হয়। সর্বদা যা বললেন। I want swaraj for the masses and not for the classes.I donot care for the bourgeoisie. How few are they? Swaraj must be for the masses and must be own by he masses.' এই মানুষটিই সুভাষচন্দ্র পথপ্রদর্শক হবে এটাই যেন স্বাভাবিক। আইসিএস পাশ করার পর, গোলামি করা সম্ভব নয় বলে সুভাষচন্দ্র জানিয়েছিলেন শরৎচন্দ্রকে। লন্ডন থেকে দেশে ফিরে দেশবন্ধুর বানিতে গিয়েছিলেন দেশমুক্তি আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করার সংকল্প নিয়ে। সেই সা৭াতের যে অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন তার 'The Indian Struggle' বইয়ে। সুভাষচন্দ্র খুঁজে পেলেন তাঁর নেতাকে 'During the course of our conversation I began to feel that here was a man who knew what he wsa about-who could give all that he had and who could demand from others all they could give-a man to whom youthfulness was not a shortcoming but a virtue. By the time our conversation came to an end my mind was made up. I felt that I had found a leader and I meant to follow him.

মানুষের প্রতি তাঁর নেতার ভালবাসা চিল অনন্য, তা সুভাষচন্দ্র ব্যক্ত করেছেন---'আমি দেখিয়াছি তিনি সর্বদা মানুষের দোষগুণ বিচার না করিয়া তাহাকে ভালবাসিতে পারিতেন। তাঁহার ভালবাসার উৎপত্তি হৃদয়ের সহজ প্রেরণা হইতে; সুতরাম তাঁহার ভালবাসা গুণীর গুণের উপর নির্ভর করিত না। যাহাদিগকে সাধারণত আমরা ঘৃণায় ঠেলিয়া ফেলি, তিনি তাহাদিগকে বুকে টানিয়ে লইতেন।.....সমুদ্রের প্রকাণ্ড ঘূর্ণাবর্তের ন্যায় এক বিপুল জনসমাজে তিনি চারিদক হইতে সকল প্রাণকে আকর্ষণ করিতেন।.....যাঁহারা তাঁহার পাণ্ডিত্যের কাছে মাথানত করেন নাই, অসাধারণ বাগ্মিতায় বশীভূত হয়েন নাই, বিক্রমের নিকট পরজায় স্বীকার করেন নাই, অযৌক্তিক ত্যাগে মুগ্ধ হয়েন নাই, তাঁহারা পর্যন্ত ওই বিশাল হৃদয়ের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। আর তাঁহার সহকার্মীরা ছিলেন তাঁহার পরিবারবর্গের অন্তর্ভূক্ত। তিনি তাহাদের উপকার অথবা মঙ্গলের জন্য কী না করিতেন। জীবন না দিলে জীবন পাওয়া যায় না---একথা একশোবার সত্য। দেশবন্ধু জীবন ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

> ত্যাগসাধনায় দেশবন্ধু তাঁর কর্ম দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন কীভাবে নেতা হতে হয়। তাঁর স্মরণে প্রভাবতী রায়চৌধুরী বলেছেন, 'জাতির ও মানব কল্যাণ সাধনায় তাঁহার ত্যাগ আমাদের নিকট আদর্শস্বরূপ হইয়া চিরদিন জাগ্রত করিবে ইহাতে আজ আমাদের কাহারও সন্দেহ নাই।' দেশবন্ধুর সার্ধশতবর্ষে তাঁর ত্যাগের এই আদর্শ আমাদের সকলকে জাগ্রত করে সেই সন্দেহের অবসান করুক, এটাই হোক কামনা।

মানুষকে ভালবেসে কাছে টেনে নেওয়ার যে গুণ দেশবন্ধুর ছিল সে সম্পর্কে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলেছেন,.....'দেশবন্ধুর একদিকে যেমন স্বদেশপ্রেম প্রবল ছিল, আর একদিকে তেমনই উদ্দীপনা শক্তিও ছিল। লোকের মনকে কীরূপে স্বদেশপ্রেমের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করা যায়, তাহা তিনি ভাল করিয়াই জানিতেন। তাই তিনি এতে সহজে দেশের হৃদয়ের উপর তাঁর আসন পাতিতে পারিয়াছিলেন। তাহার পর তাঁহা অসামান্য ত্যাগে মুগ্ধ হইল দেশ।'

ত্যাগসাধনায় দেশবন্ধু তাঁর কর্ম দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন কীভাবে নেতা হতে হয়। তাঁর স্মরণে প্রভাবতী রায়চৌধুরী বলেছেন, 'জাতির ও মানব কল্যাণ সাধনায় তাঁহার ত্যাগ আমাদের নিকট আদর্শস্বরূপ হইয়া চিরদিন জাগ্রত করিবে ইহাতে আজ আমাদের কাহারও সন্দেহ নাই।' দেশবন্ধুর সার্ধশতবর্ষে তাঁর ত্যাগের এই আদর্শ আমাদের সকলকে জাগ্রত করে সেই সন্দেহের অবসান করুক, এটাই হোক কামনা।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

এগিয়ে আসতে হবে প্রতিটি সরকারকে, বিচার ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে হবে : কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.): ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেম অর্থাতঅপরাধ সংক্রান্ত বিচার ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে হবেঊ এ জন্য একত্রে উদ্যোগ নিতে হবে প্রতিটি সরকারকেঊ শুক্রবার এমনই মন্তব্য করেছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালঊ তেলেঙ্গানায় গণধর্ষণ-খুন কান্ডে অভিযুক্ত ৪ জনকে এনকাউন্টারে খতম প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অরবিন্দ কেজরিওয়াল বলেছেন, 'হায়দরাবাদ হোক অথবা উন্নাও, ধর্ষণের ঘটনা দেরিতে প্রকাশ্যে এসেছে, ফলে মানুষের মনে ক্ষোভ তৈরি হয়েছেঊ তাই এনকাউন্টারে খুশি হয়েছেন মানুষজনঊ' কেজরিওয়াল আরও জানিয়েছেন, 'চিন্তিত হওয়ার মতো বিষয় হল এই যে, বিচার ব্যবস্থার উপর থেকে মানুষের বিশ্বাস উধাও হয়ে গিয়েছেঊ প্রতিটি সরকারকে একত্রে ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেমকে শক্তিশালী করতে হবে।'

শুক্রবার ভোররাতে কড়া প্রহরায় শাদনগরের চাতানপল্লিতে, ক্রাইট-স্পটে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল গণধর্ষণ ও খুনে অভিযুক্ত ৪ জনকেঊ পুলিশের দাবি, ঘটনার পুনর্নির্মাণের সময় ৪ জন অভিযুক্ত পালানোর চেষ্টা করেঊ পুলিশের আগ্নেয়াস্ত্র কেড়ে গুলিও চালায়। তখন আত্মরক্ষার স্বার্থে পাল্টা গুলি চালায় পুলিশঊ এনকাউন্টারে খতম হয় ৪ জন অভিযুক্ত, যথাক্রমে-মহম্মদ আরিফ (২৬), জল্লু শিবা (২০), জল্লু নবীন (২০) এবং চিন্তকুন্ত চেন্নাকেশভুলু। মহম্মদ আরিফ পেশায় ট্রাক চালক ছি।

এনকাউন্টার প্রসঙ্গে বিজেপি সাংসদ মানেকা গান্ধী বলেছেন, 'যা হয়েছে, তা এই দেশের জন্য খুবই ভয়াণকঊ চাইলেই মানুষকে হত্যা করা যায় নাঊ আইন নিজের হাতে নেওয়া যায় না, আদালত অভিযুক্তদের ফাঁসির সাজা দিতঊ' আবার কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর বলেছেন, 'বিস্তারিত জানার আগেই এনকাউন্টারের নিন্দা করা উচিত নয়।

তেলেঙ্গানা পুলিশকে স্যালুট জানালেন কামদুনির নির্যাতিতার মা

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর (হি.স): 'ছ'বছরেই সাজা হল না আমার মেয়ের ধর্ষকদের। কিন্তু এতদিনে অন্তত একজন মা শান্তি পেলেন।' শুক্রবার এই ভাবেই হায়দরাবাদ এনকাউন্টার নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানালেন কামদুনির নির্যাতিতার মা। সেই সঙ্গে তিনি বলেন, 'আমি তেলেঙ্গানা পুলিশকে স্যালুট জানাই।'

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলার সময়ে চোয়াল শক্ত হয়ে আসছিল পঞ্চাষোর্ধ মহিলার। কার্যত গলা শুকিয়ে আসছিল কামদুনির নির্যাতিতার মায়ের। তবু তিনি নিজেকে সামলে নিয়ে বলে গেলেন, 'পুলিশ ঠিক করেছে, ভাল করেছে, আমি চাই আমার মেয়ের খুনিদের এভাবেই মেরে ফেলুক পুলিশ।'

'আজও হাড় হিম হয়ে আসে ৬ বছর আগের সেই বিভৎস দিন মনে পড়লে।' কাঁপা কাঁপা গলায় এদিন এমনটাই বললেন কামদুনির নিগৃহীতার মা। বছর ছয় পর আজও একটাই প্রশ্ন তাঁর, 'কবে শাস্তি পাবে ওরা। রোজ সকালে স্নান করে ঠাকুরকে বলি দোষীদের এখনও কেন শাস্তি হল না। আমার মেয়ের আত্মা তো এখনও শান্তি পেল না।' তাঁর মতে, 'এই ধরনের খুনিদের এই ভাবেই মারা দরকার। এরা তো অপরাধী নয় রাক্ষস।'

তেলেঙ্গানা ইস্যুতে নির্যাতিতার দাদা বললেন, 'হায়দরাবাদ পুলিশকে আমরা স্যালুট জানাই। হায়দরাবাদের বোন শান্তি পেল। আমরা চাই এই ধরণের ঘটনার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য একটা বিশেষ কোর্ট তৈরি করা হোক। আইনের ওপর আমার ভরসা রয়েছে, কিন্তু বিচার যেন এত দীর্ঘমেয়াদি না হয়। আমার এটাই চাওয়া।'

২০১৩ সালের জুনে কলেজ থেকে ফেরার পথে পরিত্যক্ত জমির একটি ভাঙা ঘরে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ ও খুন হয় কামদুনির তরুণীকে। ঘটনার প্রায় তিন বছর পর ২০১৬ সালে ব্যাঙ্কশাল আদালত ৮ অভিযুক্তের মধ্যে দু-জনকে প্রমাণের অভাবে বেকসুর খালাস করে দেয়। বাকি ছ জনের মধ্যে তিনজনকে ফাঁসি ও বাকি তিনজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে দোষীদের ফাঁসি দেওয়া হয়নি এখনও। বিচারের দীর্ঘসূত্রিতায় বারবার আটকে যায় দুই মামলা। তবে বছর ৬ পরেও তেলেঙ্গানার এনকাউন্টারের ঘটনা আবার নাড়িয়ে দিয়ে গিয়েছে কামদুনির পরিবারকে। তাঁরাও চাইছেন হায়দরাবাদের মতোই এভাবে বিচার পাক তাঁদের মৃত মেয়ে।

পুলিশ অত্যন্ত সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছে, তেলেঙ্গানা-এনকাউন্টার প্রসঙ্গে বাবা রামদেব

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.): তরুণী পশু চিকিতককে ধর্ষণ-খুনে অভিযুক্ত ৪ জনকে এনকাউন্টারে খতম করে অত্যন্ত সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছে হায়দরাবাদ পুলিশঊ এবার দেশবাসী শান্তি পেলঊ তেলেঙ্গানা-এনকাউন্টার প্রসঙ্গে শুক্রবার এমনই মন্তব্য করেছেন যোগগুরু বাবা রামদেবঊ যোগগুরু জানিয়েছেন, 'পুলিশ যা করেছে, তা অত্যন্ত সাহসী পদক্ষেপ, আমি অবশ্যই বলবো ন্যায়বিচার হয়েছেঊ' যোগগুরু বাবা রামদেব আরও বলেছেন, 'এ বিষয়ে (এনকাউন্টার) আইনি প্রশ্ন ভিন্ন বিষয়, তবে আমি নিশ্চিত দেশবাসী এবার শান্তি পেয়েছে।

তবে, তেলেঙ্গানা-এনকাউন্টার নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেশজুড়ে কেউ বলছেন হায়দরাবাদ পুলিশ পুরোপুরি সঠিক কাজ করেছে, আবার কেউ বলছেন এভাবে সমস্যার সমাধান করা মোটেও সম্ভব নয়ঊ এনকাউন্টারের তদন্তের দাবি তুলেছেন অনেকেইঊ তাঁদের মধ্যে রয়েছেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পালানিয়াপ্পন চিদম্বরম, কংগ্রেস সাংসদ হুসেইন দলওয়াই প্রমুখঊ উল্লেখ্য, পুলিশি হেফাজত থেকে পালাতে গিয়ে শুক্রবার সকালে পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয় হায়দরাবাদে তরুণী চিকিতককে গণধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় ৪ জন অভিযুক্তের।

দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য দুষণমুক্ত বায়ু নিশ্চিত করা: আর কে সিনহা

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : দেশের প্রতিটি নাগরিকের পরিষ্কার বাতাস পাওয়া উচিত। এটি সরকারের দায়িত্ব এবং এটি দায়িত্বশীল সরকারের সুনিশ্চিত করা উচিত। শুক্রবার রাজ্যসভায় বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত একটি বেসরকারি বিল পেশ করার সময় বিজেপি সাংসদ আর কে সিনহা দাবি করেন।

সংসদে ''দুষণমুক্ত বায়ুতে শ্বাস নেওয়া অধিকার বিষয়ক বিল, ২০১৯'' উপস্থাপন করার সময় আর কে সিনহা বলেন, দেশের প্রতিটি নাগরিকের পরিষ্কার হাওয়াতে শ্বাস নেওয়ার অধিকার রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে বায়ু দূষণকারী মাধ্যম এবং শিল্প বর্জ্য বন্ধ করতে হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল এজেন্সিকে আরও জোরদার করা দরকার। এ ছাড়াও তিনি আরও বলেন, নগর ও গ্রামীণ অঞ্চলে বায়ুর গুণগত মান উন্নতির জন্য নিয়মিত নজরদারি রাখতে হবে। তিনি বলেন, বায়ুর গুণগত মান বজায় রাখতে জাতীয় পরিচ্ছন্ন বায়ু কর্মসূচিতে (এনসিএপি) জাতীয় স্তরের কৌশলকে আইনি মর্যাদা দেওয়া উচিত।

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে আমি প্রস্তুত বিধানসভায় জানালেন রাজ্যপাল

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.): মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলতে প্রস্তুত রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। শুক্রবার বিধানসভায় এসে এই ইচ্ছে প্রকাশ করেন রাজ্যপাল। সংঘাতের আবহেই এদিন সকালে বিধানসভা ভবনে এসে বি আর অম্বেদকরের মূর্তিতে তিনি মালা দেন। রাজ্যপাল এ দিন সাংবাদিকদের বলেন, আলোচনাই একমাত্র রাস্তা। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যে কোনও জায়গায় গিয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত। এর আগে মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে। যে কোনও জায়গায় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বসে কথা বলতে প্রস্তুত। কিন্তু মঙ্গলবারের পর এখনও পর্যন্ত সরকারের তরফে আমার সঙ্গে কোনও ধরনের যোগাযোগ করা হয়নি।

পূর্বঘোষণা মত এদিন সকালে বিধানসভায় আসেন সস্ত্রীক রাজ্যপাল। পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা জানালেন বি আর আম্বেদকরের মূর্তিতে। ওই সময়ে বিধানসভায় উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু রাজ্যপালকে অভ্যর্থনা জানাননি। বিধানসভার মার্শাল এবং অন্যান্য কিছু আধিকারিক রাজ্যপালকে অভ্যর্থনা জানান। রাজ্যপালের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন বিজেপি বিধায়করা।

বিধানসভার বিজনেস অ্যাডভাইজারি অর্থাৎ বি এ কমিটির বৈঠক চলছে। সেই কারণেই রাজ্যপালের সঙ্গে অধ্যক্ষ দেখা করতে পারবেন না বলে বৃহস্পতিবার রাতেই রাজভবনকে জানিয়ে দিয়েছিল বিধানসভার সচিবালয়। গতকালের থেকে আজকে অনেকটাই নমনীয় ছিলেন রাজ্যপাল। শান্তির বার্তা দিয়ে বলেন, যা কালকে হয়েছে তাতেও আমি অত্যন্ত ব্যথিত এবং দুঃখিত। এটা হওয়া উচিত ছিল না। অধ্যক্ষের সঙ্গে গতকাল আমার কথা হয়েছে। অধ্যক্ষ জানিয়েছিলেন তিনি বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটির বৈঠকে ব্যস্ত থাকবেন। তাই তিনি দেখা করতে পারবেন না। অধ্যক্ষ আমাকে বলেননি যে আপনি বিধানসভায় আসবেন না। অধ্যক্ষের অফিস থেকে জানানো হয়েছিল যে অধ্যক্ষ থাকতে পারবেন না। কিন্তু কোনও কোনও সংবাদমাধ্যম কিছু বিভ্রান্তিকর খবর করেছে।

রাজ্যপাল বলেন, নবান্ন, রাজভবন এমনকি তাঁর বাড়ি কিংবা মুখ্যমন্ত্রী ঠিক করে দেওয়া যে কোনও নির্ধারিত জায়গায় গিয়ে বৈঠক করতে প্রস্তুত বলে রাজ্যপাল মন্তব্য করেন। রাজ্যপালকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য উপস্থিত ছিলেন বিজেপি বিধায়ক জুয়েল মুর্মু স্বাধীন সরকার, পাশাপাশি বরজোড়ার সিপিএম বিধায়ক সুজিত চক্রবর্তীকেও দেখা গেল রাজ্যপালের পাশে।

এনকাউন্টারের সমালোচনা করলেন বিজেপি নেতা চন্দ্র বোস

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর (হি.স): শুক্রবার ভোর রাতে চার অভিযুক্তকেই এনকাউন্টার করে খতম করে দিয়েছে হায়দ্রাবাদ পুলিশ। যা নিয়ে খুশিতে মাতোয়ারা গোটা দেশ। এই পরিস্থিতিতে ধর্ষকদের শাস্তি হলেও সেই শাস্তির প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুললেন বিজেপি নেতা তথা নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসের পারিবারিক উত্তরসূরী চন্দ্র কুমার বোস। রাজ্য বিজেপির রাজ্য সহ সভাপতির কথায়, 'হায়দরাবাদ ধর্ষণে অভিযুক্ত চারজনকে পুলিশ গুলিকে করে মেরে দেওয়া একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা। পুলিশ কীকরে এমন করতে পারে ?'

ধর্ষকদের শাস্তির বিরুদ্ধে তিনি কখনই অবস্থান নেবেন না বা ধর্ষকের হয়ে সওয়াল করবেন না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন চন্দ্র কুমার বোস। কিন্তু এই এনকাউন্টার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। তাঁর মতে, 'ধর্ষকদের অবশ্যই শাস্তি দেওয়া উচিত, তবে সবসময় তা যেন আইন মেনে করা হয়। অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত অভিযুক্ত নির্দোষ। তাহলে কী করে নিশ্চিত হওয়া গেল যে ধৃত অভিযুক্তরাই ওই ঘটনার প্রধান অপরাধী?'

শুক্রবার হায়দরাবাদের পশু চিকিৎসককে গণধর্ষণ এবং খুনের ঘটনায় চার অভিযুক্তকে গুলি করে মারে পুলিশ। শুক্রবার সকালে পুলিশ এনকাউন্টারে খতম হয়েছে চার অভিযুক্ত। এই ঘটনার জেরে দেশজুড়েই রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।তেলেঙ্গানা রাজ্য পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন ভোর সাড়ে তিনটে নাগাদ অভিযুক্তদের ঘটনাস্থলে নিয়ে যায় ঘটনার পুনর্নির্মানের জন্য । সেই সময় তারা পুলিশ হেফাজত থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে । এরপরই পুলিশের অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে তাদের উপর আঘাত হানার চেষ্টা করে ওই চার অভিযুক্ত। এরপরই বাধ্য হয়েই পুলিশকে গুলি করতে হয় । তাতেই মৃত্যু হয় চার অভিযুক্তের ।

উন্নাও গণধর্ষণে নির্যাতিতার অবস্থা সঙ্কটজনক

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : উন্নাও গণধর্ষণে নির্যাতিতা তরুণীর অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে। তিনি সাফদারজং হাসপাতালে বার্ন বিভাগে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ সুনীল গুপ্তের মতে, আক্রান্তের ৯০ ঝলসে গেছে। তার অনেক অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এ কারণে তার অবস্থা ক্রমাগত অবনতি হচ্ছে। অন্যদিকে, নির্যাতিতার পরিবারও হাসপাতালে উপস্থিত রয়েছে। উল্লেখ্য, এই ঘটনায় দোষীরা তাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করেছিল। আগুনের শিখা থেকে সাহায্যের জন্য দৌড়ে যান। তাকে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তাকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে দিল্লিতে আনা হয়েছে। সাফদারজং হাসপাতাল থেকে বিমানবন্দরের দূরত্ব ১৩ কিলোমিটার। নির্যাতিতার অবস্থার গুরুতর, তা দেখে গ্রিন করিডোর থেকে তাকে ১৮ মিনিটের মধ্যে হাসপাতালে আনা হয়।

পেঁয়াজের ঝাঁঝ বাংলাদেশে দামে লাগাম টানতে মাঠে নামল চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুশি

ঢাকা, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : পেঁয়াজের দামে লাগাম টানতে মাঠে নামল চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুশি উ বাংলাদেশে অসাধু ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেটের কারণে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়া পেঁয়াজের দামে লাগাম টানতে তৎপর পুলিশের পক্ষ থেকে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশে এখন এককেজি পেঁয়াজ কিনতে গুনতে হচ্ছে ২৫০ -২৭০ টাকা উ এই অবস্থায় মাত্রা ছাড়া পেঁয়াজের দামে লাগাম টানতে মাঠে নামল চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুশি উ থানা প্রাঙ্গণে প্রতি কেজি পেঁয়াজ ৪৫ টাকা দরে বিক্রির উদ্যোগ নিয়েছে পুলিশের এ ইউনিট। খবর অনুযায়ী শনিবার সকাল ১০ থেকে পুলিশ নারী কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে কোতোয়ালী, খুলশী, পাহাড়তলী, চান্দগাঁও ও ইপিজেড থানায় পেঁয়াজ বিক্রি করা হবে। প্রত্যেক থানা প্রাঙ্গণে এক টন করে প্রতিদিন পাঁচ টন পেঁয়াজ বিক্রি হবে। পুলিশের এ কার্যক্রম এক সপ্তাহ ধরে চলবে বলে জানা গেছে। একজন ক্রেতাকে দেওয়া হবে সর্বোচ্চ এক কেজি করে পেঁয়াজ।

সিএমপি কমিশনার মো. মাহাবুবর রহমান বলেন, পুলিশ নারী কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে থানা প্রাঙ্গণে পেঁয়াজ বিক্রি করা হবে। সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ কমাতে ও ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়া পেঁয়াজের দামের লাগাম টানতে পুলিশের পক্ষ থেকে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

পুলিশের এ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন চট্টগ্রাম চেম্বারের সভাপতি মো. মাহাবুবুল আলম।

তেলেঙ্গানা কান্ডঃ পুলিশি এনকাউন্টারের ঘটনায় পুলিশকে কুর্নিশ জানালেন শাটলার সাইনা নেহওয়াল

হায়দরাবাদ, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : হায়দরাবাদের ২৬ বছরের পশু চিকিৎসক তরুণীকে গণধর্ষণ করে খুন ও দেহ পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনায় অভিযুক্ত চারজনের পুলিশি এনকাউন্টারের ঘটনায় বাহবা জানালেন অলিম্পিক পদকজয়ী হায়দরাবাদি শাটলার সাইনা নেহওয়াল। শুক্রবার সকালে এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর সমাজের সর্বস্তরের মানুষ তেলেঙ্গানা পুলিশকে কুর্নিশ জানিয়েছেন। ন্যায়বিচারে দাবিতে গলা ফাটিয়েছিলেন সাধারণ মানুষ। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব থেকে সিলভার স্ক্রিনের তারকারা প্রায় প্রত্যেকেই কিন্তু বাহবা জানাচ্ছেন হায়দরাবাদ পুলিশকে। এবার পিছিয়ে নেই ক্রীড়াজগতও। হায়দরাবাদ পুলিশের কর্মকান্ডে খুশি ঘরের মেয়ে সাইনাও। এনকাউন্টারের ঘটনার পর অলিম্পিক পদকজয়ী হায়দরাবাদি এই শাটলার এদিন তাঁর মাইক্রোব্লগিং সাইটে লেখেন, 'দারুণ কাজ হায়দরাবাদ পুলিশ। আমরা আপনাদের কুর্নিশ জানাই।' তবে এক্ষেত্রে হায়দরাবাদ পুলিশকে কুর্নিশ এবং অভিনন্দন জানিয়েছেন ঋষি কাপুর, অনুপম খেরের মত তাবড় তাবড় অভিনেতারাও। দক্ষিণী অভিনেতা নাগার্জুন টুইটারে লেখেন, 'সকালে ঘুম ভেঙেই ঘটনাটা শুনলাম। যথোপযুক্ত ন্যায়বিচার।' এছাড়াও এনকাউন্টারের ঘটনায় পুলিশকে অভিনন্দন জানিয়েছেন রাকুলপ্রীত সিং, বিবেক ওবেরয়, সোনু সুদের মত অভিনেতা-অভিনেত্রীরাও। উল্লেখ্য, গত বুধবার হায়দরাবাদের যে হাইওয়ে সাক্ষী ছিল নৃশংস এবং মর্মান্তিক ঘটনার, শুক্রবার ভোররাতে সেই অভিশপ্ত হাইওয়েতেই পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয়েছে চার অভিযুক্তের। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার পুনর্নির্মাণের সময় অভিযুক্তরা পালানোর চেষ্টা করার সময় তাদের গুলি করা হয়।

বিধানসভার আগামী অধিবেশন নিয়ে প্রবল সংশয়

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর (হি. স.) : বিধানসভার আগামী অধিবেশন নিয়ে প্রবল সংশয় দেখা দিয়েছে। এ রকম পরিস্থিতি অনেকটাই নজীরবিহীন বলে মনে করছেন ওয়াকিবহাল মহল। বাম নেতা সুজন চক্রবর্তীর কথায়, "এ যেন বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে, কিন্তু পাত্রী ঠিক হয়নি গোছের ব্যাপার!" বিধানসভার আলোচ্য দুটি বিল রাজ্যপালের অনুমোদনের জন্য আটকে আছে রাজভবনে। এ নিয়ে ক'দিন ধরে চলছে চাপান-উতোর। মঙ্গলবার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দেন, রাজ্যপেল অনুমোদিত বিল না আসায় দু'দিন অধিবেশন স্থগিত থাকবে। এর পর গতকাল রাজ্যপাল বিধানসভা ভবনে এসে 'অপমানিত' হন। বিলের অভাবে কীভাবে এগোবে অধিবেশন, তা ঠিক করতে অদিবেশনের আগে কার্যনির্ধারণ (বিজনেস অ্যাডভাইসরি) কমিটির বৈঠক ডাকেন অধ্যক্ষ। তা বয়কট করেন বাম-কংগ্রেস বিধায়করা।

শুক্রবার অধিবেশনে কোনও বিষয়ের ওপর বিশদ আলোচনা না করে পরিবহণের স্ট্যান্ডিং কমিটি নিয়ে বলেন পরিবহণমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। অধ্যক্ষ বলেন, এর পর অধিবেশন হবে সোমবার। কিন্তু কী নিয়ে আলোচনা হবে, সে ব্যাপারে সবাই ধন্দে।

সহকর্মীর গুলিতে নিহত বিশ্বরূপ মাহাতোর মরদেহ ফিরল পুরুলিয়ার বাড়িতে

পুরুলিয়া, ৬ ডিসেম্বর (হি. স.) : সহকর্মীর গুলিতে নিহত বিশ্বরূপ মাহাতোর মরদেহ শুক্রবার ফিরল তাঁর গ্রামের বাড়িতে। এদিন ভোরে তাঁর মৃতদেহ নিয়ে আসেন আইটিবিপির আধিকারিকরা। প্রথমে বিশ্বরূপের দেহ নিয়ে যাওয়া হয় তাঁর আদিবাড়িতে। সেখান থেকে কানালি মাঠের শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয় মরদেহ। গান স্যালুট দেওয়ার পর সেখানেই শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। তার আগে মৃতদেহে মালা দিয়ে নিহত জওয়ানকে শ্রদ্ধা জানান পুরুলিয়া লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো ও ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চার নেতা অজিত মাহাতো। বুধবার সকালে সহকর্মীর গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যান পাঁচ আইটিবিপি (ইন্দো-টিবেটান বর্ডার পুলিশ) জওয়ান। ছত্তীসগঢ়ের রাজধানী রায়পুর থেকে ৩৫০ কিলোমিটার দূরে কাদেনার এলাকায় শিবির ছিল তাঁদের। ছত্তীসগঢ় পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে বাহিনীর কনস্টেবল মাসুদুল রহমানের সঙ্গে অন্য কয়েকজন জওয়ানের বচসা বাধে। তর্কবিতর্ক চলাকালীন আচমকাই নিজের সার্ভিস রাইফেল থেকে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে শুরু করেন মাসুদুল। ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন পাঁচ জওয়ান। ঘটনাস্থলেই তাঁদের মৃত্যু হয়। ঘটনার পরেই গুলিতে আত্মঘাতী হন নদিয়ার নাকাশিপাড়ার বাসিন্দা মাসুদুল। যাঁরা মালদুলের রোষের বলি হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে দু' জন এ রাজ্যের। পুরুলিয়ার বিশ্বরূপ ছাড়াও মারা গেছেন বর্ধমানের বাসিন্দা সুরজিৎ সরকার।

পেনশন ব্যবস্থা সংস্কারের প্রতিবাদে আজও অচল ফ্রান্স

প্যারিস, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : পেনশন ব্যবস্থা সংস্কারের প্রতিবাদে আজও উত্তাল ফ্রান্স ঊ লক্ষ লক্ষ মানুষের বিক্ষোভ-ধর্মঘটের কারণে দ্বিতীয় দিনেও অচল ফ্রান্স। বৃহস্পতিবার থেকে গোটা দেশজুড়ে এধরনের ধর্মঘটের ঘটনা ফ্রান্সের গত কয়েক দশকের ইতিহাসে এই প্রথম। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ পরিকল্পিত পেনশন ব্যবস্থা সংস্কার ও চাকরির বয়সসীমা বাড়ানোর প্রতিবাদে ধর্মঘটের গতকাল প্রথম দিনে রাস্তায় নেমেছিলেন আট লক্ষেরও বেশি মানুষ। যেখানে যানবাহন শ্রমিক থেকে শুরু করে শিক্ষক, আইনজীবী, হাসপাতাল ও বিমানবন্দর কর্মীসহ সব ধরনের পেশাজীবী মানুষ অংশ নেন। শুক্রবার দ্বিতীয় দিনেও চলছে ধর্মঘট। বিক্ষোভের কারণে দেশটির যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায় অচল হয়ে গেছে।এই বিক্ষোভের জেরে ব্যাহত হয়েছে রেল ও বিমান পরিসেবা ঊ রেল অপারেটর এসএনসিএফ জানায়, গতকাল ৯০ শতাংশ আঞ্চলিক ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল। এছাড়া, দেশটির অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক কয়েকশ' ফ্লাইট বাতিল করা হয়। পরবর্তী দিনগুলোতেও আরও ফ্লাইট বাতিলের সম্ভাবনা রয়েছে।

নিরাপত্তার কারনে ঐতিহ্যবাহী আইফেল টাওয়ারসহ ফ্রান্সের জনপ্রিয় পর্যটন স্থানগুলো দর্শনার্থীদের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। এছাড়া, শুধু রাজধানী প্যারিসেই ছয় হাজার পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।প্যারিস ও নঁত শহরে বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে দাঙ্গা পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে। পুলিশ জানায়, প্যারিসে ৭১ বিক্ষোভকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অনির্দিষ্টকালের এ ধর্মঘট কতদিন অব্যাহত থাকবে এ ব্যাপারে কিছু বলা হয়নি। ম্যাক্রোঁ পেনশন ব্যবস্থা ও অবসরের সময়সীমা সংস্কার পরিকল্পনা বাতিল না করা পর্যন্ত এ ধর্মঘট চলবে বলে জানান ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা।

বর্তমানে, ৪০টি ভিন্ন ধরনের অবসরের বয়সসীমা ও পেনশন ব্যবস্থা রয়েছে। ম্যাক্রোঁর মতে, এটি অন্যায্য ও ব্যয়বহুল। তিনি একটিই ব্যবস্থা নেওয়ার পরিকল্পনা করছেন যেখানে পেনশন প্রাপ্ত সবাই সমান সুবিধা পাবেন। ১৯৯৫ সালে ফ্রান্সের তৎকালীন সরকার পেনশন ব্যবস্থা সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়ায় দেশজুড়ে তিন সপ্তাহব্যাপী বিক্ষোভ-ধর্মঘট হয়েছিল।

পার্শশিক্ষক নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের আর্জি এসইউসিআই (সি)-এর

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর (হি. স.) : পার্শশিক্ষকদের উপর রাজ্য সরকারের হুমকির সমালোচনা করল এসইউ সিআই (সি)। এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের আবেদন করে দলের রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য নবান্নে একটি চিঠি দিয়েছেন।

এই চিঠিতে লেখা হয়েছে, ''দীর্ঘদিন অনশনের ফলে পার্শশিক্ষকদের বেশ কয়েকজন ইতিমধ্যেই অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী একজন শিক্ষিকা অসুস্থ হয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত দাবী তাঁরা উত্থাপন করেছেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত এই শিক্ষকরা চেয়েছেন শিক্ষকের মর্যাদা ও একটি বেতন কাঠামো। শিক্ষক-শিক্ষাবিদ বুদ্ধিজীবী সমেত সমাজের নানা স্তরের মানুষ এই আন্দোলনের প্রতি সমর্থন ও সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং আপনাকে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সমাধানের জন্য চিঠি দিয়েছেন।

এই পরিস্থিতিতে যেখানে প্রয়োজন ছিল, রাজ্য সরকারের শিক্ষামন্ত্রী উদ্যোগ গ্রহণ করে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে বৈঠক করে সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করবেন, সেখানে সরকারের পক্ষ থেকে অপ্রাসঙ্গিক নানা উক্তি করা হচ্ছে। এমন কী সরকারের তরফ থেকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে, অনশনে অংশ নিয়ে যাঁরা ক্লাসে যেতে পারেননি, তাঁদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে, শো-কজ করা হবে ইত্যাদি। আশ্চর্যজনক বিষয় হল, রাজ্য সরকার মোয়াজ্জেম-পুরোহিতের ভাতা দিচ্ছে, মেলা উৎসব কার্নিভালে জন সাধারণের টাকা যথেচ্ছ খরচ করছে। অথচ পার্শ শিক্ষকদের দাবী মানবার ক্ষেত্রে অর্থের ঘাটতির অজুহাত দিচ্ছে। আমরা মনে করি সরকারের এই পদক্ষেপের মাধ্যমে কেবল পার্শশিক্ষদের অপমান করা হল না, সমগ্র শিক্ষক সমাজ সমেত গণতান্ত্রিক আনোলনের চিন্তা-চেতনা বিশিষ্ট নাগরিক সমাজকে অপমান করা হল। সাথে সাথে এর দ্বারা সরকার সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর বাস্তবে স্বৈরাচারী পদক্ষেপ গ্রহণের রাস্তা প্রশস্ত করল।

যখন গোটা দেশজুড়ে গণতান্ত্রিক

ছয়ের পাতায়

শুক্রবার আগরতলায় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে আবারো বিরোধীতায় সরব হয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস। ছবি-নিজস্ব।

হরেকরকম ◯ হরেকরকম ◯ হরেকরকম

প্রিয়াঙ্কার ঝুলিতে ইউনিসেফের বিশেষ সম্মান, উচ্ছ্বসিত অভিনেত্রী

কথায় বলে, যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে। প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার ক্ষেত্রে এই প্রবাদ বাক্য অক্ষরে অক্ষরে প্রযোজ্য। যেমন দক্ষতায় সামলাচ্ছেন অভিনয়, তেমনই জমিয়ে স্বামী নিক জোনাসের সঙ্গে ঘর করছেন। আবার ঠিক সমান গুরুত্বের সঙ্গেই পালন করছেন ইউনিসেফ -এর দায়িত্ব। প্রকৃতপক্ষে একজন সুপারস্টার প্রিয়াঙ্কা। এবার সেই মানবাধিকার সংগঠনের তরফ থেকেই বিশেষ সম্মানে সম্মানিত হলেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া।এর গুডউইল অ্যাম্বাসাডরের দায়িত্বে রয়েছেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া জোনাস। আর তাই কাজের সূত্রে বিশ্বের সেই প্রান্তিক এলাকাগুলিতে পৌঁছে যান দেশি গার্ল, যেখানকার সাধারণ মানুষের দিন কাটে অভাব অনটনে। সেখানকার শিশুদের সঙ্গেও সময় কাটান। আর বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের শিশুদের অধিকারের জন্য কাজ করেই এবার ইউনিসেফের তরফে ''হিউম্যানিটেরিয়ান'' পুরস্কার পেলেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। সেই অনুষ্ঠানের বিভিন্ন মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দি করে সেগুলোই ভক্তদের জন্য সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন প্রিয়াঙ্কা। ক্যাপশনে লিখেছেন, ''ইউনিসেফ-এর হয়ে যেসব মানুষ রাতদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করেন তাঁদের দেখে আমি বিস্মিত হই। এই সুন্দর সফরে আমাকে সামিল করার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ। ডড্ডুঞ্জজঙ্খক্কচ-এর গুডউইল অ্যাম্বাসাডর হয়ে কাজের সুযোগ আমার জীবনের অন্যতম বড় প্রাপ্তি।''পঞ্চদশ বার্ষিক ইউনিসেফ ''স্নোফ্লেক বল'' পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে মা মধু চোপড়ার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন প্রিয়াঙ্কা। স্বনামধন্যা মার্কিন লেখিকা তথা সমাজসেবী ড্যানি কায়ির নামে হিউম্যানিটেরিয়ান অ্যাওয়ার্ড পেয়ে যারপরনাই উচ্ছ্বসিত অভিনেত্রী।

পছন্দ নতুন কেউ, টেলি অভিনেত্রী ক্রিস্টিলকে বেছে নিলেন ইমরান হাসমি

নিজস্ব প্রতিবেদন : অমিতাভ বচ্চন এবং ইমরান হাসমির পরবর্তী সিনেমা চেহরে-র জন্য বেছে নেওয়া হল ক্রিস্টিল ডিসুজাকে। অর্থাত মেগাস্টারের সঙ্গেই বি টাউনে পা রাখছেন টেলিভিশনের এই জনপ্রিয় অভিনেত্রী।সম্প্রতি নিজের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে ইমরান হাসমির সঙ্গে ছবি শেয়ার করেন ক্রিস্টিল। সেখানেই তিনি জানান, কোনও প্রজেক্টে প্রথম পা রাখার অনুভূতি একেবারে অন্যরকম। চেহরের জন্য নতুন নায়িকা মনোনীত হওয়ার পর সেই ছবি সেয়ার করেন ট্রেড অ্যানালিস্ট তরণ আদর্শও।পরিচালাক রুমি জাফরির সিনেমা চেহরের জন্য প্রথমে বেছে নেওয়া হয় কৃতি খারবান্দাকে।

অমিতাভ বচ্চন এবং ইমরান হাসমির এই সিনেমা অন্যতম বড় প্রজেক্ট ছিল কৃতি খারবান্দার জন্য। কিন্তু আচমকাই কৃতিকে ওই সিনেমা থেকে বাদ দেওয়া হয়।জানা যায়, অত্যধিক নাক উঁচু মনোভাবের জন্যই কৃতি খারবান্দাকে ওই সিনেমা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি কৃতির ম্যানেজারও কোনওভাবেই পরিচালককে সাহায্য করচিলেন না অভিনেত্রীর শ্যুটিং ডেট নির্দিষ্ট করার জন্য। সবকিছু মিলিয়ে এই সিনেমা থেকে বাদ দেওয়া হয় কৃতি খারবান্দাকে।যদিও টিম চেহরের তরফে যে দাবিই করা হোক না কেন, কৃতি খারবান্দার গলায় শোনা যায় অন্য সুর। তিনি দাবি করেন, চেহরে-তে অপ্রয়োজনীয়ভাবে ঘনিষ্ঠ দৃশ্য এবং চুম্বন দৃশ্যে অভিনয়ের কথা জানান পরিচালক রুমি জাফরি। সেই করাণেই ওই সিনেমা থেকে সরে যান তিনি। এমনকী, চেহরের জন ২-৩ দিন শুটিং করার পরও ওই প্রজেক্ট থেকে তিনি সরে যেতে বাধ্য হন বলে জানান কৃতি খারবান্দা।অন্যদিকে সম্প্রতি পুলকিত সম্রাটের সঙ্গে নিজের সম্পর্কের কথা স্বীকার করে নেন কৃতি। তিনি জানান, বর্তমানে পুলকিত সম্রাটের জন ডেট করছেন তিনি। কিন্তু বাবা-মা জানানোর আগে অন্য কাউকে এই খবর জানাতে চাইছিলেন না। সেই কারণেই পুলকিতের সঙ্গে সম্পর্কের কথা এতদিন তিনি চেপে রেখেছিলেন গোটা দুনিয়ার কাছ থেকে।

খলনায়ক হয়ে বহুদিন পর বড় পর্দায় ফিরছেন সৌমিত্র

ডিটেক্টিভ থ্রিলার চলচ্চিত্র এখন টালিগঞ্জের চলে পরিণত হয়েছে। পরিচালক প্রতিম ডি গুপ্ত সম্প্রতি তাঁর আসন্ন ''শান্তিলাল ও প্রজাপতি রহস্য'' ফিল্মে গোয়েন্দা শান্তিলাল চরিত্রে ঋত্বিক চক্রবর্তীর নাম ঘোষণা করেছেন। পরিচালক মৈনাক ভৌমিক ''গোয়েন্দা জুনিয়র'' ফিল্মের জন্য তরুণ অভিনেতা ঋতব্রত মুখার্জিকে কাস্ট করেছেন।সর্বশেষ, রাহুল এবং তুহিন সিনহা তাদের নির্মিতব্য ''এবার শল্যজিত'' ফিল্মে একেবারে আনকোরা এক গোয়েন্দাকে আনছেন। এই ফিল্মটির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হল একসময়ের ফেলুদা অভিনেতা সৌমিত্র চ্যাটার্জি এতে খল ভূমিকায় অভিনয় করবেন। সৌমিত্র যে এই প্রথম ভিলেন হচ্ছেন, তা কিন্তু নয়। তিনি এর আগে ''প্রতিশোধ'', ''কাকাবাবু হেরে গেলেন'' এবং ''আগুন'' ফিল্ম গুলোতে মন্দ মানুষের ভূমিকা করেছেন। এই থ্রিলার ফিল্মটি হবে ফেলুদা, ব্যোমকেশ এবং কাকাবাবু নিয়ে নির্মিত ফিল্মের মত। সকালে ব্যায়াম করতে গিয়ে সৌম্য ও শল্যজিতের পরিচয় হয়। সৌম্য''র রহস্যজনক মৃত্যু হলে শল্যজিত গোয়েন্দা রূপে আত্মপ্রকাশ করে। সৌমিত্র ছাড়াও ফিল্মটিতে মাধবী মুখার্জি, সুব্রত ব্যানার্জি, সঞ্জয় সিনহা এবং অন্যরা অভিনয় করবেন। চলচ্চিত্রটির চিত্রায়ন হবে সিকিম এবং কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন অংশে।

বালজিং ডিস্ক এক ভয়াবহ রোগ, জানুন বিস্তারিত

সম্প্রতি এক অসুখের শিকার হয়েছেন বলিউড তারকা আনুষ্কা শর্মা। এই প্রসঙ্গে অনুষ্কা বা বিরাট কোহালি কেউ মুখ না খুললেও বলিউড সূত্রে জানা গেছে, বালজিং ডিস্কে আক্রান্ত হয়েছেন তিনি। তাই তাঁকে সম্পূর্ণ বিশ্রামের পরামর্শ দিয়েছেন চিকিতসকরা।কিন্তু জানেন কি, কেবল আনুষ্কাই নন, এখনই সাবধান না হলে আপনিও এই অসুখে আক্রান্ত হতে পারেন। তুলনামূলকভাবে মেয়েরাই হাড়ের এই অসুখে বেশি আক্রান্ত হন। কী এই অসুখ, কী-ই বা তার লক্ষণ, কী করে তা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, চলুন জেনে নেই-এক অস্থিবিশেষজ্ঞ জানিয়েছেন, নারী-পুরুষ নির্বিশেষ এই অসুখের শিকার হতে পারেন। যারা কায়িক পরিশ্রম, মূলতঃ ঝুঁকে কাজ করেন বেশি, তাঁদের এই অসুখ বেশি হয়। বালজিং ডিস্ক:মেরুদণ্ডের দু'টি হাড়ের মাঝে শক অ্যাবসর্ভার (হঠাত ঝাঁকুনি সামাল দেওয়ার অংশ) হিসাবে নরম জেলির মতো থকথকে এক ধরনের পদার্থ থাকে। তার বাইরে একটি পাতলা আবরণও থাকে। ঝুঁকে কাজ, ভারী কোনও কাজ, এমনকি, জোরে হাঁটতে গিয়ে বেকায়দায় পড়েও এই জেলির মতো অংশের আবরণ ফেটে গিয়ে ভিতরের জেলি বেড়িয়ে যায়। সুষুম্নাকাণ্ডের উপর সেই জেলি চাপ সৃষ্টি করে, ফলে শরীরের নানা স্নায়ুর উপরই চাপ পড়ে। এই কারণেই শরীরের নানা অংশে খুব যন্ত্রণা হয়। প্রথম থেকে কিছু সাবধানতা অবলম্বন করলে এই অসুখ থেকে নিস্তার পাওয়া যায়।চিকিতসা:বালজিং ডিস্ক প্রাথমিক অবস্থায় ধরা পড়লে সম্পূর্ণ বিশ্রামই এর অন্যতম ওষুধ। বিশ্রামের সঙ্গে চিকিতসকের পরামর্শ মতো প্রয়োজনীয় ব্যায়ামও করা উচিত। তবে অসুখ একান্তই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে অস্ত্রোপচার এর একমাত্র উপায়। বিদেশে এই জেলির মতো অংশ প্রতিস্থাপনের প্রচলন আছে। এই অসুখ অবহেলা করলে পঙ্গুত্ব পর্যন্ত আসতে পারে।উপসর্গ:জেলি ফেটে বেড়িয়ে না এলে ব্যথা বোঝা যায় না। তাই এই অসুখের আক্রমণ হঠাতই হয়।সাবধানতা:চিকিতসকদের মতে এই অসুখ থেকে দূরে থাকতে বরাবরই ব্যায়াম ও মেডিটেশন অভ্যাস করা উচিত। মেডিটেশনে স্নায়ুর অসুখ দূরে থাকে। প্রধানত, পেটের সামনের দিকের ও পিঠের পিছনের দিকের কিছু ব্যায়াম এই অসুখ প্রতিহত করে।

ইীনমন্যতা স্থায়ী নয়, যেকোনো সময় নিজেকে বদলানো যায়

মনোকথা আপনাদের পাতা। আপনার মনস্তাত্বিক নানা সমস্যা সমাধানে আমরা রয়েছি আপনার পাশে। সমস্যা জানিয়ে জেনে নিন সম্ভাব্য সমাধান। মনোকথার এক পাঠক জানিয়েচেন তার সমস্যার কথা, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে সমাধান জানানো হলো।

আপনার সমস্যা

আমার সমস্যার হলো নিজের প্রতি বিশ্বাস কম। পরিবারের মানুষ ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে কথা বলতে ভয় লাগে। নিজেকে ছোট মনে হয়। কথা বললেই মনে হয় আমি ভুল বলছি। আমার বয়স ২২। অবিবাহিত। আমি এইচএসসি পড়েছি হোস্টেলে থেকে। ওখানে সবাই আমাকে বোকা বলতো। এখনো বলে। আমি সব কিছুতেই অপরের উপর নির্ভর করি। মানসিক ডাক্তার দেখানো সম্ভব নয়। খুব রাগ ওঠে, কি ওষুধ খাবো। অমি কি করব।

আমাদের সমাধান

চিঠি লেখার জন্য ধন্যবাদ। আপনি হীনমন্যতায় ভুগছেন। শুধু আপনি না, বহু মানুষ আজ হীনমন্যতায় আক্রান। এর প্রথম লক্ষণ হলো আত্মবিশ্বাসের অভাব। নিজের প্রতি যেহেতু আস্থা নেই, তাই সহজেই অন্যদের ভয় পাওয়া। আর সেটা অপরিচিত হলে তা কথাই নেই। মিশতে গেলেই সব গোলমাল হয়েযায়। আবার সে কারণেই পরনির্ভর বোধ তৈরি হয়। নিজেকে লবঙ্গ লতিকা মনে হয়।

এর ফলে তৈরি হয় সীমাহীন ক্ষোভ, নিজের ও অন্যদের প্রতি। এই পুরোটাই একটা দূষিত চক্র। আপনি নিজেকে বলুন, আমি একটা নেতিবাচক চক্রবুহ্যে ফেঁসে গেছি। তাই এমনটা হচ্ছে। এরপর প্রতি রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে সারাদিনে যত কাজ করেছেন তার মধ্যে দুইটো ভালো কাজের জন্য আপনি নিজেকে ধন্যবাদ দিন।

আয়নায় নিজের চোখে চোখ রেখে বলুন' নানা কারণে আমি নেতিবাচক চক্রে আটকে পড়েছিলাম। আমি সেটা জানি। আমি আত্মবিশ্বাসী এখন থেকে আমি নিজেকে বদলাবো।' তার এটা তালিকা তৈরি করুন।

এবার অপশনগুলি খুঁজে দেখুন কীভাবে এই পরিবর্তন আনা সম্ভব।

এর জন্য কোন কোন নেতিবাচক অনুভূতী দায়ী, সেগুলো চিহ্নিত করুন।

এই অনুভূতির বদলে কি কি ইতিবাচক অনুভুতি চান তা নির্ধারণ করুন।

সেই ইতিবাচক অনুভূতি কীভাবে পাবেন, সেই অপশনগুলো খেয়াল করুন।

মানুষ যেকোনো সময় থেকে পরিবর্তিত হতে পারে, তাই নিজেকে বাহাবা দিন, আপনিও পরিবর্তন চান।

আজ থেকেই শুরু করুন, কেমন থাকছেন জানাবেন। আমরা পাশে আছি।

শ্বাস নেবেন যেভাবে

মাইন্ডফুল ব্রিথিং বা মনোযোগী শ্বাসক্রিয়া বা সচেতন শ্বাসক্রিয়া কিংবা ব্রেথওয়ার্কের (মনের ভারত হালকা,ধ্যান অথবা শারীরিক ও মানসিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সচেতন বা নিয়ন্ত্রিত শ্বাসক্রিয়া) অনেক উপকারিতা রয়েছে ব্রেথওয়ার্ক শত শত বছর ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে এবং এর প্রভাবে জীবন পরিবর্তন হতে পারে । পশ্চিমা বিজ্ঞান ও চিকিৎসাশাস্ত্র বেঁচে থাকার জন্য অবিচ্ছেদ্য শারীরিক ক্রিয়া হিসেবে ব্রিথিং বা শ্বাসক্রিয়ার ওপর ফোকাস করছে। অন্যদিকে পূর্বীয় স্বাস্থ্যবিজ্ঞান একে শরীর ও আত্মার পুষ্টি হিসেবে অভিহিত করছে। চিনারা বিশ্বাস করে যে মাইণ্ডফুল ব্রিথিং বা মনোযোগী শ্বাসক্রিয়া বা সচেতন শ্বাসক্রিয়া কিংবা ব্রেথওয়ার্কের (মনের ভার হালকা, ধ্যান অথবা শারীরিক ও মানসিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সচেতন বা নিয়ন্ত্রিত শ্বাসক্রিয়া) অনেক উপকারিতা রয়েছে, যেমন--- মনোযোগের উন্নয়ন, দক্ষতার উন্নয়ন, ইতিবাচকতা বৃদ্ধি, শারীরিক ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধি।

ব্রেথওয়ার্ক শত শত বছর ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে এবং এর প্রভাবে জীবন পরিবর্তন হতে পারে। ট্রাডিশনাল চাইনিজ মেডিসিন প্র্যাকটিশনার আলেক্স ট্যান ব্রেথওয়ার্কের জন্য নিচের ধাপসমূহ অনুসরণ করতে পরামর্শ দিয়েছেন।

মাংসপেশি শিথিল করুণ ঃ মেরুদণ্ড সোজা রেখে দাঁড়ান বা বসুন, গলাকে দীর্ঘায়িত করুন এবং মাথা তালুকে আকাশ বরাবর রাখুন। মার্স বা মাংসপেশিকে পুরোপুরি শিথিল করুন, প্রয়োজনে প্রতিটি মাসল গ্রহণের ওপর মনোনিবেশ করুন, কারণ মাংসপেশি কঠিন টান হারাচ্ছে এবং শিথিল হচ্ছে। শ্বাস পর্যবেক্ষণ করুন ঃ আপনার শ্বাস সম্পর্কে সচেতন হোন এবং যেকোনো প্যাটার্ন বা শ্বাসের ধরন লক্ষ্য করুন। আপনার শ্বাসগ্রহণ কি ধীরে বা দ্রুত হয়? শ্বাসগ্রহণ কি সহজে করতে পারেন? অথবা শ্বাসগ্রহণ কি দুরহ লাগছে? শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাসত্যাগের নিম্নতর চক্র সম্পর্কে ধারণা রাখুন।

শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাসত্যাগে মনোযোগ দিন ঃ প্রতিটি শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাসত্যাগে মনোযোগী হোন। শ্বাসগ্রহণের সময় ফুসফুসকে পুরোপুরি বায়ুপূর্ণ করুন। ফুসফুসকে সম্পূর্ণরূপে বায়ুভর্তি করতে পেটকে প্রসারিত করুন। শ্বাসত্যাগের সময় যতটা সম্ভব ধীরে সব বায়ু বের করে দেয়ার চেষ্টা করুন। প্রধানত শ্বাসত্যাগ নিয়ন্ত্রণে মনোনিবেশ করুন, যা সার্বিকভাবে আপনাকে ধীর ও অধিক নিয়ন্ত্রিত শ্বাসক্রিয়ার দিকে ধাবিত করবে।

নাকের মাধ্যমে শ্বাসক্রিয়া সম্পাদক করুন ঃ শুধু নাকের মাধ্যমে শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাসত্যাগ করুন। মুখের রুফ বা হার্ড প্যালেটে জিহ্বা ঠেসিয়ে আপনার মুখ বন্ধ রাখা উচিত। কিন্তু আপনার দাঁত শিথিল ও মুক্ত থাকা উচিত।

মনকে শ্বাসের ওপর স্থির রাখুন ঃ ব্রেথওয়ার্কের লক্ষ্য হল প্রতিটি শ্বাস ও শ্বাসচক্রের ওপর মনোযোগ দেওয়া। আপনি যদি আপনার টু-ডু লিস্ট বা করণীয় কার্য নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করেন অথবা যদি মনকে এখানে সেখানে বিচরণ করতে দেন, তাহলে শ্বাসের ওপর আপনার নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। শ্বাসগ্রহণে ফুসফুসে অক্সিজেনের আগমন ও ধীরে শ্বাসত্যাগ তা নির্গমনের সময় মনোযোগী হোক। শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাসত্যাগ প্রক্রিয়ার ওপর মনোনিবেশ করুন অথবা পেটের ওপর আপনার মনোযোগ স্থির করুন। কারণ একটি প্রতিটা শ্বাসের সঙ্গে সম্প্রসারিত ও সংকুচিত হয়।

টাইমিং বিবেচনা করুন ঃ যে কোনো সময় ব্রেথওয়ার্ক চর্চা করা যায়। কিন্তু দিনকে অধিক ফলপ্রসু করার জন্য শরীর ও মনকে প্রস্তুত করতে খুব সকালে ব্রেথওয়ার্ক করতে আলেক্স ট্যান পরামর্শ দেন। ব্রেথওয়ার্ক শুরু করতে খাবার খাওয়ার পর কমপক্ষে এক ঘণ্টা অপেক্ষা করুন এবং একটি সেশন শেষ করার পর আধ ঘণ্টার মধ্যে কোনো ঠাণ্ডা তরল পান করবেন না। দিনের কোনো সময় মাইণ্ডফুল ব্রিথিং বা সচেতন শ্বাসক্রিয়া শুরু করবেন তা কোনো ব্যাপার নয়। তবে আলেক্স ট্যানপ্রতিদিন একই সময়ে তা চর্চা করতে পরামর্শ দেন কারণ সার্বিক সুস্থতার জন্য নিয়মানুবর্তিতা বা ধারাবাহিক গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যদি একবার মনোযোগের সঙ্গে ব্রেথওয়ার্ক বা মাইন্ডফুল ব্রিথিং সম্পাদন করতে পারেন, তাহলে এটি আপনার জীবনের অন্যান্য অংশকে সহজতর করে তুলবে। শিগগির আপনি সম্পূর্ণ প্রচেষ্টা ছাড়া ধ্যান করতে সক্ষম হবেন।

স্বাস্থ্য সমস্যার বড় কারণ স্থূলতার

স্থূলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঃ স্থূলতা নির্মূলকরণের সর্বোত্তম উপায় হল এর কারণগুলো নির্মূল করা। ডা: লাষ্টিগ বলেন, অতিরিক্ত ওজনের পেছনে দায়ী হল অতিমাত্রার পুষ্টি গ্রহণ ও শারীরিক শ্রম বিমুখতা— এই দুটি অবস্থায় অতিরিক্ত ইনসুলিন নিঃসরণ করে।

আর এই অতিরিক্ত পুষ্টির বেশিরভাগই আসে সুবিধাজনক প্রক্রিয়াজাত খাদ্য কোমল পানীয় আর বিশাল ফাস্টফুড ভাণ্ডার থেকে।অধিক পুষ্টি গ্রহণের সাথে সাথে এমন একটি জীবন ধারার শিশুরা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে যেখানে বসে থাকার ব্যবস্থা প্রাধান্য পায়। শিশুরা হাঁটা বা সাইকেলে চড়ার তুলনায় যান্ত্রিক যানবাহনের উপর বেশি নির্ভরশীল হয়। স্বল্প বাজেটের জন্য অনেক স্কুলে শারীরিক শিক্ষা এবং পরবর্তীতে খেলাধূলা বাদ দিয়ে দেয়।

অতিরিক্ত খোলামেলা স্থান ও নিরাপত্তার অভাবে আউটডোর গেমকে নিরুৎসাহিত করা হয়। আর বেশিরভাগ শিশুর প্রিয় কাজ হল টেলিভিশন কম্পিউটার বা ভিডিও গেমে নিজেকে ব্যস্ত রাখা। এজন্য তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা টেলিভিশন বা কম্পিউটারের সামনে বসে থাকে বা মোবাইল ফোন নিয়ে ব্যস্ত থাকে।

ডা: রবার্ট লাষ্টিগ বলেন, স্থূলতা এই সভ্যতার এমন একটি রোগ যা খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও নগর পরিকল্পনাকে চিকিৎসাগত পরিবর্তনের দিকে নিয়ে গেছে। এই মহামারীর প্রাদুর্ভাব দূর করতে আমাদের খাদ্যাভ্যাস ও জীবন যাপনের চালচিত্র পরিবর্তন করতে হবে। এক্ষেত্রে কম খাও বেশি পরিশ্রম কর বলে পরামর্শ দেয়াই যথেষ্ট নয়। এটাকে মূলত চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি সমস্যা হিসাবে বিবেচনা করে সবাইকে এগিয়ে আসত হবে। স্থূলতা থেকে মুক্তির পথ হিসাবে ডা: রবার্ট লাষ্টিগ বলেন, আমাদের পরিশুদ্ধ শর্করা ও চিনি গ্রহণ কমাতে হবে আর আঁশ গ্রহণ অনেকগুণে বাড়াতে হবে। যে কোনও মূল্যে শিশুদের ইনসুলিন নিঃসরণের মাত্রা কমাতে হবে। আঁশযুক্ত খাদ্য গ্রহণ এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। আঁশ শরীরের রক্তপ্রবাহ, চিনির শোষণ ক্ষমতা কমায় আর অতিরিক্ত ইনসুলিন নিঃসরণে বাধা দেয়। পরীক্ষাতে দেখা গেছে যে, যেসব শিশু কম খাদ্য গ্রহণ করে তারা পরবর্তীকালে খাবার সময়ও কম ক্ষুধার্ত থাকে। পরিশুদ্ধ শর্করা ও চিনির বদলে আঁশযুক্ত ফল, চাল, দানাসহ রুটি, সীম জাতীয় সবজি ও অন্যান্য আঁশযুক্ত সবজি ও ফলমূল উৎকৃষ্ট। ফলের রসের মধ্যে প্রচুর চিনি থাকে, একটা কমলায় যেখানে মাত্র ৭০ ক্যালরি শক্তি আর প্রচুর আঁশ থাকে ১২ আউন্সের একটা অরেঞ্জ জুসের বোতলে প্রায় ১৬৫ ক্যালরি শক্তি থাকে, আঁশ মোটেই থাকে না। কাজেই কমলা খেয়ে প্রাকৃতিক উপায়ে প্রয়োজনীয় ক্যালরি পাওয়া সম্ভব। সোডা জাতীয় পানীয় শিশুদের জন্য ক্ষতিকর।ডা: লাষ্টিগ প্রথম দফা খাবার শেষ করার পর শিশুদের দ্বিতীয়বার খাবার দেয়ার ব্যাপারে সাবধান হতে বলেছেন। কারণ অনেক শিশু আছে যারা পেট ভর্তি খাবার নিমিষে খেয়ে আবার প্লেট বাড়িয়ে দেয়। এরকম অতিরিক্ত খাবার দেবার ব্যাপারে তিনি বাবা-মা-দের সতর্ক করে দেন। তিনি পরামর্শ দেন দ্বিতীয় বারের জন্য যদি শিশুকে খাবার দিতেই হয় তবে যেন তা ২০ মিনিট পরে দেয়া হয়, কারণ অন্ত্রের স্যাটাইটি হরমোন বা পরিতৃপ্তি হরমোন নামক এক ধরনের হরমোন নিঃসৃত হয় যা মস্তিষ্ককে বলে যে পাকস্থলী পূর্ণ আছে। এই খাবার প্রায় ২২ ফিট অন্ত্রের মধ্য দিয়ে পার হলে এ ধরনের হরমোন সংকেত মস্তিষ্ক পায় এবং তাতে প্রায় ২০ মিনিট সময় লাগে। এরপরও যদি কোন শিশু ২০ মিনিট পর খেতে চায় তাকে তখন খাবার দেয়া যায় কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা অন্য কোন খেলা বা কাজে মনযোগী হয়ে খাওয়ার কথা ভুলে যায়। স্থূলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধের আরেকটি হাতিয়ার হল ব্যায়াম। এটা শরীরে ইনসুলিনের মাত্রাকমিয়ে আনতে সহায়তা করে। কেবলমাত্র নিয়মিত ব্যায়ামই উপকারি। আর শিশুদের শুধু উৎসাহিত করা নয় বরং শিশুদের সাথে মা-বাবারও অংশগ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। আর ব্যায়াম হচ্ছে কর্টিসল নিঃসরণ কমানোর একমাত্র উৎকৃষ্ট উপায় যা ইনসুলিন নিঃসরণ বাড়িয়ে স্থূলতা ত্বরান্বিত করে। স্থূলতা কমাতে জীবনযাত্রার ধরণ পরিবর্তনই স্থূলতার বিরুদ্ধে প্রধান অস্ত্র। এটা সবচেয়ে সত্য, সহজ আর নিরাপদ পদ্ধতি।

হায়দরাবাদ গণধর্ষণে খতম ৪ অভিযুক্ত, পুলিসের প্রশংসায় প্রসেনজিত, দেব, নুসরত, মিমি

হায়দরাবাদ গণধর্ষণ কাণ্ড ও খুনের ঘটনায় পুলিসের গুলিতে নিকেশ হয়েছে ৪ অভিযুক্ত। হায়দরাবাদ পুলিসের এই পদক্ষেপের কথা জানার পরই দেশজুড়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া আসতে শুরু করেছে। তবে হায়দরাবাদ পুলিসের এই পদক্ষেপের প্রশংসা করেছে বলিউড থেকে শুরু করে টলিউডের বহু সেলেব। অনেকেই তেলেঙ্গালা পুলিসকে সাবাশি দিচ্ছেন।শুক্রবার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ঙ্খুজ্জ এর টুইট যুক্ত করে প্রসেনজিত চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, '''' পুলিসের ঘেরাটোপ থেকে অত ভোরে অভিযুক্তরা কীভাবে পালানোর চেষ্টা করছিল সেটা বুঝলাম না, তবে পুলিস যেটা করেছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়।''''হায়দরাবাদ পুলিসের প্রশংসা করে টুইট করেছেন টলিউডের সাংসদ অভিনেতা দেব। তিনি লিখেছেন, ''''হায়দরাবাদ পুলিসের জন্য শুভেচ্ছা রইল। এটার খুব প্রয়োজন ছিল।''''তেলেঙ্গানা পুলিসের এই পদক্ষেপের প্রশংসা করে সাংসদ অভিনেত্রী নুসরত জাহান লিখেছেন, ''''শেষপর্যন্ত বিচার হল, আইন-বিচার ব্যবস্থার কাউকে না কাউকে তো বিচার পাইয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নিতেই হবে। সকলে প্রতিবাদে গর্জে উঠেছেন। অপরাধীর বেঁচে থাকার অধিকার নেই।''''হায়দরাবাদ পুলিসকে কুর্নিশ জানিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের আরও এক সাংসদ অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী। তিনি লিখেছেন, ''''অবশেষে তোমার আত্মা শান্তি পাবে।'''' পাশাপাশি এনকাউন্টারের পর হায়দরাবাদ পুলিসকে নিয়ে সেখানকার বাসিন্দাদের সেলিব্রেশনের একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন মিমি।প্রসঙ্গত হায়দরাবাদ পুলিসের তরফে শুক্রবার জানানো হয়, এদিন কাকভোরে হায়দরাবাদ গণধর্ষণ এবং খুনের ঘটনা পুনর্নির্মাণের সময়ে পালানোর চেষ্টা করে অভিযুক্তরা। এরপরই তাদের ধাওয়া করে এনএইচ ৪৪ -এর উপর গুলি চালায় পুলিস। যেখানে তরুণীর দেহ মিলেছিল তার খুব কাছেই হয় এই এনকাউন্টার তেলাঙ্গানা এনকাউন্টারের পর গোটা দেশ থেকে বিভিন্ন ধরনের মন্তব আসতে শুরু করে। কেউ তেলাঙ্গানা পুলিসের নামে জয়ধ্বনি দিতে শুরু করেন আবার কেউ ওই ঘটনার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেন।

তাঁর চেহারা নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ'', কমেডিয়ানদের কড়া নিন্দা নেহার

নয়াদিল্লি: বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে ব্রেকআপের পর মঞ্চে গান গাইতে গাইতে কান্নায় ভেঙে পড়া। অডিশেন দিতে এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরে চুম্বনের চেষ্টা, সম্প্রতি এমন অনেক ঘটনাই শিরোনামে নিয়ে এসেছে নেহা কক্কর-কে। এবার আরও একবার নেহা আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। যার নেপথ্যে রয়েছে বলিউডের গায়িকাকে নিয়ে একটি বিনোদনমূলক চ্যানেলের হাসিঠাট্টা! গৌরব গেরা, কিকু সরদার মতো কৌতুক অভিনেতারা তাঁর শরীর ও মুখশ্রী নিয়ে হাসিঠাট্টা করেছেন বলে অভিযোগ নেহার।নেহার কক্কর নাম পরিবর্তন করে বলা হয় ''নেহা কঙ্কর''। এমনকি নেহার উচ্চতা কম থাকায় ওই চরিত্রের নাম রাখা হয় ''ছটু''। এমন বিনোদনেই চটেছেন বলিউড গায়িকা। সোশ্যাল মিডিয়ায় সরব নেহা লিখেছেন, ''এমন নেতিবাচক ও অপমানজনক কনটেন্ট সম্প্রচার দেখে লজ্জা হচ্ছে। যারা আমাকে চেনেন, তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন, আমাকে নিয়ে হওয়া হাসিঠাট্টাকে আমি প্রশয়ই দিই। তবে এটা নিন্দনীয়। আমার নাম নেওয়া বন্ধ কর। আমার গানে আনন্দ করা বন্ধ কর। অকৃতজ্ঞ মানুষ। আমার গান শুনতে শুনতে একে অপরের প্রমিক প্রেমিকা হয়েছ, অথচ সেই আমাকে নিয়ে এমন কুরুচিকর কথা কীভাবে লেখ? তোমাদের লজ্জা নেই...।''নেহাকে নিয়ে হওয়া ব্যঙ্গের সমালোচনা করে সরব হয়েছেন তাঁর ভাই টনি কক্কর। ইনস্টাগ্রামে ওই অনুষ্ঠানের ভিডিও পোস্ট করে টনি লিখেছেন, ''ছোট শহর থেকে লড়াই করে এত কিছু অর্জন করা মেয়েকে নিয়ে এমন ঠাট্টা, তামাশা, এতোটাই সম্মান কর তোমরা! আমার বোনের উচ্চতা কম হওয়ায় এমনিই অনেক সমস্যা পোহাতে হয়েছে তাঁকে। তোমরা কী আদৌ বোঝো, কারো শরীর নিয়ে এমন হাসি, তামাশা করা হলে তাঁর ওপর দিয়ে কী ঝড় বয়ে যায়''?

শুক্রবার আগরতলায় সংবিধান প্রণেতা ডা. বি আর আম্বেদকরের প্রয়াণ দিবস উপলক্ষ্যে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন বিধানসভার অধ্যক্ষ রেবতি মোহন দাস ও উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। ছবি- নিজস্ব।

ভারত-বাংলাদেশের পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে অন-অ্যারাইভাল ভিসা দিতে সম্মত দু'দেশ

মনির হোসেন,ঢাকা,ডিসেম্বর ০৬।। ভারত-বাংলাদেশের পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে অন-অ্যারাইভাল ভিসা দিতে সম্মত হয়েছে দুদেশ। এছাড়া দু'দেশের নৌপথের যোগাযোগেরক্ষে ত্র দীর্ঘদিনের সমস্যা সমাধানের আশ্বাস পেয়েছে ঢাকা ও দিল্লি। পণ্য পরিবহনেরক্ষে ত্র ট্রান্সশিপমেন্টের খরচ যৌক্তিক পর্যায়ে রাখার জন্য সম্মত হয়েছে দু'দেশ।

বাংলাদেশ ও ভারতের নৌ সচিব পর্যায়ে দু'দিনের বৈঠক শেষে বৃহস্পতিবার রাতে ঢাকার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে এসব তথ্য জানিয়েছেন দু'দেশের সচিবরা। বাংলাদেশের নৌসচিব মো. আবদুস সামাদ বলেন, বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে দু'দেশের নৌ যোগাযোগ আরও বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আমাদের দু'দেশের মধ্যে সড়ক ও রেলের তুলনায় নৌ যোগাযোগ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, নৌপথে চলাচল অনেক সাশ্রয়ী ও পরিবেশ সম্মত। নৌপ্রটোকল চুক্তির আওতায় রাজশাহী-পাকশী-ধুলিয়ান নৌপথ ব্যবহার করতে চাই জানিয়ে নৌ সচিব বলেন, এ নৌপথে কারিগরি কমিটি সমীার ভিত্তিতে খনন করবো।

আব্দুস সামাদ বলেন, চিলমারী-ডুবরি নৌপথে কম গভীরতার জাহাজ চলার বিষয়ে সম্মত হয়েছি। আত্রাই নদীর ভারতীয় অংশে ৪২ কিলোমিটার খননের বিষয়ে সচিব বলেন, আমরা নওগাঁ থেকে দিনাজপুর খনন করেছি। তাদের ওই ৪২ কিলোমিটার খনন করতে অনুরোধ জানিয়েছি। তারা সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে এ কাজটি করবেন। নৌ সচিব জানান, ভারতের জোগিগোপা ও বাংলাদেশের বাহাদুরাবাদ (জামালপুর) পোর্ট অব কলভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এর আগে চিলমারী পোর্ট অব কলভুক্ত করা হয়েছিল। এখন বাহাদুরাবাদ পোর্ট অব কলভুক্ত করায় ভারত ও ভুটান থেকে যেসব পণ্য উত্তরবঙ্গে আসবে, সেগুলো চিলমারী ও অন্য রুটের পণ্য বাহাদুরাবাদ আসতে পারবে। এতে নারায়ণগঞ্জ আসার খরচ কমে আসবে। নারায়ণগঞ্জ ও পানগাঁও পোর্ট ট্রান্সশিপমেন্ট পয়েন্ট নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে উল্লেখ করে আব্দুস সামাদ জানান, আমরা সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবো। নৌ প্রটোকল চুক্তির অধীনে ইছামতী নদী আনা হলে দু'দেশ লাভবান হবে। এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে এবং সমীা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। মুন্সিগঞ্জের সামিট অ্যালায়েন্স পোর্টকে এক্সটেনডেন্ট পোর্ট করার বিষয়ে সম্মত হয়েছি। সচিব জানান, জাহাজের নাবিকদের নির্দিষ্ট পরিচয়পত্রে কিউআর বারকোড ব্যবহার করার প্রস্তাব করেছি। তারা এ প্রস্তাবটি তাদের গৃহ মন্ত্রণালয়ে পাঠাবে।

বাংলাদেশের ক্রুদের ভারতীয় বন্দরে নামার অনুমতির বিষয়ে সচিব বলেন, বিদ্যমান নিয়ম অনুযায়ী চলবে। বর্তমানে জরুরি প্রয়োজনে দুই-তিনজন ক্রু নেমে প্রয়োজনীয় ওষুধ ও নিত্যপণ্য কিনতে পারে। তবে যেহেতু নিরাপত্তার বিষয় আছে, তাই আমরা পরিচয়পত্রে কিউআর কোড ব্যবহারের প্রস্তাব করেছি। বিষয়টি ভারতের গৃহ মন্ত্রণালয়ের বিষয়। বাংলাদেশের জাহাজের ক্রুদের বিনোদনের জন্য একটি ড্রপ ইন সেন্টারের সুবিধা তৈরি করার অনুরোধে ভারত ব্যবস্থা নেবে বলে জানিয়েছে। চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর ব্যবহার সংক্রান্ত চুক্তির ৬ (১) ধারায় নাকুগাঁও ও ডালু স্থলবন্দরকে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। এতে ভারতের অসম ও ভুটান থেকে এ রুটে পণ্য আসতে পারবে। চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর ব্যবহার করে ভারতীয় পণ্য আনা-নেওয়ার বিষয়ে সচিব বলেন, বাংলাদেশ ও ভারত গ্যাটের স্বারকারী হিসেবে ট্রান্সশিপমেন্ট পণ্যের ওপর কাস্টমস প্রযোজ্য নয়। তবে অপারেশনাল ও সার্ভিস চার্জ প্রযোজ্য। মোংলা ও চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারে বিদ্যমান স্ব স্ব ট্যারিফ সিডিউল অনুযায়ী চার্জ আদায় করা হবে। সড়ক পরিবহনের আইন অনুযায়ী সড়ক চার্জ হবে।

তবে সব চার্জই যৌক্তিক ও বাস্তবভিত্তিক হবে। এ চুক্তির আওতায় ই-লক ব্যবহার হবে। অর্থাৎ ভারত থেকে কোনো পণ্য চট্টগ্রাম বন্দরে আসার পর কাস্টমস সেটিকে ই-লক করবে। ওই পণ্য আখাউড়া দিয়ে গেলে সেই বন্দরে ই-লক খুলে দেবে। এছাড়া এসব পণ্য আখাউড়া বা অন্য বন্দরে যেখানে যাক না কেন বাংলাদেশের ট্রাক-টেইলর বা নৌযান ব্যবহার করবে।

ট্রান্সশিপমেন্টের পণ্যের খরচ সম্পর্কে সচিব বলেন, বিদ্যমান ট্যারিফ সিডিউল অনুযায়ী চট্টগ্রাম বন্দর তাদের ট্যারিফ, সড়ক পরিবহন তাদের ট্যারিফ আদায় করবে। আমাদের বন্দরে আসা নৌযানের জন্য যে চার্জ দিতে হয়, ভারতের চার্জ এর চেয়ে কম হতো না। তবে ভারতীয় পণ্য যখন যাবে তখন কোন রুটে, কোন পয়েন্টে কত চার্জ পড়বে তা জানা যাবে। জানুয়ারিতে ভারত ট্রায়াল রান করে দেখবে কোনো সমস্যা আছে কিনা। ভারত থেকে পণ্য চট্টগ্রাম এসে যেসব রুটে রয়েছে সেগুলোতে যাবে। পর্যটকদের অন অ্যারাইভাল ভিসার বিষয়ে বাংলাদেশের নৌ সচিব বলেন, দু'দেশের পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে অন-অ্যারাইভাল ভিসা দরকার। আমরা প্রস্তাব করেছি। ভারতের নৌসচিব সম্মত হয়েছে। তবে দু'দেশের গৃহ মন্ত্রণালয়কে আমরা জানাবো যাতে পর্যটকদের এ ভিসা দিতে পারি। দু'দেশের মধ্যে আলোচনা খুবই আন্তরিক ও ফলপ্রসু হয়েছে উল্লেখ করে ভারতের নৌ সচিব গোপাল কৃষ্ণ বলেন, বিগত চার বছরে তিনটি চুক্তি হয়েছে। আমরা নৌ যোগাযোগ বাড়ানোরক্ষে ত্র খুবই দ্রুত এগিয়েছি। নৌ-যোগাযোগেরক্ষে ত্র বাংলাদেশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও নেতৃত্বের পর্যায়ে রয়েছে। বৈঠকে যেসব বিষয়ে আলোচনা হয়েছে তা দু'দেশই যৌক্তিকভাবে বিবেচনা করবে জানিয়ে তিনি বলেন, আলোচনায় আমরা খুবই সন্তুষ্ট। চার্জ নিয়ম অনুযায়ী হবে। আমরা দুটি ট্রায়াল রান করবো। প্রথমটি জানুয়ারিতে। এর পরই দ্রুততার সঙ্গে চালু করতে চাই। এর সুবিধা জনগণ পাবে। সেজন্য দু'দেশই একসঙ্গে কাজ করবে। ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক খুবই ভালো এবং আরও শক্তিশালী হবে।

এবার ফ্লোরিডায় নৌ ঘাঁটিতে বন্দুকবাজের হামলা, পাঁচজন গুলিবিদ্ধ

ফ্লোরিডা, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : পার্ল হারবারের (হাওয়াই) ঐতিহাসিক মিলিটারি ঘাঁটিতে নাবিকের (বন্দুকবাজ) গুলি চালনার ঘটনার রেশ এখনও কাটেনি উ এর মধ্যে ফের আমেরিকার নৌ ঘাঁটিতে বন্দুকবাজের হামলার ঘটনা ঘটেছে। শুক্রবার আমেরিকার ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের পেনসাকোলায় একটি নৌ ঘাঁটিতে বন্দুকবজের হামলায় অন্তত পাঁচজন গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হয়েছেন। তাদের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এদিকে হামলাকারী পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। গতবুধবার দুপুর ২.৩০

ছয়ের পাতায়

বাংলাদেশের কুড়িগ্রামের আলগা সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে ভারতীয় যুবক নিহত

মনির হোসেন,ঢাকা,ডিসেম্বর ০৬।। অবৈধভাবে বাংলাদেশে প্রবেশ করে আবার একইভাবে নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার সময় ভারতীয় সীমান্তরী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে এক ভারতীয় যুবক নিহত হয়েছেন। নিহত ভারতীয় যুবকের নাম সবুর মিয়া (৩১)। তিনি ভারতের অসম রাজ্যের সিংগিমারীর সুখচর থানার শান্তিপুর গ্রামের মৃত মুনছুর ভূইয়ার ছেলে।

শুক্রবার সকাল ৭টার দিকে বাংলাদেশের কুড়িগ্রামের উলিপুর উপজেলার সাহেবের আলগা সীমান্তে এ ঘটনা ঘটে। সাহেবের আলগা বর্ডার আউট পোস্ট (বিওপি) এলাকায় আন্তর্জাতিক পিলারের (১০৫২-২-এস) কাছে ওই যুবক গুলিবিদ্ধ হন। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) ৩৫ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল এসএম আজাদ বলেন, শুক্রবার সকালে সাহেবের আলগা সীমান্তের ডিগ্রিরচরের চুলকানির খাল এলাকা দিয়ে অবৈধভাবে ভারতীয় সীমান্তে প্রবেশ করছিলেন ভারতীয় ওই যুবক। এ সময় জিরো লাইনের দেড়শ গজ ভারতীয় অংশে কাঁটাতারের কাছে পৌঁছালে তাকে ল্য করে গুলি ছোড়ে বিএসএফ। এতে ওই ভারতীয় যুবক গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। পরে বিএসএফ সদস্যরা তার মরদেহ নিয়ে যায়। লে. কর্নেল এসএম আজাদ আরও বলেন, নিহত ব্যক্তি ভারতীয় বলে জানতে পেরেছি। জিরো লাইন থেকে দেড়শ গজ দূরে ভারতীয় অংশে কাঁটাতারের কাছে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন তিনি। এ নিয়ে বিএসএফের সঙ্গে পতাকা বৈঠক হবে। স্থানীয়রা জানায়, নিহত ব্যক্তি গরু ব্যবসার লেনদেন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে অবৈধভাবে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশে এসেছিলেন। পরে একই পথে ভারতে ফেরার সময় তাকে বাংলাদেশি ভেবে বিএসএফ গুলি করে। দীর্ঘণ সীমান্তে মরদেহ পড়ে থাকার পর সকাল সাড়ে ১০টার দিকে নিয়ে যায় বিএসএফ।

আইন হাতে তুলে নেওয়া ঠিক নয় এনকাউন্টার ইস্যুতে মন্তব্য মমতার

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর (হি.স): আইন হাতে তুলে নিয়ে নয়, কড়া আইনের মাধ্যমেই ধর্ষকদের সাজা দেওয়া উচিত বলে হায়দরাবাদ এনকাউন্টার ইস্যুতে শুক্রবার এমন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন কলকাতার মেয়ো রোডে সংহতি দিবস পালন করে তৃণমূল কংগ্রেস। সেখানেই বক্তব্যের শুরুতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্ষণের সাজা নিয়ে আরও কঠোর আইনের দাবি তোলেন। বলেন, দ্রুত বিচার করে চার্জশিট পেশ করে সাজা দেওয়া উচিত। একই সঙ্গে তিনি জানান, হায়দরাবাদে যে এনকাউন্টার হয়েছে তাতে ধর্ষণে অভিযুক্তদের দেহ ময়নাতদন্তের পরে তিনি এনিয়ে মন্তব্য করবেন।

শুক্রবার মেয়ো রোডে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, নারীদের ওপর যে কোনও ধরনের অত্যাচার তিনি সহ্য করেন না। আবার আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়াকেও সমর্থন করেন না। একই সঙ্গে পুলিশের প্রতি নির্দেশ, এই ধরনের ঘটনায় সাত থেকে ১০ দিনের মধ্যে চার্জশিট দিতে হবে। কাগজপত্র জোগাড় করতে হবে।' পুলিশি গাফিলতির অভিযোগ উঠলেও সরকার যে কড়া হাতে তার মোকাবিলা করবে, সেই বার্তাও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'এটা জরুরি অবস্থা হিসেবে দেখতে হবে। যে করবে না, তার বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেওয়া হবে।'উন্নাও ধর্ষণকাণ্ডে নির্যাতিতাকে পুড়িয়ে হত্যার চেষ্টার ঘটনা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। এই প্রসঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমি কোনও মহিলার উপর অত্যাচার সহ্য করি না। হায়দরাবাদ ও উন্নাওয়ের ঘটনা আমাকে নাড়া দিয়েছে। উন্নাওয়ের কেসটা জানত সবাই। তার পরেও কী ভাবে তাঁকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা হল।' একই সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশ্ন, 'উন্নাওয়ের মেয়েটি সুরক্ষা পায়নি কেন ? তিনি বলেন, আইন মেনে কাজ করতে হবে। এটা আইন নয়, যে আইনকে আমি নিজের হাতে তুলে নিলাম। আইন এটাই, পুলিশ তার কাজ করবে, আদালতে পেশ করবে। বিচারক বিচারকের কাজ করবেন।'

দক্ষিণ দিনাজপুরে একটি ধর্ষণকাণ্ডে ৭২ ঘণ্টার মধ্যেই চার্জশিট দিয়েছিল পুলিশ। এ দিন সেই উদাহরণ টেনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'কখনও কখনও কিছু ঘটে যায়। আমরা সমর্থন করি না। কিন্তু আইনকেও শক্তিশালী হওয়া উচিত। আমরা সরকারে আসার পর দক্ষিণ দিনাজপুরে ধর্ষণ কাণ্ডে তিন দিনে চার্জশিট দিয়েছিলাম।'

এদিন তিনি বলেন, দ্রুত বিচারের জন্য পশ্চিমবঙ্গে ৮৫টি ফাস্টট্র্যাক কোর্ট রয়েছে। বিচার ব্যবস্থায় গতি আনা দরকার। দ্রুত চার্জশিট পেশ করে আদালতে অভিযুক্তদের বিচার হওয়া দরকার। কোথাও আইন হাতে তুলে নেওয়া ঠিক হবে না। আদালতের মাধ্যমেই দোষিদের সাজা দেওয়া উচিত। সম্প্রতি মালদায় ধর্ষণের পরে নির্যাতিতাকে পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনায় ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে বলেও জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

গত ২৭ নভেম্বর হায়দরাবাদের সামশাবাদ এলাকায় তরুণী চিকিৎসককে গণধর্ষণ করে খুন করা হয়। শুক্রবার ভোরে অভিযুক্ত চার জন পালানোর চেষ্টা করলে এনকাউন্টারে তাঁদের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। সেই খবরে তোলপাড় সারা দেশ। উঠে আসছে পক্ষে-বিপক্ষে নানা মত। শুক্রবার বি আর অম্বেডকরের মৃত্যু বার্ষীকিতে মেয়ো রোডের একটি অনুষ্ঠান যোগ দিয়ে সেইই ঘটনা নিয়েই মুখ খোলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

অসম : মানকাচরের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে ধরাশায়ী গরু পাচারকারী

মানকাচর (অসম), ৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : আন্তর্জাতিক সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ার কাছে এক গরু পাচারকারীকে গুলি করে ধরাশায়ী করেছে বিএসএফ। ঘটনা শুক্রবার ভোররাতে নিম্ন অসমের দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলার সদর হাটশিঙিমারি থেকে প্রায় চার কিলোমিটার দূরে আসামের-আলগা বিএসএফ ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায় সংঘটিত হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সীমান্তবর্তী এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে।

দক্ষিণ শালমারা থানান্তর্গত খারুয়াবান্ধা পুলিশ ফাঁড়ির ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী আসামের-আলগা বিএসএফ ক্যাম্প এলাকার ১০৫২-২ এসএস নম্বর সীমান্তখুঁটির কাছে এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। পুলিশ সূত্রে প্রকাশ, জেলার সুখচর থানা এলাকার চরকাঁসারিপাড়া-শান্তিপুর গ্রামের জনৈক মনসব ভুইয়াঁর বছর ২৫-এর ছেলে আব্দুল সবুর নামের যুবক নদী সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে গরু পাচার করে ভোররাতে তার ঘরে ফিরছিল। দা এবং সরঞ্জাম দিয়ে কাঁটাতারের বেড়া কেটে বাংলাদেশ থেকে এ-পাড়ে আসার চেষ্টা করছিল সে। ভোর তখন প্রায় চারটা। আব্দুল যখন কাঁটাতারের বেড়া কাটছিল তখন সীমান্তে টহলদারী বিএসএফ-এর জওয়ানরা তাকে তাড়ানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু বিএসএফকে তোয়াক্কা না করে সে ওপার থেকে সমানে কাঁটাতারের বেড়া কাটছিল। তখন বিএসএফ ল্যাথেল গুলি চালায়। গুলি চালানোয় আব্দুল সবুর নাকি উদ্যত দা নিয়ে বিএসএফ-এর দিকে তেড়ে আসার চেষ্টা করে। বিএসএফ গুলি চালায়। গুলিবিদ্ধ হয়ে ধরাশায়ী হয়ে ঘটনাস্থলেই সে প্রাণত্যাগ করে।

ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী কর্তৃপক্ষ জেলার পুলিশ সুপার কঙ্কনজ্যোতি শইকিয়াকে বিষয়টি অবগত করেন। খবর পেয়ে জেলা পুলিশের অন্য পদস্থ আধিকারিক এবং খারুয়াবান্ধা ফাঁড়ির ইনচার্জ সুদীপ্ত চৌধুরী-সহ দলবল নিয়ে পুলিশ সুপার সকাল প্রায় আটটা নাগাদ ঘটনাস্থলে যান। ছুটে যান প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেট দীপঙ্কর নাথ এবং বিএসএফ-এর শীর্ষ আধিকারিকরা। তাঁদের সকলের সামনে কাঁটাতারের বেড়ার ওপার থেকে আব্দুলের মৃতদেহ উদ্ধার করেন বিএসএফ-এর জওয়ানরা। পরে দা ও কাঁটাতারের বেড়া কাটার সরঞ্জাম-সহ মৃতদেহটি খারুয়াবান্ধা পুলিশের হাতে সমঝে দেওয়া হয়েছে।

খারুয়াবান্ধা পুলিশ আব্দুল সবুরের মৃতদেহটি হেফাজতে নিয়ে ময়না তদন্তের জন্য ধুবড়ি অসামরিক হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছে। এদিকে, বিএসএফ-এর পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে এক মামলা রুজু করে যে রাইফেল দিয়ে গুলি ছোঁড়া হয়েছিল তা পুলিশের কাছে সমঝে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। ঘটনারপর স্থানীয় একাংশ দাবি করছেন, আব্দুল সবুর একজন সাধারণ নাগরিক, নিরীহ যুবক। গরুর ঘাস কাটতে নাকি সীমান্তে সে গিয়েছিল। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, রাতের অন্ধকারে নিজের গ্রাম ছেড়ে প্রায় চার কিলোমিটার দূরে ঘাস কাটতে যাওয়ার কারণ কী? তবে প্রকৃত ঘটনা পুলিশি তদন্তের পরই জানা যাবে বলে মনে করছেন বেশিরভাগ জনতা।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত ১৫ নভেম্বরও এই একই স্থানে কানাইমারা গ্রামের আশ্রাফুল ইসলাম (৩২) নামের এক গরু পাচারকারী বিএসএফ-এর গুলিতে মারা গিয়েছিল। সেদিন সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ার ওপর দিয়ে ঢেকির সাহায্যে বাংলাদেশে গরু পাচার করার সময় বিএসএফ তাদের বাধা দিয়েছিল। বাধা পেয়ে উলটে বিএসএফ-এর ওপর হামলা চালালে প্রত্যুত্তরে গুলি চালিয়েছিলেন জওয়ানরা। গুলিতে এক পাচারকারী নিহত হয়েছিল।

রাষ্ট্রপতিকে চিঠি লিখে দোষীদের প্রাণভিক্ষার আবেদন খারিজের অনুরোধ নির্ভয়ার বাবা-মায়ের

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের কাছে চিঠি লিখে দোষীদের প্রাণভিক্ষার আবেদন খারিজ করার অনুরোধ করলেন নির্ভয়ার বাবা-মা। তাঁরা জানিয়েছেন, মৃত্যুদণ্ড এড়াতে দোষী মরিয়া প্রচেষ্টা করছে। প্রাণভিক্ষার আবেদন গৃহীত হলে বিচারব্যবস্থার ওপর থেকেই বিশ্বাস ও ভরসা উঠে যাবে। তাঁরা আরও জানান, ঘটনার জেরে অসহনীয় মানসিক আঘাত, বেদনা ও যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে। বিচারের প্রতিক্ষা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে চলেছে।

নির্ভয়া গণধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডে ফাঁসির সাজাপ্রাপ্ত ৪ অপরাধী বর্তমানে তিহাড় জেলে বন্দি। ২০১৭ সালে বিনয়ের মৃত্যুদণ্ড লাঘবের আবেদন খারিজ করে সুপ্রিম কোর্ট। এরপর একে একে দিল্লি সরকার ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে প্রাণ ভিক্ষার আবেদন জানায় অন্যতম ফাঁসির আসামি বিনয় শর্মা। আগেই দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরীবালের নেতৃত্বাধীন দিল্লি সরকারও বিনয়ের প্রাণভিক্ষার আবেদন খারিজ করেছে। হায়দরাবাদে এক পশু চিকিতসকে গণধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় প্রতিবাদের আবহের মধ্যেই দিল্লির নির্ভয়াকাণ্ডের ফাঁসির সাজাপ্রাপ্ত ওই আসামির প্রাণভিক্ষার আরজির খবর সামনে আসে। যদিও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক আবেদনের ফাইল খারিজ করে তা রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে উ ফাঁসি রুখতে এখন একমাত্র পথ হল রাষ্ট্রপতির শরণাপন্ন হওয়া।

তবে রাষ্ট্রপতির দোষীদের প্রাণভিক্ষার আবেদন খারিজ করার অনুরোধ করেলেন নির্ভয়ার বাবা-মা। নির্ভয়ার মা আশাদেবী বলেন, বিচারের আশায় গত সাত বছর ধরে আমি প্রত্যেক দুয়ারে ঘুরে বেরাচ্ছি। আমি দেশের বিচারব্যবস্থা এবং সরকারের কাছে আবেদন রাখতে চাইছি, নির্ভয়ার ভয়াবহ পরিণতি যারা করেছে, তাদের যত দ্রুত সম্ভব ফাঁসিতে ঝোলানো উচিত।

উল্লেখ্য, ২০১২ সালের ১৬ ডিসেম্বর রাতে দিল্লিতে চলন্ত বাসের ভিতরে ২৩ বছর বয়সী প্যারামেডিক্যাল ছাত্রীকে গণধর্ষণ ও হত্যা করে ছয় দুষ্কৃতী। বিচারে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরে তাদের মধ্যে পাঁচ জনকে ফাঁসির আদেশ জারি করে আদালত। এক দুষ্কৃতী নাবালক হওয়ার কারণে ২ মাস জুভেনাইল হোমে বন্দি থাকার পরে মুক্তি পায়। বাকি পাঁচ জনের মধ্যে প্রধান অভিযুক্ত রাম সিং জেলের ভিতরে আত্মহত্যা করে। ২০১৮ সালের জুলাই মাসে গণধর্ষণ ও হত্যায় দোষী সাব্যস্ত হওয়া মুকেশ, পবন গুপ্তা, বিনয় শর্মা ও অক্ষয় কুমার সিংয়ের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। ওই চার জনের তরফে ফাঁসির পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আবেদন গত মে মাসে নাকচ করে শীর্ষ আদালত। ফাঁসি রুখতে এখন তাদের একমাত্র পথ হল রাষ্ট্রপতির শরণাপন্ন হওয়া।

ধর্ষনের অভিযুক্তদের এনকাউন্টারের খবর ছড়িয়ে পরতেই মিষ্টি বিলি বীরভূম জুড়ে

সিউড়ি, ৬ ডিসেম্বর (হি. স.) : হায়দারাবাদের পশু চিকিৎসক ধর্ষণ কাণ্ডের অভিযুক্তদের এনকাউন্টারে মৃত্যুর ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই দেশজুড়েই কার্যত উৎসবের আকার দেখা যায়, সোশ্যাল মিডিয়ার প্রাচীর ভরে ওঠে শুভেচ্ছা বার্তায়। একই চিত্র ছিল জেলা সদরেও। শুক্রবার সকালে সিউড়ি হাটজনবাজার এলাকার মহিলারা স্থানীয় কাউন্সিলর খিতেন দাসকে সঙ্গে নিয়ে পথ চলতি মানুষকে মিষ্টি মুখ করান, এমনকি রাস্তায় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে থাকা পুলিশ কর্মী ও সিভিক ভলেন্টিয়ারকেও মিষ্টি খাওয়ানো হয়। একই চিত্র ছিল বীরভূম মহাবিদ্যালয় কলেজেও। সেখানেও পড়ুয়ারা ওই পশু চিকিৎসকের আত্মার শান্তি কামনায় কিছুক্ষণ নিরবতা পালন করেন। এরপরেই তাঁরা ওই এনকাউন্টারে অভিযুক্তদের মৃত্যুর ঘটনার খুশিতে একে অপরকে মিষ্টি মুখ করানো হয়।

তবে মিষ্টি মুখ বাজি পোড়ানোর মাধ্যমে নিজেদের আনন্দের বর্হিপ্রকাশ না হলেও, এদিন জেলা সদরের চায়ের দোকান থেকে পাড়ার মোড় সর্বত্রই ওই বিষয় নিয়েই আলোচনা হয় এবং সকলেই তেলেঙ্গানা পুলিশকে কুর্নিশ জানান। সকলেই একটাই কথা বলেন, কিভাবে মৃত্যু হয়েছে সেটা বড় ব্যাপার নয়, দোষীরা শাস্তি পেয়েছে এটাই বড় ব্যাপার। এই নিয়ে শহরের যুবক যুবতিরা যেমন সমর্থন করছেন। কিন্তু অনেকেই মানুষের এই উচ্ছাসকে সমর্থন করেন নি। নাম প্রকাশ্যে অনেকেই বলেছেন,'এই ঘটনার ফলে যেমন ধর্ষকরা দ্রূত শাস্তি পেয়েছে সেটা যেমন ঠিক। কিন্তু এই ধরনের ঘটনার পুনারবৃত্তি হলে মানুষ আবারও অভিযুক্তদের এনকাউন্টারের দাবি তুলবেন। তার থেকে কোন আলাদাভাবে আইন করে, ধর্ষনের ঘটনায় দ্রূত তদন্ত প্রক্রিয়া শেষ করে তাঁদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত।'

এনকাউন্টারের তত্ত্বটাই বিশ্বাসযোগ্য নয় : অশোক গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর (হি.স): তেলঙ্গানার এনকাউন্টারকে সমর্থন করেন না বলে শুক্রবার নিজের অবস্থান স্পস্ট করলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অশোক গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি বলেন,'আমি বলছি না, ওই চারজন যে কাজটা করেছেন তাঁরা খুব ভাল কাজ করেছেন। সেটাও জঘন্যতম অপরাধ।' তাঁর মতে পাল্টা পুলিশের এ ধরনের কাজকে আমি কোনও ভাবে সমর্থন করি না। এটা সম্পূর্ণ ভাবে সংবিধান বিরোধী, মানবতা বিরোধী, মানবাধিকার বিরোধী। সর্বোপরি আইনের যে শাসন আছে তারও বিরোধী'।

লোকসভায় জয়া বচ্চন, মিমি চক্রবর্তীদের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে অশোক গঙ্গোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'আইন প্রণেতারা আইনসভায় দাঁড়িয়ে বিচার বহির্ভূত হত্যার সপক্ষে কথা বলছেন, এটা ঠিক নয়। এটা মারাত্মক একটা ইঙ্গিত বহন করছে। এর ফলে মানুষের আইন এবং বিচার ব্যবস্থার প্রতি যে বিশ্বাস রয়েছে, তা ভেঙে যাচ্ছে। সেই প্রতিষ্ঠান রক্ষা করার দায়িত্ব তাঁদের। পাশাপাশি আমাদের সবার তা রক্ষা করার দায়িত্ব।'

তাঁর মতে, 'আসলে মানুষের মধ্যে অসহিষ্ণুতা বাড়ছে। মানুষ কোনও কিছু হলেই সঙ্গে সঙ্গে ফল চায়। নির্ভয়ার মা তাঁর জায়গা থেকে হয়তো বলছেন অপরাধী সাজা পায়নি। তবে সেটা পুরোপুরি ঠিক নয়। সাজা ঘোষণা হয়েছে। কিন্তু তা এখনও কার্যকর হয়নি এটা ঠিক। কিন্তু তার কারণ আছে। অনেক পদ্ধতি মানতে হয়। তবে এটা ঠিক যে আমাদের বিচার ব্যবস্থায় দীর্ঘসূত্রিতা রয়েছে। সেখান থেকে মানুষ অস্থির হয়ে যান।'

তিনি বিচার ব্যবস্থায় দীর্ঘসূত্রিতার পিছনে কেন্দ্রীয় সরকারকেই দায়ী করেছেন। বলেন, 'এই দীর্ঘসূত্রিতার পিছনে রয়েছে সরকারের উদাসীনতা। সেই সঙ্গে গোটা বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে যাঁরা যুক্ত, তাঁরাও সেই দায় এড়াতে পারেন না। তাঁদের আরও সক্রিয় হতে হবে। মানুষকে বিচার পাওয়াতে হবে।' তিনি আজ আইনজীবীদের এক হাত নেন। বলেন, 'যে সমস্ত আইনজীবী কারণে অকারণে কর্মবিরতি পালন করার বা হরতাল করার কথা ভাবেন, তাঁদের সেই প্রবণতা বন্ধ করতে হবে। তাঁদেরকে বুঝতে হবে আইন প্রক্রিয়ার গুরুত্ব। সবাইকে সচেতন হতে হবে। তবেই এই দীর্ঘসূত্রিতা বন্ধ হবে।'

তিনি হায়দ্রাবাদের এনকাউন্টারের ঘটনাকে "সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক এবং অমানবিক" বলে বর্ননা করেন। বলেন,'অপরাধ জঘন্যতম হলেও যে ভাবে তার প্রতিকার করা হল সেটা এক দমই সঠিক পথ নয়। রাষ্ট্র কখনও এ ধরনের হত্যাকে সহায়তা বা সমর্থন করতে পারে না। রাষ্ট্রকে বুঝতে হবে যে, সরকার তৈরি হয়েছে সংবিধানের প্রতি আস্থাশীল হওয়ার শপথ নিয়ে। সরকার তৈরি হওয়ার পর আমি সব ভুলে গেলাম আর এসব কাজে মদত দিলাম, এ চলতে পারে না।'

প্রাক্তন বিচারপতির মতে, "এর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে হবে। প্রথমত এই ধরনের অপরাধ রুখতে হবে। যদি কোনও ভাবে এই ধরনের জঘন্য অপরাধ ঘটেও তা হলে দ্রুত অপরাধীকে গ্রেফতার করতে হবে। সেই সঙ্গে খুব দ্রুত বিচার প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে। পুলিশ আজকের ঘটনা নিয়ে যে ব্যাখ্যা দিচ্ছে তা কি আদৌ

ছয়ের পাতায়

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা মহিলা আইটিআই ইন্দ্রনগরের সকল উত্তীর্ন প্রশিক্ষমার্থীদের জানানো যাচ্ছে যে, ভর্তির সময় **Call Deposite** আকারে জমাকৃত **Caution money** কোর্স সমাপ্ত হবার পরেও (২০১৪ ইং থেকে ২০১৭ ইং পর্যন্ত) যে সকল প্রশিক্ষণার্থীরা তা সংগ্রহ করেন নি, আগামী ২০/১২/২০১৯ ইং তারিখের মধ্যে **NTC/PNTC** এবং সচিত্র পরিচয় পত্র সহকারে অফিস খোলার দিনগুলিতে সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১.৩০ মি এর মধ্যে সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরে উল্লেখিত তারিখের পরিবর্তী কালে সেগুলি সরকারি কোষাগারে জমাকৃত হয়ে যাবে এবং কর্তৃপক্ষ সেগুলি ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে না।

স্বাক্ষর অস্পষ্ট
অধ্যক্ষ
মহিলা আইটিআই
ইন্দ্রনগর, আগরতলা

ICA/D/1373/19-20

রাজ্যে গণবন্টন ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে ই-পিডিএস ব্যবস্থা চালু হয়েছে: খাদ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।। খাদ্যমন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব আজ সন্ধ্যায় রাজ্য অতিথিশালা সোনারতরীতে সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের কাছে খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের সাফল্যের কথা তুলে ধরেন। বর্তমান সরকারের বিগত ২০ মাসের সাফল্যের কথা বলতে গিয়ে খাদ্যমন্ত্রী জানান, গণবন্টন ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের মাধ্যমে প্রকৃত সুবিধাভোগীদের কাছে তাদের বরাদ্দকৃত সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ই-পিডিএস ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। এই ব্যবস্থায় রাজ্যের সমস্ত ন্যায্যমূল্যের দোকানে পয়েন্ট অব সেল মেশিনের মাধ্যমে অনলাইন আধারভিত্তিক বন্টন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ভারত সরকার কর্তক নির্ধারিত সময়ের লক্ষ্যমাত্রার আগেই রাজ্য সরকার এই কাজে সফল হয়েছে। বর্তমানে রাজ্যের ১৮১০টি ন্যায্যমূল্যের দোকানেই পয়েন্ট অব সেল মেশিনের সাহায্যে রেশন সামগ্রী বন্টন ব্যবস্থা কার্যকর হয়েছে। যদিও এর মধ্যে প্রত্যন্ত ২৭টি দোকানে যথোপযুক্ত নেট কানেকটিভিটির সমস্যার জন্য পয়েন্ট অব সেল মেশিন অফলাইন ব্যবস্থায় চালু আছে। এখানে উল্লেখ্য, বিগত নভেম্বর মাসে গণবন্টন ব্যবস্থায় ৯৫ শতাংশ খাদ্যশস্য আধারভিত্তিক প্রমাণিকীকরণের মাধ্যমে সরবরাহ করে ত্রিপুরা সারা দেশের মধ্যে নজির সৃষ্টি করেছে। অধিকমাত্রায় এই আধারভিত্তিক বিক্রয়ের কারণে রেশন সামগ্রী যথাযথ সুবিধাভোগীর হাতে পৌঁছানো নিশ্চিত করা গেছে, যাতে শুধুমাত্র নভেম্বর মাসেই ৬৫০ মেট্রিকটন চাল সঞ্চয় করা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে ই-পিডিএস ব্যবস্থায় এফ সি আই ডিপো থেকে রাজ্য সরকারের নিজস্ব গুদাম হয়ে রেশনশপ পর্যন্ত সামগ্রী পৌঁছানোর পুরো প্রক্রিয়াটি একটি সামগ্রিক কম্পিউটারাইজড ব্যবস্থায় নিয়তি হয়।

খাদ্যমন্ত্রী শ্রীদেব রেশনকার্ড পোর্টাবিলিটি সম্পর্কে বলতে গিয়ে জানান, ভারত সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী আমাদের রাজ্যে চলতি ডিসেম্বর মাস থেকে গণবন্টন ব্যবস্থায় পোর্টাবিলিটির সুবিধা চালু করা হয়েছে। এর ফলে ভোক্তাগণ তাদের সুবিধা অনুযায়ী নিজ নিজ রেশন দোকান ছাড়াও প্রয়োজন মতো রাজ্যের যে কোনও রেশন দোকান থেকে প্রতিমাসের বরাদ্দ রেশন সামগ্রী সংগ্রহ করতে পারবেন। এর জন্য ভোক্তাদেরকে তাদের আধার নম্বর অথবা রেশনকার্ড নম্বর সঙ্গে রাখতে হবে। এই নতুন পোর্টাবিলিটি ব্যবস্থায় ভোক্তাগণ যে কোনও রেশন দোকান থেকে আপাতত: চাল, চিনি, ডাল ও লবণ সংগ্রহ করতে পারবেন। ভারত সরকার ঘোষিত এক দেশ এক কার্ড প্রকল্প ২০২০ সাল থেকে চালু হলে এবং ত্রিপুরায়ও এই ব্যবস্থা লাগু হলে রাজ্যবাসীও এই প্রক্রিয়ায় অন্য কোনও রাজ্য থেকে রেশন তুলতে পারবেন।

খাদ্যমন্ত্রী বলেন, ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে কৃষকদের থেকে ধান ক্রয়ে রাজ্য সরকার কৃষি ও কৃষকদের উন্নতির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচির মধ্যে একটি অন্যতম অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র হচ্ছে কৃষি। ২০২২ সালের মধ্যে রাজ্যের কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার বিগত খারিফ মরশুমে (২০১৮-১৯) প্রথমবারের মতো ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ১৭৫০ টাকা কুইন্টাল দরে মোট ১০,৪০৬ মেট্রিক টন ধান তাদের কাছ থেকে সরাসরি ক্রয় করে। পরবর্তী সময়ে রবি মরশুমে (২০১৯-২০) রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমায় ৮,৬২৩ জন কৃষকের কাছ থেকে মোট ১৬,৮৭০ মেট্রিক টন ধান ক্রয় করা হয়েছে। আগামী খারিফ মরশুমে (২০১৯-২০) এই ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে ন্যূনতম ৩০ হাজার মেট্রিক টন। ১৮১৫ টাকা প্রতি কুইন্টাল সহায়ক মূল্যে এই কর্মসূচি ভারতীয় খাদ্য নিগমের সাথে যৌথভাবে নির্বাহ করা হবে। সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয়ের এই প্রক্রিয়া আগামী বছরগুলিতেও জারি থাকবে।

তিনি বলেন, আই ও সি এল কর্তক সেকেরকোট রেল স্টেশনের কাছে ২৫০০০ কিলোলিটার ধারণ ক্ষমতা বিশিষ্ট (যা ন্যনতম দুই মাসে রাজ্যের চাহিদা পূরণে সক্ষম) একটি রেল-ফেড ডিপোর কাজ অতি শীঘ্রই শুরু হতে যাচ্ছে। এই প্রকল্পে নতুন করে প্রায় ৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ হবে।

তিনি বলেন, সম্পতি পেঁয়াজ সহ কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে দপ্তর বাজারের উপর নজরদারিতে গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং সেই মোতাবেক রাজ্যের সকল মহকুমা শাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে এনফোর্সমেন্ট টিম তৈরী করে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মজত ও দামের উপর সর্বদা নজরদারি বজায় রাখা হয়। পণ্যসামগ্রীর লেণ্ডিং কস্ট পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করে যুক্তিগ্রাহ্যের বাইরে মূল্য কোন ব্যবসায়ী নিলে তার বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেও তিনি জানান। তিনি বলেন, পেঁয়াজের উৎসে মূল্যে অস্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য রাজ্যে এর দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও খোলা বাজারে দ্রব্যের মূল্য নির্ধারিত করার সুযোগ নেই তবে প্রতিনিয়ত বাজারের উপর নজরদারির জন্য দ্রব্যের মূল্য সারা দেশের অন্যান্য স্থানের সঙ্গে সামঞ্জস্য পাওয়া যাচ্ছে। এক দুটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমের জন্য খেলাপকারী ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে আইনী পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

খাদ্যমন্ত্রী জানান, ক্রেতা স্বার্থ সুরক্ষায় খাদ্য দপ্তরের অধীন লিগ্যাল মেট্রোলজি সংস্থার (ওজন ও পরিমাণ) ভূমিকা গুরুত্বপূর্ন। সেজন্য সংস্থাটির কাজকর্মের পরিধি বারানো ও পরিকাঠামো উন্নয়নে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এরফলে দপ্তরের কাজকর্মের উল্লেখযোগ্য উন্নতি লক্ষ্য করা গেছে। তিনি বলেন, ২০১৭-১৮ সালে দপ্তর মোট ২৯৭৫২ জন ব্যবসায়ীর ওজন ও মাপ যাদি ভেরিফিকেশন করেছিল এবং মোট রাজস্ব আদায়ের পরিমান ছিল ১ কোটি ১৬ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা। পক্ষান্তরে ২০১৮-১৯ সালে মোট ভেরিফিকেশন ছিল ৩০৭৬১ এবং রাজস্ব আদায় হয়েছিল ১ কোটি ৩৬ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা। ২০১৯-২০ সালে ভেরিফিকেশনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে ৩৬৩৬০ এবং রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে ১ কোটি ৫৬ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। এরমধ্যে ২০১৯ এর ৩১ শে অক্টোবর পর্যন্ত মোট ১৯২২৩ জন ব্যবসায়ীর ওজন ও মাপ যাদি ভেরিফিকেশন করা হয়েছে এবং এই সময়ে মোট রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ৯১ লক্ষ ২২ হাজার টাকা। এছাড়া ওজনে কারচুপি ও প্যাকেটজাত পণ্য বিক্রির ক্ষেত্রে অনিয়ম রুখতে দপ্তরের পরিদর্শকরা বিভিন্ন বাজার ও ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন। অভিযানের সময় বিভিন্ন আইন লঙ্ঘনের ঘটনা ধরা পড়ায় এ বছর একনও পর্যন্ত মোট ৩৩৪ জন ব্যবসায়ীকে জরিমানা করা হয় এবং এদের কাছ থেকে জরিমানা বাবদ আদায় হয় মোট ১৪ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। এছাড়াও মোট ১৬ জন ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করা হয়।

সংশ্লিষ্ট মহকুমার ক্রেতাসাধারণ ও ব্যবসায়ীদের কাছে দপ্তরের পরিষেবা সহজলভ্য করার লক্ষ্যে ২০১৯ এর নভেম্বর মাসে জিরানীয়া ও মোহনপুরে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পরিদর্শকের কার্যালয় চালু করা হয়েছে। আগরতলা গোর্খাবস্তিতে দপ্তরের প্রধান কার্যালয়েও একই সঙ্গে স্ট্যাণ্ডার্ড ল্যাবোরাটোরি ভবন নির্মিত হয়েছে যা ২০১৯ এর ৩০শে জানুয়ারী আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করা হয়। এছাড়া ছৈলেংটা ও মোহনপুরে ওয়ার্কিং স্ট্যাণ্ডার্ড ল্যাবোরাটোরি নির্মাণের জন্য ইতিমধ্যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রথম রাজ্য হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকারের মূল্য স্থিতিশীলতা প্রকল্পে বাজারের অর্ধেক দামে অর্থাৎ প্রতি কিলো ৪০ টাকা মূল্যে রেশন দোকানের মাধ্যমে গণবন্টনের আওতাভুক্ত সকল রেশনকার্ডধারী ভোক্তাদের কার্ড পিছু ১ কেজি করে মসুর ডাল প্রদান গত জানুয়ারি, ২০১৯ থেকে শুরু হয়েছে। সম্পতি কেন্দ্রীয় সরকার সেন্ট্রাল ইস্যু প্রাইস বাড়ানোয় রেশনে মসুর ডালের দাম বাড়িয়ে কেজি প্রতি ৪৫ টাকা করা হয়েছে। দীর্ঘ সময় বন্ধ থাকার পর বর্তমান রাজ্য সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় রাজ্যের রেশন দোকানের মাধ্যমে সকল শ্রেণীর রেশনকার্ডধারীর জন্য কার্ড পিছু এক কেজি চিনি প্রদান এপ্রিল, ২০১৯ থেকে শুরু হয়েছে। যার জন্য রাজ্য সরকারের কোষাগার থেকে বছরে ১৮.০০ কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। তাছাড়া ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের সহযোগিতায় সেপ্টেম্বর, ২০১৯ থেকে আগরতলা পুর এলাকার রেশন দোকানে চা-পাতা (প্যাকেটে) প্রদান শুরু হয়েছে এবং তৎসঙ্গে রাজ্যের অন্যান্য মহকুমার রেশন দোকানে ধাপে ধাপে চাপাতা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

খুমুলুঙে

● প্রথম পাতার পর

শিক্ষামন্ত্রীর দাবি, ওই বিশেষ প্যাকেজে ৯৪৯ কোটি টাকা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের অধীনে জনজাতিদের কল্যাণে চাওয়া হচ্ছে। ওই প্যাকেজে মেডিক্যাল কলেজের জন্যও প্রয়োজনীয় অর্থ ধরা হয়েছে। তাঁর কথায়, খুমুলুঙ এডিসি সদর। তাই, ওখানে মেডিক্যাল কলেজ হলে জনজাতিদের পাশাপাশি সারা রাজ্য উপকৃত হবে। তিনি জানান, রাজ্য মন্ত্রিসভা ওই প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

উৎপন্ন হচ্ছে। এই রাবার গাছের মাধ্যমে বিকল্প আয়েরও ব্যবস্থা রয়েছে। তিনি বলেন, রাবার গাছের পাতার বোটা থেকে মধু আহরণের মাধ্যমে প্রচুর অর্থ উপার্জনের সুযোগ রয়েছে। কারণ, ওই মধু সারা বিশ্বে কদর রয়েছে। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার এক্ষেত্রে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে। তাছাড়া রাজ্য সরকারও কৃষকদের নানাভাবে সহায়তায় পরিকল্পনা নিয়েছে। এদিন তিনি জানান, খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্ষদ ২৫ হাজার কৃষকদের ঋণ প্রদানের বন্দোবস্ত করবে। তাঁর দাবি, রাবার গাছের পাতার বোটা থেকে মধু আহরণের মাধ্যমে একজন কৃষক বছরে ন্যূনতম ৫০ হাজার টাকা উপার্জন করতে পারবেন। তাতে ত্রিপুরার কৃষকদের আর্থিক অবস্থায় পরিবর্তন আসবে। তাঁর কথায়, কৃষকরা ওই বিকল্প রোজগারে নিজেদের স্বাবলম্বী করে তুলতে পারবেন।

তিনি জানান, ইতিমধ্যে বাছাই করা কৃষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কারণ, ওই মধু আহরণের পদ্ধতিগত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ছাড়া এই কাজ সম্ভব নয়।

এদিকে, গো-পালন নিয়ে সমালোচনার জবাব দিলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। আমূলের বাণিজ্যিক ব্যাপ্তি নিয়ে কারোর ন্যূনতম ধারণা নেই। তাই গো-পালনে লজ্জাবোধ করেন অনেকেই। শুক্রবার ইম্ফলে মেঘালয় সরকারের উদ্যোগে আয়োজিত উত্তরপূর্বাঞ্চল ফুড শোতে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, ১১ হাজার কোটি টাকা উত্তরপূর্বাঞ্চলের থেকে দুগ্দজাতীয় পণ্য আমদানির জন্য বর্হিরাজ্যকে দিতে হচ্ছে । তাই তিনি ত্রিপুরায় গো-পালনে জোড় দিয়েছেন। এদিন তিনি বলেন, দুগ্ধজাতীয় পণ্যের সারা বিশ্বেই চাহিদা রয়েছে। ভারতে বিভিন্ন রাজ্যে এই দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে প্রচুর উপার্জন হচ্ছে। তাই ত্রিপুরায় দুগ্দজাত পণ্য উৎপাদনে জোড় দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, দুগ্দজাত পণ্য উৎপাদনে ফুড প্রসেসিং ইন্ড্রাস্ট্রি খোলা হলে প্রচুর কর্মসংস্থান হবে ।

তিনি জানান, উত্তরপূর্বাঞ্চল প্রতি বছর ১১ হাজার কোটি টাকার দুগ্দজাত পণ্য আমদানি করে থাকে। এই অঞ্চলে এই পণ্য উৎপাদনে পরিকাঠামোর অভাবে প্রচুর টাকা বর্হিরাজ্যে যাচ্ছে । তিনি দাবি করেন, ত্রিপুরায় আগামী ২-৩ বছরের মধ্যে দুগ্দজাত পণ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে । কারণ, গো-পালনে জোড় দেওয়া হয়েছে । তিনি বলেন, ১০ লক্ষ গবাদি পশু রাজ্যের ৫৮টি ব্লকে ক্লাস্টার করে প্রদান করা হবে। তাতে যে দুধ মিলবে, তার থেকে দুগ্দজাত পণ্য উৎপাদন করা সম্ভব হবে । তিনি বলেন, অন্তত বছরে ৫০০ থেকে ৬০০ কোটি টাকা রাজ্যের সাশ্রয় হবে । কারণ, তখন বর্হিরাজ্য থেকে দুগ্দজাত পণ্য আমদানি কমবে ।এদিন তিনি বিদ্রূপ করে বলেন, গো-পালন নিয়ে জোর দেওয়ায় সমালোচিত হচ্ছি । অথচ আমূলের বাণিজ্যিক ব্যাপ্তি নিয়ে কারোর কোন ধারণা নেই। তিনি জানান, ত্রিপুরায় গো-পালনে মানুষ দারুণ ভাবে উপকৃত হবেন। কারণ, তারা আর্থিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী হতে পারবেন।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

প্রথম

● প্রথম পাতার পর

রাজ্যে শুধুমাত্র আধার নম্বর ব্যবহার করে রেশন সংগ্রহ করতে পারবেন।

এদিন তিনি জানান, সারা রাজ্যে ১৮১০টি ন্যায্যমূল্যের দোকানের মধ্যে ১৭৮৩টি ইতিমধ্যে অনলাইন সিস্টেমে যুক্ত হয়েছে। ইন্টারনেট সংযোগের অভাবে বাকি ২৭টি ন্যায্যমূল্যের দোকান এখনো ওই সিস্টেমে যুক্ত করা সম্ভব হয়নি। তিনি জানান, ১টি খোয়াই, সিপাহীজলা ও পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায়, ধলাই জেলায় ১০টি, চারটি করে গোমতি, দক্ষিণ ও উত্তর ত্রিপুরা জেলায় এবং ঊনকোটি জেলায় দুইটি ন্যায্যমূল্যের দোকান অনলাইন সিস্টেমের সাথে এখনো যুক্ত হয়নি।

খাদ্য দপ্তরের সচিবের কথায়, অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানার পর ত্রিপুরা দেশের মধ্যে তৃতীয় এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রথম রাজ্য হিসেবে ই-রেশনিং পদ্ধতি চালু করতে পেরেছে। তাছাড়া, চলতি মাস থেকে পোর্টেবল রেশনিং সিস্টেমও রাজ্যে চালু হয়ে গেছে। তাঁর দাবি, নয়া ওই সিস্টেমের সুফল হিসেবে গ্রাহকরা রাজ্যের যে কোন ন্যায্যমূল্যের দোকান রেশন সামগ্রী সংগ্রহ করতে পারবেন। তাছাড়া, আগামী জানুয়ারী থেকে দেশব্যাপী পোর্টেবল রেশনিং সিস্টেম চালু হচ্ছে, যোগ করেন তিনি। তাঁর কথায়, দেশব্যাপী পোর্টেবল রেশনিং সিস্টেম চালু হলে গ্রাহকরা দেশের যে কোন রাজ্যে আধার ব্যাবহার করে রেশন সামগ্রী সংগ্রহ করতে পারবেন। তাতে, গ্রাহকরা দারুনভাবে উপকৃত হবেন বলে দাবি করেন তিনি।

বাবরি

● প্রথম পাতার পর

দাঙ্গা হয়েছিল, আর সেটা সংঘ পরিবার সৃষ্টি করেছে।

মানিক সরকার আরও দাবি করেছেন যে বাবরি মসজিদ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত ন্যায়সঙ্গত নয়।

শীর্ষ আদালত উল্লেখ করেছে যে ১৫২৮ খ্রিস্টাব্দে মোগল আমলে অযোধ্যায় একটি মসজিদ ছিল এবং মুসলমানরা এতে নামাজ পড়ত। কিন্তু ১৯৪৭ সালের পরে সমস্যার কারণে এখানে মুসলমানরা প্রার্থনা করতে পারেনি। ১৯৪৯ সালের ২২ ডিসেম্বর মধ্যরাতে ৫০-৬০ জন অমুসলিম লোক ঈশ্বরের প্রতিমা স্থাপন করেছে। অমুসলিম জনগণ ভুল কাজ করেছে এটা, দাবি মানিক সরকারের।

মানিক সরকার আরও বলেন, সুপ্রিম কোর্ট উল্লেখ করেছে যে মসজিদটি খালি জমিতে নির্মাণ করেনি। সেখানে হিন্দুদের কিছু কাঠামো ছিল কিন্তু তারও কোনও বৈধ তথ্য নেই।

এ জাতীয় সব কথা বলার পরে কীভাবে শীর্ষ আদালত রাম মন্দির তৈরি এবং মুসলিমদের ৫ একর জমি দেওয়ার জন্য একটি ট্রাস্ট তৈরি করার নির্দেশ দিয়েছে কিভাবে? তাঁরা এটি উল্লেখ করেনি। তাঁরা আমাদের সংবিধান লঙ্ঘন করেছে। শীর্ষ আদালত কীভাবে সরকারকে রাম মন্দির বা মসজিদের জন্য জমি দেওয়ার নির্দেশনা দিতে পারেন। আমাদের সংবিধানে এটি উল্লেখ করা হয়েছিল যে সরকার ধর্মীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারে না, জানান প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার।

৪ অভিযুক্ত

● প্রথম পাতার পর

জানিয়েছেন পুলিশ ও সরকারকেও। এদিন সকালেই ‘দোষীদের’ মৃত্যুর খবর শুনে খুশি প্রকাশ করেছেন ধর্ষিতা পশু চিকিতকের বাবা। পুলিশ-প্রশাসনকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তিনি বলেছেন, ‘আমার মেয়ের মৃত্যুর ১০ দিন পেরিয়ে গিয়েছে। পুলিশ এবং সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমার মেয়ের আত্মা এবার শান্তি পেল।

এদিকে, তেলেঙ্গানা-এনকাউন্টার নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া গোটা দেশজুড়ে। কেউ বলছেন ধর্ষণ-খুন কাণ্ডে অভিযুক্ত ৪ জনকে খতম করে হায়দরাবাদ পুলিশ পুরোপুরি সঠিক কাজ করেছে, আবার কেউ বলছেন এভাবে সমস্যার সমাধান করা মোটেও সম্ভব নয়। এনকাউন্টারের তদন্তের দাবি তুলেছেন রাজনৈতিক নেতাদের অনেকেই। কিন্তু, অভিযুক্তদের মৃত্যুতেও বহু মানুষ খুশি। হায়দরাবাদ পুলিশের নামে জয়ধ্বনিও উঠেছে।
পালানিয়াপ্পন চিদম্বরম : তেলেঙ্গানা এনকাউন্টার প্রসঙ্গে পি চিদম্বরম বলেছেন, ‘হায়দরাবাদে আসলে কী হয়েছে সে বিষয়ে আমি অবগত নই। একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে আমি বলতে পারি, তদন্ত হওয়া উচিত। অভিযুক্তরা পালানোর চেষ্টা করেছিল নাকি অন্য কিছু হয়েছিল তা তদন্ত করে দেখা উচিত।’
যোগগুরু বাবা রামদেব : যোগগুরু জানিয়েছেন, ‘পুলিশ যা করেছে, তা অত্যন্ত সাহসী পদক্ষেপ, আমি অবশ্যই বলবো ন্যায়বিচার হয়েছে।’ যোগগুরু বাবা রামদেব আরও বলেছেন, ‘এ বিষয়ে (এনকাউন্টার) আইনি প্রশ্ন ভিন্ন বিষয়, তবে আমি নিশ্চিত দেশবাসী এবার শান্তি পেয়েছে।’
মায়াবতী : তেলেঙ্গানা-এনকাউন্টার প্রসঙ্গে মায়াবতী বলেছেন, ‘উত্তর প্রদেশ ও দিল্লি পুলিশের উচিত হায়দরাবাদ পুলিশকে দেখে উতাহিত হওয়া।’ মায়াবতীর কথায়, ‘উত্তর প্রদেশে মহিলাদের প্রতি অপরাধ বেড়েই চলেছে, কিন্তু রাজ্য সরকার ঘুমিয়ে আছে। উত্তর প্রদেশ পুলিশ এবং দিল্লি পুলিশের উচিত হায়দরাবাদ পুলিশকে দেখে উতাহিত হওয়া, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, এখানে অপরাধীদের সঙ্গে অতিথির মতো ব্যবহার করা হয়, উত্তর প্রদেশে এখন জঙ্গলরাজ চলছে।’
মানেকা গান্ধী : এনকাউন্টার প্রসঙ্গে বিজেপি সাংসদ মানেকা গান্ধী বলেছেন, ‘যা হয়েছে, তা এই দেশের জন্য খুবই ভয়ানক। চাইলেই মানুষকে মেরে ফেলা যায় নাউ আইন নিজের হাতে নেওয়া যায় না, আদালত অভিযুক্তদের ফাঁসির সাজা দিত।’
শশী থারুর : কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর বলেছেন, ‘বিস্তারিত জানার আগেই এনকাউন্টারের নিন্দা করা উচিত নয়।’
ভূপেশ বাঘেল : ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল বলেছেন, ‘কোনও অপরাধী পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে, পুলিশের কাছে কোনও বিকল্প থাকে না। আমার মতে ন্যায়বিচার হয়েছে।’
রাবড়ি দেবী : তেলেঙ্গানা-এনকাউন্টার প্রসঙ্গে আরজেডি সুপ্রিমো লালু প্রসাদ যাদবের স্ত্রী রাবড়ি দেবী বলেছেন, ‘হায়দরাবাদে যা হয়েছে, তা অবশ্যই অপরাধীদের মধ্যে ভয় তৈরি করবে, আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। বিহারেও মহিলাদের প্রতি অপরাধের ঘটনা বেড়ে চলেছে, রাজ্য সরকার নীরব এবং কিছুই করছে না।’
কংগ্রেস সাংসদ হুসেইন দলওয়াই : তেলেঙ্গানা-এনকাউন্টারের তীব্র নিন্দা করে কংগ্রেস সাংসদ হুসেইন দলওয়াই বলেছেন, ‘যা হয়েছে তা সঠিক নয়, সমর্থন করা যায় না। পুলিশ আইন হাতে তুলে নিচ্ছে, তা মোটেও সমর্থন যোগ্য নয়। তদন্ত হওয়া উচিত। কিছু মানুষ চাইছেন এ জন্য এনকাউন্টার সঠিক নয়, কিছু মানুষ গণপিটুনিকেও সমর্থন করছেন।

এসইউসিআই (সি)-এর

তিনের পাতার পর

অধিকার ও মত প্রকাশের অধিকারের উপর নির্লজ্জ ফ্যাসিস্ট সুলভ আক্রমণ চলছে, তখন রাজ্য সরকারের প্রস্তাবিত পদক্ষেপ সেই অপচেষ্টাকেই সাহায্য করবে। আমরা সরকারের তরফ থেকে এই হুমকির তীব্র প্রতিবাদ করছি এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের আবেদন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আপনি দ্রুত হস্তক্ষেপ করুন। আন্দোলনকারীদের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে অবিলম্বে সাক্ষাৎ করে তাঁদের দাবি মেনে নিন

অশোক গঙ্গোপাধ্যায়

পাচের পাতার পর

গ্রহণযোগ্য। আমার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। একদিকে চারজন নিরস্ত্র অপরাধী, অন্যদিকে এ ধরনের ঘটনা মোকাবিলা করার মতো অভিজ্ঞতা এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত পুলিশ বাহিনী। অস্ত্র ব্যাবহারে যাঁদের প্রশিক্ষণ নেই তাঁরা পুলিশকে ওভারপাওয়ার করে পালাতে গেল এটা কোনও ভাবেই বিশ্বাসযোগ্য নয়’।

ফটিকরায়ে

● প্রথম পাতার পর

বাবা বাড়িতে এসে অনন্যার পড়ার ঘরে মেয়েকে ফাঁসিতে ঝুলে থাকতে দেখেন। এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে হতভম্ব হয়ে যান মেয়েটির বাবা। উনার চিৎকারে আশেপাশের লোকেরা ছুটে আসে এবং ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে । সাথে সাথে খবর দেওয়া হয় ফটিকরায় থানায়, ছুটে আসে পুলিশ।

তারা এসে মেয়েটিকে প্রথমে ফটিকরায় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন এবং তাকে নিয়ে যাওয়া হয় ফটিকরায় হাসপাতালের মর্গে। শুক্রবার ময়নাতদন্ত শেষে দেহ তুলে দেওয়া হয় পরিবারের লোকজনদের হাতে। মৃতদেহের কাছ থেকে একটি এন্ড্রয়েড ফোন উদ্ধার করতে পেরেছে পুলিশ, সেই ফোন থেকে সমস্ত কল রেকর্ড চেক করা হচ্ছে বলে জানান ফটিকরায় থানা আধিকারিক বিভাস রঞ্জন দাস।

তবে কি কারণে যুবতি এই আত্মহত্যার পথ বেছে নিলো সে বিষয়ে এখনই স্পষ্ট কিছু বলতে নারাজ পুলিশ। ধারণা করা হচ্ছে প্রণয় সংক্রান্ত ঘটনার জেরেই এই আত্মহত্যা। উল্লেখ কিছুদিন আগেই একটি জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে মেয়েটির মা মারা যান, মেয়েটির একটি ছোট ভাই রয়েছে সে বর্তমানে বহিঃরাজ্যে পাঠরত। কিছুদিন আগে স্ত্রী এবং বর্তমানে মেয়েকে হারিয়ে সমপূর্ণরুপে ভেঙে পড়েছেন অরুন মালাকার। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনগর এলাকার শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পাশাপাশি একই থানা এলাকায় পাশাপাশি দুই গ্রামে পর পর দু’দিনের দুটি আত্মহত্যার ঘটনায় সংশ্লিষ্ট এলকায় চাঞ্চল্য বিরাজ করছে।

পাঁচজন গুলিবিদ্ধ

পাচের পাতার পর

মিনিট নাগাদ হাওয়াই-এর পার্ল হারবার-হিকাম নৌ শিপইয়ার্ডে এলোপাথাড়ি গুলি চালায় একজন নাবিক । নাবিকের গুলিতে গুরুতর জখম হন ৩ জন সাধারণ কর্মী। পরে দু’’জনের মৃত্যু হয়, ওই নাবিক নিজেও আত্মঘাতী হয়েছে। এই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই শুক্রবার আমেরিকার ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের পেনসাকোলায় একটি নৌ ঘাঁটিতে বন্দুকধারীর হামলার ঘটনা ঘটেছে উ এদিন স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ৬টা নাগাদ নাভাল এয়ার স্টেশন পেনসাকোলায় (এনএসএসপি) হামলার এ ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছেন জনসংযোগ কর্মকর্তা জেসন বর্জ।

এই ঘটনায় অন্তত পাঁচজন গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হয়েছেন। তাদের হাসপাতালে পাঠান হয়েছে। এদিকে, হামলাকারী পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। তবে প্রাথমিক বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়নি। হামলার ঘটনায় এনএসএসপি’র উভয় পাশের গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

অর্জন করবেন : মোদী

আটের পাতার পর

ভারতের প্রত্যাশা পূরণ করা খুব কঠিন ছিল। তাই, গত পাঁচ বছরে, আমরা এই ব্যবস্থা এবং সরকারের মানব সম্পদকে রূপান্তরিত করার জন্য একটি গুরুতর প্রচেষ্টা করেছি।
মোদী বলেন, প্রশাসনিক পরিকাঠামোতে যে উন্নতি সাধন করা হচ্ছে তা কেবল পাঁচ বা দশ বছরের জন্য নয়। এটি কেবল আমাদের সরকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আগামী কয়েক দশক ধরে এর সুবিধা পেতে চলেছে দেশ। এই চিন্তাভাবনা এবং প্রচেষ্টা রয়েছে আমাদের ।
তিনি বলেন, কোনও সমাজ বা দেশের অগ্রগতির জন্য বার্তা গুরুত্বপূর্ণ। আজকের বার্তাই ভবিষ্যতের সেরা ভিত্তিতে পরিণত হয়।
মোদী বলেন, দিল্লির অননুমোদিত উপনিবেশগুলিকে নিয়মিত করার সিদ্ধান্তও ৪০ লক্ষ মানুষের উন্নত ভবিষ্যতের পথ সুগম করেছে। রাষ্ট্রায়াত্ব ব্যাংকগুলিতে একীকরণের বিষয়ে নরেন্দ্র মোদী বলেন, ব্যাংক কর্মকর্তাদের আশ্বাস্ত করার আগে ব্যাংকিং খাতকে আরও শক্তিশালী করা হয়েছে। তাদের ব্যবসায়ীক সিদ্ধান্তগুলি নিয়ে প্রশ্ন করা হবে না। তিন তালাকের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, মুসলিম বোনেরা তিন তালকের দেশ থেকে মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের লক্ষ লক্ষ পরিবারের ভবিষ্যত আরও উন্নত হওয়ার অনুভব হয়েছে। নাম না করে আগের সরকারকে লক্ষ্য করে তিনি বলেন, পূর্ববর্তী সরকারগুলি সমাজ এবং দেশের প্রধান অংশগুলিকে অবহেলা করেছিল। আমরা তাদের মধ্যে নেই যারা নিজেদের বইয়ের পৃষ্ঠা খুলে রেখে দেয় উ আমরা নতুন অধ্যায় লেখার দলে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার এখন ১১২ টি জেলাকে উচ্চাভিলাষী জেলা হিসাবে গড়ে তুলছে। তিনি বলেন, সমস্ত বিষয়ে নজর দিয়ে এই জেলাগুলির উন্নয়নে কাজ করে চলেছে কেন্দ্র । প্রধানমন্ত্রী দক্ষ নয় এমন সরকারি কর্মচারিদের স্বেচ্ছা অবসর প্রকল্প (ভিআরএস)-এর বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, আমরা পেশাদারিত্বের প্রতি জোর দিচ্ছি এর জন্য আমরা অনেক অফিসারকে বিদায় জানাতে বাধ্য হয়েছি। এটি নতুন আধিকারিকদের মধ্যে ভাল বার্তা পাঠিয়েছে।

বললেন রাজস্বমন্ত্রী

আটের পাতার পর

রস্তোগী, আইজিপি (ট্রেনিং অ্যান্ড হোমগার্ড) উত্তমকুমার মজুমদার, অসামরিক প্রতিরক্ষা দফতরের অধিকর্তা একে ভট্টাচার্য-সহ পুলিশ বাহিনীর পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।
অনুষ্ঠানে কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণকারী দলগুলির মধ্যে প্রথম হয়েছে রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছে যথাক্রমে অসামরিক প্রতিরক্ষা বাহিনী ও ১ নম্বর হোমগার্ড বাহিনী। এছাড়া অনুষ্ঠানে রাজ্যে অসামরিক প্রতিরক্ষা বাহিনীর বেসিক কোর্স ট্রেনিং-এ সর্বশ্রেষ্ঠ সফলতার জন্য একতা দেবকে শংসাপত্র প্রদান করা হয়েছে। এদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ভূমি ও রাজস্বমন্ত্রী নরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা।
অনুষ্ঠানে এই দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে যৌথ বাহিনীর প্রতি রাজ্যপাল রমেশ বৈস ও মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের শুভেচ্ছাবার্তা পাঠ করা হয়েছে। অনুষ্ঠান শেষে রাজ্য অসামরিক প্রতিরক্ষা বাহিনীর পক্ষ থেকে বিপর্যয় মোকাবিলা সম্পর্কিত মহড়াও অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রীভা গাঙ্গুলি

আটের পাতার পর

করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তিনি। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন মানবাধিকার নেত্রী অ্যারমা দত্ত, ব্রিটিশ মানবাধিকার নেতা জুলিয়ান ফ্রান্সিস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিচারপতি শামসুদ্দিন আহমেদ মানিক।

রাজ্যেও পালিত

আটের পাতার পর

আম্বেদকর শুধু ভারতবর্ষের সংবিধানের জনকই নন, তিনি একজন সমাজ সংস্কারক, এমনকি স্বাধীনতা সংগ্রামীও। নারীর ক্ষমতায়ন, ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো, অর্থ, শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে ডঃ বিআর আম্বেদকরের চিন্তাভাবনা জাতির জন্য এক গর্ব। উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, উনার শ্রেষ্ঠ লেখাগুলির মধ্যে একটি লেখা হচ্ছে ‘‘সামাজিক ন্যায় থেকে বঞ্চিত দেশের স্বাধীনতা অর্থহীন। তাই বর্তমান সরকার সামাজিক ন্যায় নিশ্চিত করতে কাজ করে যাচ্ছে। সমাজের সবচেয়ে বঞ্চিত মানুষটির কাছেও এই ন্যায় পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করছে সরকার। তিনি মহান মানুষটির প্রয়াণে উনার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান।

ক্রীড়াঙ্গন

ধোনির জন্য কোনও ধন্যবাদই যথেষ্ট নয়, বলছেন সৌরভ

বোর্ড প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরেই মহেন্দ্র সিংহ ধোনির ভবিষ্যত নিয়ে প্রশ্ন উড়ে এসেছিল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের দিকে। বোর্ডের সাধারণ সভার শেষেও দেশের প্রাক্তন অধিনায়ককে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, ধোনি কি ২০২০ সালের টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলবেন?সাংবাদিকদের সেই প্রশ্নের জবাবে দেশের বোর্ড প্রেসিডেন্ট বলেন, ""প্লিজ, ধোনিকেই জিজ্ঞাসা করে দেখুন।"" বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালের পর থেকে দেশের হয়ে আর নামেননি ধোনি। তাঁকে নিয়ে চলছে অনন্ত জল্পনা।এর মধ্যেই নিজের ভবিষ্যত নিয়ে ধোনিকে বলতে শোনা গিয়েছিল, জানুয়ারি পর্যন্ত কেউ কোনও প্রশ্ন করবেন না। এ বার সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে সৌরভ বলেন, ""ধোনিকে নিয়ে সব কথা সবার সামনে বলা সম্ভব নয়। আমরা ধোনির সঙ্গে আলোচনা করেছি। ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য ধোনি যা করেছে, তার জন্য কোনও ধন্যবাদই যথেষ্ট নয়। আমি সব সময়ে বলে থাকি, সবটাই এখন ধোনির উপরে নির্ভর করছে। সময় এলেই আমরা ধোনিকে নিয়ে সিদ্ধান্ত জানাবো।""ঋষভকে চাপ দেবেন না, বলছেন বিরাট, একেবারে বিপরীত মত সৌরভেরবোর্ড প্রেসিডেন্টের চেয়ারে বসার পরেই সৌরভ জানিয়েছিলেন, ধোনির সঙ্গে তিনি আলোচনায় বসবেন। সেই মতো দেশের সব চেয়ে সফল অধিনায়কের সঙ্গে কথা হয়েছে সৌরভের। ধোনির সঙ্গে যোগাযোগও রাখছেন বলে জানান মহারাজ। ধোনিকে নিয়ে দেশের অধিনায়ক বিরাট কোহালি, নির্বাচকদের সঙ্গেও আলোচনায় বসবেন বোর্ড প্রেসিডেন্ট। আগামী বছরই হয়তো ধোনিকে নিয়ে জল্পনার অবসান হবে।

ভূ-স্বর্গে হোঁচট খেল আলেসান্দ্রোর ছেলেরা

মোহনবাগানের পর এবার ইস্টবেঙ্গলও ড্র দিয়ে আই লিগ অভিযান শুরু করল। কল্যাণীতে ম্যাচ শুরুর ২৪ ঘণ্টা আগেও আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছিল লাল-হলুদ স্প্যানিশ কোচ আলেসান্দ্রো মেন্ডিসকে। কলকাতা লিগ ও ডুরান্ড কাপ হাতছাড়া হওয়ার পরেও আই লিগকে পাখির চোখ করেছিলেন ইস্টবেঙ্গল কোচ। কিন্তু তাতেও জয় অধরাই রইল। তবে জয় না পেলেও হারের মুখ দেখতে হয়নি কোলাডোদের। ড্র হওয়ায় বুধের সন্ধেতে মান রক্ষা হল ইস্টবেঙ্গলের।এদিন দল সাজানো হয়েছিল আক্রমণাত্রক ৪-৩-৩ ছকে। পাঁচ বিদেশিকেই শুরু থেকে খেলিয়েছিলেন আলেসান্দ্রো। কিন্তু তাও শেষ রক্ষা হল না। জয় দিয়ে আই লিগ যাত্রা শুরু করতে পারপ্ল না ইস্টবেঙ্গল।ম্যাচের শুরু থেকেই দৃষ্টিনন্দন খেলা উপহার দেয় ইস্টবেঙ্গল। বিশেষ করে মাঠের বাঁ-প্রান্ত থেকে কোলাডো ও খুয়ান মোরার যুগলবন্দি যথেষ্ট ছিল রিয়াল কাশ্মীরের রক্ষণভাগকে আটকানোর জন্য। কিন্তু তাত্যেও লাভ হয়নি। প্রথমার্ধের ৩৫ মিনিটের মাথায় ভূ-স্বর্গের হয়ে গোল করেন ক্রিজো। সেই গোল প্রথমার্ধে শোধ করতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল। এক গোলে পিছিয়ে থেকেই প্রথমার্ধ শেষ হয়।দ্বিতীয়ার্ধে একইভাবে খেলা চলে। যদিও আগের থেকে একটু জ্বলে ওঠে রিয়াল কাশ্মীর। কিন্তু তাও দ্বিতীয় গোল হয়নি। উলটে ম্যাচের বয়স যখন ৭৭ মিনিট তখন মশাল বাহিনীর হয়ে গোল করেন মার্কাস।এতে স্কোরলাইনে সমতা এলেও জয় আসেনি। অবশেষে ১-১ ড্র হয়েই খেলা শেষ হয়। তাই এক পয়েন্ট নিয়েই মাঠ ছাড়তে হয় আলেসান্দ্রোর ছেলেদের।

ক্রিকেটের বিশ্বকাপ, অথচ সামনের বছর ভারতীয় দল খেলবে নাকি প্রথমবার!

বিশ্বকাপ ক্রিকেট। কিন্তু সেখানেই নাকি ভারতীয় দল খেলেবে প্রথমবার। ওয়ান ডে ক্রিকেটে দুটি ও টি-২০ ক্রিকেটে যেখানে ইতিমধ্যে ভারতীয় দল একটি বিশ্বকাপ জিতে ফেলেছে! ১৯৭৫ সালে বিশ্বকাপের প্রথম আসর থেকে ভারত খেলছে। তা হলে কী করে ২০২০ সালে প্রথমবার ক্রিকেট বিশ্বকাপ খেলবে ভারত! এতসব চিন্তা-ভাবনা আসছে তো মাথায়! আমরা কিন্তু হেঁয়ালি করছি না। এই ক্রিকেট বিশ্বকাপে ভারতীয় দল খেলবে প্রথমবার। সামনের বছর দক্ষিণ আফ্রিকায় আয়োজিত হবে পঞ্চাশোর্ধ ক্রিকেটারদের নিয়ে বিশ্বকাপ ক্রিকেট।গত বছর নভেম্বর মাসে প্রথমবার পঞ্চাশোর্ধ ক্রিকেটারদের নিয়ে বিশ্বকাপ আয়োজিত হয়েছিল। ২০২০ সালের মার্চে দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনে হবে এই বিশ্বকাপ। আর প্রথমবার খেলবে ভারতীয় দল।

ধর্ষকদের এনকাউন্টার ! টুইট করে হায়দরাবাদ পুলিসকে কুর্ণিশ সাইনা নেহওয়ালের

নিজস্ব প্রতিবেদন : হায়দরাবাদে পশু চিকিতক ধর্ষণ-কাণ্ড নাটকীয় মোড় নিয়েছে শুক্রবার সকালে। ধর্ষণের দায়ে অভিযুক্ত চারজনকেই এনকাউন্টারে খতম করেছে পুলিস। শুক্রবার সকাল থেকেই এমন ঘটনা নিয়ে দেশজুড়ে আলোচনা চলছে। কেউ বলছেন, পুলিস কোনও ভুল করেনি। কারও আবার মত, এভাবে পুলিস আইন নিজের হাতে নিয়ে ঠিক কাজ করেনি। ২৬ বছরের চিকিতসক তরুণীকে গণধর্ষণ করে খুন করেছিল দুর্বৃত্তরা। তার পর প্রমাণ লোপাটের জন্য দেহ পুড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল অভিযুক্তরা। তার পর থেকেই গোটা দেশ ধর্ষকদরে চূড়ান্ত শাস্তির দাবি করেছিল। শেষমেশ ধর্ষকদের এমন পরিণতিতে অনেকেই স্বস্তি প্রকাশ করেছেন।চোট নিয়ে ভাবেন না, দলের সাফল্যই অগ্রাধিকার পায় ঋদ্ধির কাছে বলিউড অভিনেতা-অভিনেত্রী থেকে শুরু করে ক্রীড়া জগতের তারকা, অনেকেই এই ঘটনার পর প্রতিক্রিয়া জাহির করেছেন। তবে অভিযুক্তদের এমন পরিণতি নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত সমাজ। তবে ভারতীয় ব্যাডমিন্টন তারকা সাইনা নেহওয়াল এদিন হায়দরাবাদ পুলিসকে সমর্থন জানিয়েছেন। টুইট করে তিনি হায়দরাবাদ পুলিসকে কুর্ণিশ জানিয়েছেন। সাইনা লিখেছেন, হায়দরাবাদ পুলিস দারুন কাজ করেছে।আমরা আপনাদের স্যালুট জানাই।এনকাউন্টার নয় গুলি বিনিময়েই মৃত্যু, সাংবাদিক বৈঠক করে জানাল তেলেঙ্গানা পুলিসসাইনার উল্টো পথে হাঁটলেন আরেক ব্যাডমিন্টন তারকা জ্বালা গাট্টা। তিনি বললেন, এই ঘটনা কি আদৌ ধর্ষকদের উদ্দেশে কড়া বার্তা দেবে? নাকি সামাজিক অবস্থান বিচার না করে আগামী দিনে সব ধর্ষকের এভাবেই শাস্তি হবে? জ্বালা গাট্টা গোটা ঘটনায় হায়দরাবাদ পুলিসের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। অন্যদিকে, ভারতীয় দলের প্রাক্তন তারকা হরভজন সিং আবার হায়দরাবাদ পুলিসকে সমর্থন জানিয়েছেন। অলিম্পিকে পদকজয়ী শুটার রাজ্যবর্ধন সিং রাঠৌরও হায়দরাবাদ পুলিসকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

পিঙ্ক বলের টেস্ট আয়োজন করাটা একেবারে কমন সেন্সের ব্যাপার: সৌরভ গাঙ্গুলি

মহানগর ওয়েবডেস্ক: টেস্ট ক্রিকেটকে বাঁচাতে বরাবরই পিঙ্ক বলের টেস্টের সমর্থক মহারাজ। বিসিসিআই প্রধানের দায়িত্ব নিয়েই তাই আয়োজন করে ফেলেছিলেন দেশের প্রথম তিন রাতের টেস্ট। যাবতীয় আশঙ্কাকে গঙ্গায় জলাঞ্জলি দিয়ে সেই টেস্ট মাত্র আড়াই দিনেই জিতে নিয়েছিল ভারত। আর যে দর্শক টানতে আয়োজন এই টেস্টের, তাও সুপার হিট। তিন দিনেই প্রায় দেড় লক্ষ দর্শক এসেছিলেন ইডেন টেস্টে।শুক্রবার শহরে এক অনুষ্ঠানে এসে দাদা জানালেন, বাংলাদেশের সঙ্গে ডে নাইট টেস্ট খেলার ব্যাপারে কথা বলার আগে তিনি নাকি ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলির মতামত নিয়েছিলেন।''কোহলির থেকে মত নেওয়াটা খুব একটা সমস্যার ছিল না। ও সঙ্গে সঙ্গেই সম্মতি জানিয়েছিল। দিন রাতের টেস্ট খেলার জন্য ও মুখিয়ে ছিল'', জানান সৌরভ।তিনি আরও জানান,''পিঙ্ক বলের টেস্ট আয়োজন করাটা একেবারে কমন সেন্স। টেস্ট ক্রিকেটকে বাঁচাতে ভালভাবে মার্কেটিং করতেই হবে। মানুষ সকালে এসে আর ক্রিকেট দেখতে চায় না। দিন রাতের টেস্টে মানুষ অফিস থেকে ফিরেও খেলা দেখতে পারবে। আসলে মাঝে মাঝে আমরা দর্শকদের অতটা গুরুত্ব দিই না। কিন্তু এখন প্রযুক্তি অনেক এগিয়ে গিয়েছে। ফলে মানুষকে ঘর থেকে বের করে মাঠে ফেরানোটা বেশ কষ্টকর।তবে পিঙ্ক বলের টেস্ট একটা পরীক্ষা। লাল বলের টেস্টের বিকল্প মোটেই নয়। অবশ্য ইডেনে যে রোজ অত দর্শক আসবেন সেটাও আশা করিনি।''এছাড়া আগামী নিউজিল্যান্ড সফরেও ভারতীয় দলের টেস্টে ভাল পারফর্ম করার ব্যাপারে আশাবাদী বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট। ''অস্ট্রেলিয়ায় আমরা ভাল পারফর্ম করেছি। এবার নিউজিল্যান্ডেও ভাল পারফর্ম করতে চাই। বিশ্বের সেরা দল হিসেবে এটাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত'', বলেন দাদা।এর মধ্যে অস্ট্রেলিয়ান বোর্ডের তরফ থেকে ভারতের বিরুদ্ধে দুটি পিঙ্ক বলের টেস্ট খেলার ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়েছে। তবে এক সিরিজে দুটি পিঙ্ক বলের টেস্ট খেলা একটি ''বাড়াবাড়ি'' হয়ে যাবে বলে মনে করেন প্রিন্স অফ ক্যালকাটা।

পতি পত্নী অউর ওহ রিভিউ: হাসির কোনও রসদ নেইকার্তিক আরিয়ন, ভূমি পেডনেকর, অপারশক্তি খুরানা, অনন্যা পাণ্ডে, কে কে রায়না, মানু ঋষি,নভি পরিহর, গীতা আগরওয়াল, নীরজ সুদকানপুরের বাসিন্দা অভিনব ত্যাগি এবং বেদিকা ত্রিপাঠী এক ম্যাট্রিমনির সূত্রে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং তারা ভাল সময় কাটালেও তাতে একঘেয়েমি ছিলই। ঠিক এই সময়েই সিঙ্গল, আকর্ষণীয় তাপস্যা নজরে আসেন। বর (আরিয়ান) পিছলে যায় শুধু নয়, পত্নী (ভুমি) হাত ছেড়ে দেয় যাতে ওহ(পান্ডে)-র সঙ্গে হাতেনাতে ধরতে পারে।বি আর চোপড়ার ১৯৭৮ সালের হিট রিমেক এই ছবি রেডিমেড টেম্পলেট বলা চলে। সেখানে বৈবাহিক কৌতুক বা অন্য কোনও ধরণের মজার প্রয়োজন ছিল না। এই ছবিটি কানপুর এবং লখনউয়ের (বলিউডের সাম্প্রতিক পছ) ''মফস্বল'' অনুভূতি সরিয়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছে, তবে সামগ্রিকভাবে এখানে সেই একই ধারনা থেকে গিয়েছে বয়েজ উইল বি বয়েজ এবং পুরুষেরা বিভ্রান্ত, তারা আর কীই বা করতে পারে।২০১৯-এর স্বামী কার্তিক আরিয়ানের মধ্যে কিছুটা বিভ্রান্তি এবং লজ্জা মিশ্রিত দ্বিধাবোধ রয়েছে। এক্ষেত্রে আলাদা পত্নী বেদিকার সোজা সাপটা অনুভূতির কথা বলে দেওয়া। কিন্তু এই ত্রিকোণ সম্পর্ক যদি শুধুমাত্র বেদিকার উত্তেজনা এবং তপস্যার উদ্দীপনা বাদ দিয়ে আরও বেশি কিছু করত তাহলে সমসাময়িক বিয়ে অনেক বেশি আকর্ষণীয় তথ্য পাওয়া যেত।তবে অভিনবের, তার প্রাক্তন প্রেমিকাকে নিয়ে চমকপ্রদ লাইনগুলি আনন্দদায়ক, সে আজও প্রেমিকার জন্য ব্যথিত হয়।ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে টি টোয়েন্টি সিরিজের বল গড়ানোর আগে ঋষভ পন্থকে আড়াল করেছেন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহালি। বলেছেন, ""ঋষভ যদি একটা সুযোগ নষ্ট করে তা হলে দর্শকদের ধোনি ধোনি বলে চিতকার করাটা মোটেও ঠিক কাজ নয়। এটা এক জন ক্রিকেটারের প্রতি মোটেও সম্মান প্রদর্শন করা নয়।""পন্থের দিকে উড়ে আসা বিদ্রুপ প্রসঙ্গে ভারত অধিনায়কের একেবারে বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছেন ভারতীয় ক্রিকেট কন্টোল বোর্ডের প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।তাঁর মতে, এই ধরনের চাপ তরুণ ক্রিকেটারের জন্য ভালই বলতে হবে। কারণ ব্যাখ্যা করে সৌরভ বলেছেন, ""আমার মতে চাপ সামলানোর উপায় জানাটা জরুরি। গত বছর ঋষভ দিল্লির প্রাধন প্লেয়ার ছিল। ভরা স্টেডিয়ামের সামনে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে ঋষভের। আমি যদি বিরাটের জায়গায় থাকতাম, তা হলে ঋষভকে পরামর্শ দিয়ে বলতাম, এগুলো শুনে সাফল্যের রাস্তা নিজেই খুঁজে বের করো। এটা সবারই মনে রাখা দরকার, মহেন্দ্র সিংহ ধোনির মতো ক্রিকেটার একবারই আসে। ধোনি হয়ে উঠতে ১৫ বছর সময় লেগেছিল ওর। আজ ধোনি যে জায়গায় পৌঁছেছে, সেখানে পৌঁছতে পন্থেরও ১৫ বছর লাগবে।""অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ডে গিয়ে সেঞ্চুরি করেছিলেন পন্থ। তার পর ব্যাট হাতে সে ভাবে নিজেকে মেলে ধরতে পারেননি বাঁহাতি। তার জন্য সমালোচনা ধেয়ে এসেছে পন্থের দিকে। সৌরভ বলছেন, ""অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডে গিয়ে সেঞ্চুরি করে বিশ্বক্রিকেটে আলোড়ন তৈরি করেছিল পন্থ। খুব বেশি ভারতীয় উইকেট কিপার এ ভাবে খেলেনি। তবে এই পর্বটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এখন পন্থ চাপে রয়েছে। এই চাপ সামলাতে হবে পন্থকেই। চাপ কাটিয়ে ওঠার উপায় বের করতে হবে নিজেকেই।""ক্রিকেট মাঠের লড়াইটা একজন ক্রিকেটারকে একাই লড়তে হয়। গ্যালারি থেকে উড়ে আসা বিদ্রুপ, কটাক্ষের জবাব পন্থকে দিতে হবে একাই।

৫৮ স্বর্ণপদক ও ১১৮টি পদক জিতে সাউথ এশিয়ান গেমসে শীর্ষস্থান দখল করল ভারত

ভারত আবার জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে- আপ্ত বাক্যটি যে কতটা সফল তার প্রমান মেলে প্রতিটি পরতে পরতে। বিশেষ করে ক্রীড়া ক্ষেত্রে। বাইশ গজে তো ব্যাপক সাফল্য। বিশ্বের অন্যান্য শক্তিধর দেশের তুলনায় ভারতের বাইশ গজের রেকর্ড অনেক ভালো। শুধু বাইশ গজই নয় অ্যাথলিটের ক্ষেত্রেও ভারতের স্থান অনেক ওপরে। যেভাবে হিমা দাস থেকে সাইনা,কিংবা মেরি কিংবা গুরমিত সিং বা দেবেন্দ্র সকলেই নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন।তবে এবার আবারও ভারতীয় অ্যাথলিটদের দৌড়ে সুনামের শীর্ষে ভারত। সাউথ এশিয়ান গেমসে ৫৮টি সোনার পদক ও মোট ১১৮টি পদক জিতে এখন খ্যাতির শীর্ষস্থানে রয়েছে ভারত। এশিয়ান গেমসের ৪ দিনে এখনও অবধি ৫৮ সোনা, ৪২ রূপো, ১৯ ব্রোঞ্জ জিতেছে ভারত।আর বেশিরভাগ পদক এসেছে সাঁতার, ভারোত্তলন, অ্যাথলেটিক্স থেকে।সুরজ সিং, ওয়াই সিনথোয় দেবী, পুনম, দীপিকা, সুশীলা, রোশমিনি দেবী এবং সুশীল সিং এরা ভারোত্তলনে পদক পেয়েছে। ৫৬ কেজিতে ব্রোঞ্জের পদক এনেছেন ও বিদ্যাপতি চানু। সাঁতারে এসেছে ১১টি মেডেল, যার মধ্যে ৪টি সোনা, ৬টি রূপো, এবং একটি ব্রোঞ্জের পদক।লিখিথ সালারাজ প্রেমা ২০০ মিটার ব্রেস্টস্ট্রোকসে সোনা পেয়েছে এবং দানুশ সুরেষ রূপোর পদ জয়ী হয়েছে। যদিও এখানেই শেষ নয়, ৪৯ কেজি, ৬৭ কেজি, ৭৩ কেজি বিভাগে মহিলাদের রূপো এসেছে। ট্র্যাক ও ফিল্ডে মোট ছয়টি সোনার পদক পেয়েছে ভারত।

বদলাচ্ছে নিয়ম: আজ থেকে ''নো'' বল ডাকবেন থার্ড আম্পায়ার

প্রতিনিয়ত আরো আধুনিক হচ্ছে ক্রিকেট। বদলে যাচ্ছে পুরোনো নিয়ম। আজ শুক্রবার হায়দ্রাবাদে শুরু হচ্ছে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। এই দিন থেকেই ফ্রন্ট ফুট নো বলের ক্ষেত্রে মাঠের আম্পায়াররা নন, সিদ্ধান্ত নেবেন তৃতীয় আম্পায়ার। এমনই নিয়ম পরীক্ষামূলকভাবে চালু করার সিদ্ধান্ত নিলো আইসিসি।এক বিজ্ঞপ্তিতে আইসিসি জানাচ্ছে, ''পরীক্ষামূলক ভাবে এই নিয়ম চালু হচ্ছে। টিভিতে প্রতিটা বলের উপরে এবার নজর রাখবে তৃতীয় আম্পায়ার। তৃতীয় আম্পায়ারের পরামর্শ ছাড়া মাঠের আম্পায়াররা আর নো বল ডাকতে পারবেন না।'' আইসিসির বক্তব্য, কোনোরকম সন্দেহের অবকাশ থাকলে সেক্ষেত্রে নো বল ডাকা হবে না।গত আগস্টে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, নো বল ডাকার ক্ষেত্রে তৃতীয় আম্পায়ারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হিসেবে গণ্য হবে।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-15/EE/RD-TLM/19-20 Dt: 04/12/2019

The Executive Engineer, RD Teliamura Division, Khowai Tripura invites e-tender from eligible bidders up to **3.00 P.M** on **20/12/2019** for **03(Three) nos** construction works. For details visit website- https://tripuratenders.gov.in and contact **03825-26209 / 8731074766 / 9862139398.** Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-1843/2019-20

প্লাস্টিক দূষণ সভ্যতার আতংক-তাই বর্জন করুন একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক।

Sd/Illegible
Executive Engineer
RD Teliamura Division
Teliamura, Khowai Tripura

একটি নয়, অস্ট্রেলিয়া সফরে দুটো গোলাপি বলের টেস্ট খেলতে পারে ভারত !

শেষ অস্ট্রেলিয়া সফরে গোলাপি বলে টেস্ট খেলতে রাজি ছিল না ভারত। পরের বছরের গোড়ায় কি অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে দিনরাতের টেস্ট খেলবে বিরাট কোহালির দল?চর্চা চলছে ক্রিকেটমহলে।সংবাদ সংস্থার খবরে প্রকাশ যে, ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া ২০২১ সালে ভারতের বিরুদ্ধে একটি নয়,দু''টি গোলাপি বলের টেস্ট খেলতে চাইছে। যদি তাই হয়,তবে সেই সিরিজ নতুন ইতিহাস গড়বে। কারণ,এর আগে কোনও সিরিজে দুটো গোলাপি বলের টেস্ট হয়নি।পরের বছরের গোড়ায় ভারতে একদিনের সিরিজ খেলতে আসছে অস্ট্রেলিয়া। সেই সময়ই ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার চেয়ারম্যান আর্ল এডিংস আসতে পারেন প্রতিনিধি দল নিয়ে। সেই প্রতিনিধি দল দেখা করবে ভারতীয় ক্রিকেট কন্টোল বোর্ডের কর্তাদের সঙ্গে। আলোচনার সূচিতে প্রধানত থাকছে দিন-রাতের টেস্টই।এডিংস বলেছেন,''ভারত সদ্য তাদের প্রথম দিন-রাতের টেস্ট খেলেছে। সহজে জিতেওছে। এটা হয়ত ভারতকে গোলাপি বলের টেস্ট অস্ট্রেলিয়ায় খেলার ব্যাপারে উতসাহ দেবে। আমার অন্তত কোনও সংশয় নেই যে ভারত একটা গোলাপি বলের টেস্ট খেলতে চাইবে। এমনকি,একটার বেশি গোলাপি বলের টেস্টও খেলতে পারে ওরা। তবে এটা নিয়ে জানুয়ারিতে ভারতীয় বোর্ডের সঙ্গে কথা বলতে হবে।''ভারতীয় ক্রিকেট কন্টোল বোর্ডের প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়অবশ্য চার টেস্টের সিরিজে দুটো গোলাপি বলের টেস্ট খেলার ব্যাপারে সায় নেই। শুক্রবার এক অনুষ্ঠানে তিনি সাফ বলেছেন, ''ভারত অস্ট্রেলিয়ায় দুটো দিন-রাতের টেস্ট খেলবে কি না, তা নিশ্চিত নয়। চার টেস্টের মধ্যে দুটো গোলাপি বলের টেস্ট বড্ড বেশি হয়ে যাবে। আমরা এটা নিয়ে ভেবে দেখব। এটা নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট বোর্ডের তরফে কোনও কিছু এখনও শুনিনি। ওরা প্রস্তাব দিলে আমরা ভেবে দেখব।''এর আগে সৌরভবলেছিলেন যে, প্রত্যেক সিরিজেই ভারতের অন্তত একটা টেস্ট গোলাপি বলে খেলা উচিত। যা আবার অধিনায়ক বিরাট কোহালির মনোভাবের সঙ্গে একসুরে বাজছে না। কোহালি বলেছিলেন,গোলাপি বলে টেস্ট খেলার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। প্র্যাকটিস ম্যাচ খেলা দরকার গোলাপি বলে। বিদেশে গোলাপি বলে টেস্ট তড়িঘড়ি করে খেলা সম্ভব নয় বলেও জানিয়েছিলেন তিনি।এ দিকে,অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক টিম পেন বলেছেন যে, ব্রিসবেনের গাব্বায় ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম টেস্ট গোলাপি বলে খেলতে তিনি উদগ্রীব। সেই চ্যালেঞ্জও দিয়েছেন তিনি। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া অবশ্য দেখা যাচ্ছে,একটা দিনরাতের টেস্টেই থামছে না। ভারতের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে গোলাপি বলে দুটো টেস্ট খেলতে চাইছে তারা।

রোহিতকে টপকে আন্তর্জাতিকে টি-২০ ম্যাচে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড গড়তে পারবেন বিরাট?

হায়দরাবাদ: ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ভারতের টি-২০ সিরিজে শুধু দু''দলেরই লড়াই হবে না, ভারতীয় দলের অধিনায়ক বিরাট কোহলি ও সহ-অধিনায়ক রোহিত শর্মার মধ্যেও অদৃশ্য ব্যক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা জারি থাকবে। আন্তর্জাতিক টি-২০ ম্যাচে সবচেয়ে বেশি রান করা ব্যাটসম্যানদের তালিকার শীর্ষে রোহিত। তাঁর ঠিক পরের স্থানেই আছেন বিরাট। তাঁরা নিজেদের রান বাড়ানোর মাধ্যমেই দলকে জেতানোর চেষ্টা করবেন। কাল থেকে শুরু ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজের টি-২০ সিরিজ। বিরাট ও রোহিতের দিকে নজর থাকবে ক্রিকেটপ্রেমীদের।এখনও পর্যন্ত ৯৩টি টি-২০ ম্যাচ খেলে ৩২.১৩ গড়ে ২,৪৩৯ রান করেছেন রোহিত। ৬৭ ম্যাচ খেলে বিরাট করেছেন ৫০ গড়ে ২,৪৫০ রান। এই তালিকায় তৃতীয় স্থানে থাকা নিউজিল্যান্ডের মার্টিন গাপটিল ৮০ ম্যাচে করেছেন ২,৪৩৬ রান। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজে বিশ্রাম নিয়েছিলেন বিরাট। ফলে তাঁর সঙ্গে রানের ব্যবধান বাড়িয়ে নেওয়ার সুযোগ পান রোহিত। এবার ফের তাঁর সঙ্গে লড়াইয়ে থাকবেন বিরাট। তিনি এখনও পর্যন্ত আন্তর্জাতিক টি-২০ ম্যাচে ২২টি অর্ধশতরান করেছেন।

তবে একবারও শতরান করতে পারেননি। রোহিত চারটি শতরান এবং ১৮টি অর্ধশতরান করেছেন। গাপটিল দু''টি শতরান এবং ১৫টি অর্ধশতরান করেছেন। আগামী বছর টি-২০ বিশ্বকাপ। তার আগে দল গুছিয়ে নেওয়াও ভারতের টিম ম্যানেজমেন্টের লক্ষ্য থাকবে। সঞ্জু স্যামসনকে সুযোগ দেওয়া হবে কি না, সেদিকে সবার নজর থাকবে।

PNIeT NO-29/EE/DWS-I/2019-20
Percentage rate e-tender in 2(Two) bids system are invited for the following work:

Sl No	DNIeT NO.	Name of the work Location	Estimated cost	Earnest Money	Time of completion	Deadline for online bidding	Time, date of pre-bid meeting	Place, Time and date of opening of online bid	Website for online bidding	Place, time & date for opening of online price bid	Class of Bidder	Cost of tender paper
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13
1	18/SE/DWSC/AGT/2019-20	Operation and maintenance of 15.02 MLD water treatment plant behind Governor house in/c DTWs, Over Head Tanks and rising pipelines in/c specials at different locations of North Zone of AMC, Agartala, Tripura.	Rs. 1,45,21,783.00	Rs. 1,45,218.00	11(eleven) Months	Upto 3.00 PM on 06/01/2020	At. 11.00 Hrs on 26/12/019	Up to 16.30 Hrs on 06/01/2020 Office of the Exucutive Engineer, DWS Division Agartala-I, Tripura West.	https:tripuratenders.gov.in.	Will be notified later on	Appropriate Class/Category as per Nle-T	Rs. 2,500.00

All details can be seen in the office of the undersigned. NB: This detailed press notice & bid documents for work can be seen on websitcr **www.tripuratenders.gov.in** at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website **www.tripuratenders.gov.in**
For details please visit **www.tripuratenders.gov.in and for any query please contact :- 0381-232-5606**

For and on behalf of Governor **of** Tripura

ICA/C-1838/2019-20

Executive Engineer
DWS Division, Agartala-I
Agartala, West Tripura.

প্লাস্টিক দূষণ সভ্যতার আতংক-তাই বর্জন করুন একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক।

জাগরণ 7 December, 2019, Saturday আগরতলা ৭ ডিসেম্বর, ২০১৯ ইং, ■ ২০ অগ্রহায়ণ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ শুক্রবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা পাঁচে ত্রিপুরার অবস্থান, বিপর্যয় মোকাবিলায় সকলকে প্রস্তুত থাকতে বললেন রাজস্বমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।। ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা-৫-এর মধ্যে অবস্থান ত্রিপুরার। তাই বিপর্যয় মোকাবিলায় সকলকে সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। আজ শুক্রবার এ-কথা বলেছেন ত্রিপুরা সরকারের ভূমি ও রাজস্ব দফতরের মন্ত্রী নরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা। অরুন্ধতীনগরে অবস্থিত মনোরঞ্জন দেববর্মা স্মৃতি পুলিশ প্যারেড গ্রাউন্ডে ৫৭-তম নিখিল ভারত অসামরিক প্রতিরক্ষা এবং গৃহরক্ষী বাহিনীর প্রতিষ্ঠা দিবস-২০১৯ উদযাপন উপলক্ষ্যে যৌথ বাহিনীর প্যারেড ও মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ভূমি ও রাজস্বমন্ত্রী নরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা। অনুষ্ঠানে তিনি এভাবেই সকলকে সতর্ক করেছেন।

অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আয়োজিত প্যারেডে রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, গৃহরক্ষী বাহিনী, অসামরিক প্রতিরক্ষা বাহিনী এবং চারটি ব্যান্ড বাহিনী অংশগ্রহণ করেছে। অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রধান অতিথি তথা ভূমি ও রাজস্বমন্ত্রী নরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা কুচকাওয়াজ পরিদর্শন এবং অভিবাদন গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে তিনি বলেন, আমাদের দেশে এই বাহিনীগুলি যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে গড়ে তোলা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে সুচারু পরিচালনার মাধ্যমে এই বাহিনীগুলিকে জাতীয় ক্ষেত্রে আরও সুসংহত ও পরিশীলিত করা হয়েছে। গৃহরক্ষী বাহিনীর সদস্যরা দেশমাতৃকার সুরক্ষায় ও উত্তর পূর্বাঞ্চল এবং ত্রিপুরা রাজ্যে সন্ত্রাসবাদ দমনে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছেন।

তিনি বলেন, সমগ্র বিশ্বের আবহাওয়ার দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। বিভিন্ন জায়গা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ছে। আমাদের দেশও এ-থেকে ভিন্ন নয়। প্রায়শই আমাদের দেশকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সুম্মুখীন হতে হচ্ছে। এক্ষেত্রে অসামরিক প্রতিরক্ষা বাহিনীর গুরুত্ব অসীম। তিনি বলেন, ত্রিপুরা রাজ্য ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা-৫-এর মধ্যে রয়েছে। যে-কোনও সময় বড় বিপর্যয় ঘটতে পারে। সেদিক দিয়ে বিচার করে রাজ্য সরকার বিপর্যয় মোকাবিলার পরিকাঠামো গ্রামীণস্তর পর্যন্ত নিয়ে গেছে। বিপর্যয় মোকাবিলায় প্রশিক্ষণের পাশাপাশি আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম বণ্টন করা হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে রাজ্য পুলিশের ভারপ্রাপ্ত মহানির্দেশক রাজীব সিং বলেন, গৃহরক্ষী বাহিনী ও অসামরিক প্রতিরক্ষা বাহিনী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল যথাক্রমে প্রশাসনকে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রক্ষার ক্ষেত্রে সহায়তা করা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য। এই দুই বাহিনীর মূলমন্ত্র হচ্ছে নিষ্কাম সেবা।

অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে আইজিপি (ক্রাইম) পুণীত

ছয়ের পাতায় দেখুন

রহস্যজনক ভাবে নিখোঁজ দুই ছাত্র, পরে উদ্ধার, স্বস্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন আমতলী থানাধীন রানীরখামার রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম থেকে দুই ছাত্র আচমকা নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়।

অবশেষে পুলিশের তৎপরতায় তাদেরকে উদ্ধার করায় স্বস্তি ফিরে আসে। আমতলী থানাধীন রানীর খামার রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম থেকে দুই নাবালক ছাত্র শুক্রবার আচমকা নিখোঁজ হয়ে যায়। সকালে প্রার্থনার সময় থেকেই তাদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। বেলা সাড়ে আটটা নাগাদ রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রমের সচিব পরেশ চক্রবর্তী এবিষয়ে আমতলী থানায় নিখোঁজ সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের করেন। খবর পাঠানো হয় নিখোঁজ ছাত্রদের অভিভাবকদের কাছেও। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজ খবর করেও নিখোঁজ ছাত্রদের কোন হদিশ পাওয়া যাচ্ছিল না। আমতলী থানার পুলিশ এ বিষয়ে সর্বত্র সতর্কতা জারি করেন। অবশেষে বিশ্রামগঞ্জ থেকে ঐ নিখোঁজ দুই ছাত্রকে উদ্ধার করা হয়। তাদেরকে আমতলী থানায় এনে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রমের সচীব পরেশ চক্রবর্তী এবং তাদের অভিভাবকদের খবর পাঠানো হয়। খবর পেয়ে সচিব পরেশ চক্রবর্তী এবং তাদের অভিভাবকরা থানায় ছুটে আসেন। পুলিশ তাদেরকে অভিভাবক এবং সচিবের হাতে তুলে দেয়। ঘটন সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেছে পড়াশোনা নিয়ে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রমের সচিব মহারাজ পরেশ চক্রবর্তী বৃহস্পতিবার রাতে তাদেরকে গালমন্দ করেছিলেন। অনুশাসন মেনে নিতে না পেরেই তারা আশ্রম ছেড়ে পালিয়ে যায় বলে জানা গেছে। অবশেষে তাদেরকে উদ্ধার করতে সক্ষম হওয়ার যাবতীয় উদ্বেগ উৎকণ্ঠার অবসান ঘটে। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রমে আশ্রিত ছাত্রদের পঠন পাঠনের দায় দায়িত্ব আশ্রম কর্তৃপক্ষের। সামান্য গালমন্দতেই ছাত্ররা পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা রীতিমতো উদ্বেগজনক।

নটেডেম হলিক্রস উচ্চ বিদ্যালয়ে প্যারেন্টস ডে

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৬ ডিসেম্বর।। এক আনন্দঘন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তেলিয়ামুড়ার মোহর পাড়া স্থিত নটেডেম হলিক্রস উচ্চ বিদ্যালয়ে শুক্রবার অনুষ্ঠিত হল প্যারেন্টস ডে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের উপ মুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মন। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিধানসভার মুখ্যসচেতক কল্যাণী রায়, তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসক ভাস্কর ভট্টাচার্য, তেলিয়ামুড়া ব্লকের বিডিও শান্তনু বিকাশ দাস, ফাদার আলফ্রেড ডিসোজা সহ বিশিষ্ট জনেরা। তেলিয়ামুড়া মোহরপাড়াস্থিত নটেডেম উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত অভিভাবক দিবসে ছাত্র ছাত্রীরা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। বর্ণাঢ্য এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধানসভার মুখ্যসচেতক কল্যাণী রায় বলেন, মোহরপাড়া স্থিত এই বিদ্যালয়টি অনেক পূর্বে থেকেই যথেষ্ট সুনাম ও যশ বয়ে এনেছে। এ বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন, গুণগত শিক্ষা, ছাত্রছাত্রীদের নিয়মানুবর্তিতা, এবং পূতিগত শিক্ষা থেকে কো-কারিকুলাম শিক্ষায় বিদ্যালয়টি একটি অনুন্য উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। তিনি বিদ্যালয়টির শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন। এদিকে, প্রধান অতিথির ভাষণে উপ মুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মন বলেন, শহর থেকে দূরে প্রত্যন্ত অঞ্চলেও এই ধরনের শিক্ষাঙ্গন রাজ্যের জনজাতি সহ পিছিয়ে পড়া শ্রেণির ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া করার এক বিশেষ সুযোগ এনে দিয়েছে। রাজ্য সরকার ছাত্র ছাত্রীদের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে যে প্রয়াস গ্রহণ করেছে এই বিদ্যালয়টিতে এসে তারই প্রমাণ পাওয়া পাওয়া গেছে। তিনি বলেন বিদ্যালয়টিতে জাতি-জনজাতি ছেলে মেয়েরা একই অঙ্গনে শিক্ষাগ্রহণ করে তাদের সংস্কৃতির যে আদান প্রদান করছে তাতে তিনি বিদ্যালয়ের কর্মকর্তাদেরও ধন্যবাদ জানান।

আম্বেদকরের প্রয়াণ দিবস রাজ্যেও পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর ।। ৬ ডিসেম্বর ভারতের সংবিধান প্রণেতা ডঃ বিআর আম্বেদকরের প্রয়াণ দিবসটি সারা দেশের সঙ্গে রাজ্যে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে পালিত হলো। শুক্রবার রাজধানীর উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের সামনে বাবা সাহেবের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মণ। 'যে জাতির রাজা নেই, সেই জাতি তাজা নেই' বলেছিলেন বাবাসাহেব ডঃ ভীমরাও রামজি আম্বেদকর। ভারতের মহান সংবিধান রচয়িতা, স্বাধীনতা সংগ্রামী বাবাসেহেবের শুক্রবার ছিল প্রয়াণ দিবস। সকালে সংসদেই তাকে শ্রদ্ধা জানান দেশের রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, উপরাষ্ট্রপতি এম ভেঙ্কাইয়া নাইডু। দেশের সর্বত্র তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে এদিন শ্রদ্ধা জানানো হয়। রাজ্যেও দিবসটি মহান আত্মার শান্তিতে শ্রদ্ধার সহিত পালিত হচ্ছে। রাজধানীর উজ্জয়ন্ত প্রাসাদে শুক্রবার সকালে বিআর আম্বেদকরের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানালেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মণ। তিনি বলেন, বাবাসাহেব

ছয়ের পাতায় দেখুন

মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা অনস্বীকার্য দাবি ড. আবদুল মোমেনের, অশুভ শক্তি যেন মাথাচাড়া না দিতে পারে, বললেন রীভা গাঙ্গুলি

মনির হোসেন,ঢাকা,ডিসেম্বর ০৬।। বাংলাদেশের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি ও কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী বাংলাদেশ সফর করবেন বলে আশা করা যাচ্ছে।

শুক্রবার ঢাকায় মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদান ও বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক শীর্ষক আলোচনা সভায় বিদেশমন্ত্রী ড় আবদুল মোমেন এ তথ্য জানান। একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি ঢাকার জাতীয় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে বাংলাদেশকে ভারতের স্বীকৃতির ৪৮তম বার্ষিকী উপলয এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার রীভা গাঙ্গুলি দাশ ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি শাহরিয়ার কবির ও অন্যান্য আমন্ত্রিত অতিথিরা বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে বিদেশমন্ত্রী বলেন, আমাদের দু'দেশের সরকার প্রধানদের মধ্যে যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে তা বাংলাদেশ ও ভারতের দ্বিপাকি সম্পর্ককে নিঃ সন্দেহে আরও অনেক বেশি শক্তিশালী করেছে। আমরা আশাবাদী যে আগামীতে আমাদের এ সম্পর্ক ক্রমান্বয়ে নিবিড়তর হবে। তিনি আশা করেন, বন্ধুপ্রতীম ভারত এমন কিছু করবে না যাতে উভয় দেশের জনগণের মধ্যে দুশ্চিন্তা বা আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। পরস্পর বন্ধুত্বের মাধ্যমেই বাংলাদেশ ভারত এগিয়ে যাবে, উভয় দেশের জনগণের প্রত্যাশা পূরণ হবে।

ড় একে আব্দুল মোমেন বলেন, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে তিন কোটি মানুষ ঘর ছেড়েছিল। ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল এক কোটি মানুষ। ভারতের অবদান ও সহযোগিতা ছাড়া মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অসম্পূর্ণ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল জনযুদ্ধ। এই যুদ্ধে ভারতের ভূমিকা অনস্বীকার্য। মুক্তিযুদ্ধের পর থেকে বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে সুসম্পর্ক তৈরি হয়েছে। দু'দেশের মধ্যে সম্পর্ক এখন অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছে। তবে দু'দেশের সোনালি সম্পর্কের মধ্যেও কোনো ধরনের দুশ্চিন্তা ও আতঙ্ক তৈরি না হয়, এমনটাই আমাদের প্রত্যাশা।

ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার রীভা গাঙ্গুলি দাশ বলেন, বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক যেমন ১৯৭১ সালে ছিল, ভবিষ্যতেও সেই সম্পর্ক থাকবে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, প্রতিবেশী প্রথম। আর প্রতিবেশীদের মধ্যে বাংলাদেশ প্রথম। তিনি বলেন, আমাদের প্রত্যাশা মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে যেন এই দেশের তরুণ প্রজন্ম বেড়ে ওঠে। আর যেন কোনো অশুভ শক্তি এখানে মাথাচাড়া না দিয়ে ওঠে। আর যেন অপরাশেন সার্চ লাইট না আসে। আর যেন 'আমি বীরঙ্গনা বলছি' এমন বই না লেখা হয়।

একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি লেখক সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির বলেন, মুক্তিযুদ্ধে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর অবদান আমরা ভুলিনি। তার অবদানের কথা স্মরণ করে রাজধানীর গুলশান অ্যাভিনিউকে ইন্দিরা গান্ধী রোড

ছয়ের পাতায় দেখুন

গত ২৪ ঘন্টায় ১০ নাইজেরিয়ান ধৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।। গত ২৪ ঘন্টায় ১০ জন নাইজেরিয়ানকে আটক করেছে রেল পুলিশ। ধর্মনগর স্টেশনে বৃহস্পতিবার রাতে ৭ এবং আজ শুক্রবার ৩ নাইজেরিয়ানকে ট্রেন থেকে রেল পুলিশ গ্রেফতার করেছে। রেল পুলিশ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে আটটা নাগাদ আগরতলা-আনন্দবিহার ত্রিপুরাসুন্দরী এক্সপ্রেস থেকে সাতজন নাইজেরির নাগরিককে আটক করা হয়েছে। তাদের কাছে ভারতে থাকার বৈধ কাগজ নেই। পুলিশ জানিয়েছে, তাদের কাছে পাসপোর্ট ছিল ঠিকই, কিন্তু ভারতে প্রবেশের কোনও ভিসা ছিল না। তাই তাদের আটক করা হয়েছে। প্রাথমিক জেরায় তারা নাকি জানিয়েছেন, ট্রেনে চড়ে তারা গুয়াহাটি যাচ্ছেন এবং বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে ত্রিপুরায় প্রবেশ করেছেন। রেল পুলিশ আরও জানিয়েছে, আজ দুপুর আড়াইটা নাগাদ ধর্মনগর স্টেশনে আগরতলা-শিলচর প্যাসেঞ্জার ট্রেনে ৩ জন নাইজেরিয়ানকে আটক করা হয়েছে। তাদের কাছেও কোনও বৈধ কাগজ ছিল না। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি ত্রিপুরায় নাইজেরিয়ানদের আনাগোনা বেড়েছে। এর পেছনে প্রকৃত কারণ নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। কারণ, নেশা সামগ্রী পাচারের সাথে তাদের যোগসাজশ রয়েছে কিনা সেই প্রশ্নের কোনও উত্তর মিলছে না।

প্রতিবেশী দেশে ধর্মীয় নিপীড়নের শিকার মানুষেরা ভারতীয় নাগরিকত্বে সুন্দর ভবিষ্যত অর্জন করবেন : মোদী

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.): কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবিত নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের সৌজন্যে পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও বাংলাদেশে ধর্মীয় নিপীড়নের শিকার মানুষজন ভারতীয় নাগরিকত্ব লাভ করে সুরক্ষা এবং সুন্দর ভবিষ্যত অর্জন করবেন। শুক্রবার এমনই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একটি মিডিয়া প্রতিষ্ঠান দ্বারা আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, প্রতিবেশী দেশ থেকে আসা কয়েকশো পরিবার, যাঁরা ভারতমাতার উপর আস্থাশীল, যখন তাঁদের ভারতীয় নাগরিকত্বের পথ উন্মুক্ত হবে, তখন তাঁদের আরও ভালো ভবিষ্যত নিশ্চিত হবেউ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ইতিমধ্যেই ছাড়পত্র দিয়েছে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলে। এরপরই এই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলে বলা হয়েছে, আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দু, শিখ, জৈন, পার্সি, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী মানুষ, যাঁরা ধর্মীয় অত্যাচারের শিকার হয়ে এ দেশে শরণার্থী হিসেবে রয়েছেন, তাঁদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে।

সুপ্রিম কোর্টে অযোধ্যা মামলার রায়দানের পর দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির বর্ণনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, রাম জন্মভূমি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের প্রাক্কালে প্রচুর আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিলউ কিন্তু, দেশের জনগণ সমস্ত আশঙ্কাকে ভুল প্রমাণিত করেছেনউ অনুচ্ছেদ ৩৭০ বিলুপ্তি প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এই সিদ্ধান্তটি রাজনৈতিকভাবে কঠিন লাগলেও, জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখের মানুষের মধ্যে উন্নয়নের নতুন আশা জাগিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, দেশের ১৩০ কোটি মানুষের সার্বিক প্রগতি ও ভবিষ্যতের জন্য সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি, সর্বশ্রেষ্ঠ প্রযুক্তি এবং বাস্তবায়নের জন্য রোডম্যাপ নিয়ে এগিয়ে চলছে সরকার। সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য আমাদের সরকার বর্তমানের প্রতিবন্ধকতা নিয়ে কাজ করছে। এই প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়েছে, তা মোটেও নয়, যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। তিনি বলেন, উনবিংশ ও বিংশ শতকের মানসিকতার প্রশাসনিক মডেল নিয়ে একবিংশ শতকের

ছয়ের পাতায় দেখুন

হায়দরাবাদে এনকাউন্টার পুলিশকে ফুল ও রাখিতে স্বাগত

হায়দরাবাদ, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : হায়দরাবাদের নৃশংস ঘটনায় শুক্রবার অভিযুক্তদের এনকাউন্টার করতে বাধ্য হয়েছে পুলিশ উ কেউ কেউ বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তুললেও অভিযুক্তদের খতম করে দিয়ে পুলিশ চটজলদি বিচারের ব্যবস্থা করেছে বলেই মত অধিকাংশ আবেগতাড়িত দেশবাসীর। যার জন্য পুলিশকে ফুল ও রাখিতে স্বাগত জানাল হল শাদনগর শহরে । তেলেঙ্গানা-এনকাউন্টার নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া গোটা দেশজুড়ে। কেউ বলছেন ধর্ষণ-খুন কাণ্ডে অভিযুক্ত চারজনকে খতম করে হায়দরাবাদ পুলিশ পুরোপুরি সঠিক কাজ করেছে, আবার কেউ বলছেন এভাবে সমস্যার সমাধান করা মোটেও সম্ভব নয়। এনকাউন্টারের তদন্তের দাবি তুলেছেন রাজনৈতিক নেতাদের অনেকেই। কিন্তু, অভিযুক্তদের মৃত্যুতেও বহু মানুষ খুশিউ হায়দরাবাদ পুলিশের নামে জয়ধ্বনিও উঠেছে। আজ শাদনগর শহরে, যেখানে এনকাউন্টার হয়েছে, সেখানে ভিড় করা জনতা পুলিশ জিন্দাবাদ স্লোগান তুলেছেন। শুধু তাই নয় তাঁরা পুলিশের মাথায় ফুল ছড়িয়েছেন। পুলিশকর্মীদের হাতে রাখি পরিয়েছেন ।

উল্লেখ্য, গত ২৭ নভেম্বর রাতে শামসাবাদ টোল প্লাজায় অপরাধীদের পাতা ফাঁদে পড়েন ২৫ বছরের পশু চিকিৎসক। পরদিন সকালে এক ফ্লাইওভারের পাশে উদ্ধার হয় তাঁর পুড়ে খাক হয়ে যাওয়া দেহ। গোটা দেশে শুরু হয় আন্দোলন-বিক্ষোভ, ক্ষুব্ধ মানুষ দাবি করেন, অপরাধীদের তাঁদের হাতে তুলে দিতে হবে। অভিযুক্তদের অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হলে পুলিশের ওপর ইটপাটকেল ছোঁড়া হয়। বিক্ষোভকারীদের ওপর লাঠিচার্জ করে পুলিশ, এমনকী সংসদের বাইরেও ধরনা চলে। অভিযুক্তদের জেলের মধ্যে মাংসের ঝোল খাওয়ানো হয়েছে বলে খবর ছড়াতে আগুনে ঘৃতাহুতি হয়। অপরাধীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে আমরণ অনশনে বসেন দিল্লির মহিলা কমিশনের প্রধান স্বাতী মালিওয়াল। এই আবস্থায় আজ সকালে চার অভিযুক্তের এনকাউন্টারের খবর ছড়াতে বহু মানুষ বেজায় খুশি।

উড়ান প্রকল্পে বিভিন্ন উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।। কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক উড়ান প্রকল্পের চতুর্থ পর্যায়ের আওতায় জম্মু ও কাশ্মীরে ১১টি এবং লাদাখে ২টি বিমানবন্দরের জন্য দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়ার কথা ঘোষণা করেছে। এই প্রকল্পের চতুর্থ পর্যায়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চল, পার্বত্য রাজ্য ও দ্বীপভূমিগুলিতে বিমানবন্দর গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। মন্ত্রক জম্মু ও কাশ্মীরে ১১টি অসংরক্ষিত বিমানবন্দর এবং লাদাখে এ ধরনের দুটি বিমানবন্দরের দরপত্র আহ্বান করেছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চল, পার্বত্য রাজ্য ও জলবেষ্টিত ভূখন্ডগুলিতে বিমান যোগাযোগ বাড়ানোর পাশাপাশি, পর্যটন শিল্পের বিকাশের স্বার্থেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মন্ত্রক উড়ান প্রকল্পের চতুর্থ পর্যায়ের আওতায় প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে বিমান যোগাযোগ বাড়ানোর জন্য বিমান সংস্থাগুলিকে ২৫ শতাংশ অতিরিক্ত আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে। বিমান পরিবহণ মন্ত্রকের উদ্দেশ্য হ'ল - আগামী পাঁচ বছরে দেশে ১০০টিরও বেশি বিমানবন্দর থেকে ১ হাজার রুটে বিমান চালানো।

অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেন পাঁচজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৬ ডিসেম্বর।। অল্পের জন্য দুই শিশু সহ মোট পাঁচজন প্রানে বাঁচলেন। ঘটনা কৈলাসহরের আরজিএম হাসপাতালের সামনে। দুপুর ২টা নাগাদ কৈলাসহরের পাইতুরবাজার এলাকা থেকে একটি টুক টুক গাড়ি চালক সহ পাঁচ জন নিয়ে শহরে আসছিল। লক্ষীছড়া ব্রীজটি পার হবার পর টুক টুক গাড়ির হঠাৎ ব্রেক ফেল হয়ে যায়। দ্রুতগতিতে আসা টুক টুক গাড়ির চালক ব্রেক ফেল হয়ে যাওয়ায় গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে রাস্তা থেকে সম্পূর্ণভাবে কমপক্ষে দশ হাত উড়ে গিয়ে দোকানের ভিতরে ঢুকে যায়। সঙ্গে সঙ্গেই উপস্থিত মানষ চালক সহ দুই শিশু এবং এক নারা ও বৃদ্ধ পুরুষকে উদ্ধার করে আরজিএম হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায়। দুই শিশু এবং শিশুর মা'র আঘাত গুরুতর হওয়ায় আর জিএম হাসতাপাল থেকে দমকল বাহিনীর কর্মীরা উনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।